পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 137 Friday, 18 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৩৭ সংখ্যা ❋ ৪ বৈশাখ ১৪৩২, শুক্রবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

অযোগ্য চিহ্নিত নয় এমন শিক্ষকদের দিয়ে কাজ চালানোর সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ ২৬ হাজারের বেশি শিক্ষক-কর্মীর চাকরি বাতিল মামলায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্জিতে আংশিক সাড়া দিল সুপ্রিম কোর্ট। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাঁরা 'অযোগ্য' হিসাবে চিহ্নিত নন, তাঁরা আপাতত স্কুলে যেতে পারবেন ও কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্য সরকারকে অবশ্যই চলতি বছরের মধ্যেই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। এ বিষয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে আগামী ৩১ মে। এছাড়া নির্দেশ, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আদালতের হুঁশিয়ারি, এই সময়সীমা মানা না হলে, পরবর্তী শুনানিতে বর্তমান নির্দেশ প্রত্যাহার করে নতুন আদেশ জারি করা হতে পারে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে জানায়, এসএসসি কেলেঙ্কারির জেরে প্যানেল বাতিল হওয়ায় রাজ্যের ৯,৪৮৭টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৬,৯৫২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অনেক স্কুলে পড়ানোর মতো শিক্ষক নেই। এই পরিস্থিতিতে যাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন বা 'অযোগ্য' নন, তাঁদের আপাতত শিক্ষাকাজ চালিয়ে যেতে দেওয়ার আর্জি জানায় পর্ষদ। বৃহস্পতিবার সেই আর্জিতেই সাময়িক ছাড় দিয়েছে আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী,

নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য নিয়োজিত যাঁরা 'টেন্টেড' নন, তাঁরা আপাতত স্কুলে যেতে পারবেন এবং শিক্ষাদান চালিয়ে যেতে পারবেন। গত ৩ এপ্রিল এসএসসি দুর্নীতি মামলায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রায় দেয়, যেখানে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়। আদালত জানায়, প্যানেল প্রস্তুতিতে জালিয়াতি ও দুর্নীতির যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সেই রায়ে ২৫,৭৩৫ জনের চাকরি বাতিল হয় এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা 'অযোগ্য' বা ভুয়ো প্রার্থী, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়। এই রায়ের পর শিক্ষাঙ্গনে বিপর্যয় নেমে আসে বলে দাবি করে পর্ষদ। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে শিক্ষক স্বল্পতার বাস্তব ছবি তুলে ধরা হয়। সেই আবেদন মেনে 'অযোগ্য' নন এমনদের জন্য আপাতত স্বস্তির পথ খুলে দিল শীর্ষ আদালত। আদালত জানায়, ৩১ মে-র মধ্যে রাজ্য ও এসএসসিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও হলফনামা জমা দিতে হবে। এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ পরীক্ষা ও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আর নির্দেশ কার্যকর না হলে পরবর্তী শুনানিতে শীর্ষ আদালত এই ছাড় প্রত্যাহার করতে পারে। এই নির্দেশে যেমন রাজ্য শিক্ষা দফতর সাময়িক স্বস্তি পেল, তেমনই বহু নির্দোষ চাকরিপ্রার্থী আবার স্কুলে ফিরতে পারবেন-যদিও চূড়ান্ত স্থায়ী সমাধানের জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে নতুন, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার দিকে।

'সরকারের বাইরে কেউ যদি অতিরিক্ত ত্রাণ দেয় অসুবিধা কোথায়?'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ মুর্শিদাবাদে ত্রাণের সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শর্তসাপেক্ষ অনুমতি দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতির নির্দেশ, বিচারপতির নির্দেশ, ত্রাণ নিয়ে তিন জনের টিম যাবে উপদ্রুত এলাকাগুলিতে। গোটা বিষয়টি আগেই জেলাশাসককে জানাতে হবে। কোনও ঘৃণ্য বক্তব্য রাখা যাবে না ত্রাণ দেওয়ার সময়। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে অশান্তির জেরে বর্তমানে বহু মানুষ ঘরছাড়া। দোকানপাঠ পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। গৃহহীনদের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন স্থানীয় স্কুলগুলিতে। এই সকল দুঃস্থদের ত্রাণ দিতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল 'খোলা হাওয়া' নামে একটি সংগঠন। তাদের অভিযোগ, এই ত্রাণ নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সেই মামলারই শুনানি ছিল এ দিন আদালতে। কোর্টের নির্দেশ, শনিবার থেকে ত্রাণ বণ্টন করতে পারবেন তারা। মামলার পরবর্তী শুনানি ৫ মে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, ''সরকারের বাইরে কেউ যদি অতিরিক্ত ত্রাণ দিতে চায় আপনাদের আপত্তি কোথায়? কিসের আইন শৃঙ্খলার সমস্যা? কেন্দ্রীয় বাহিনী তো আছে সেখানে!'' মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ''শিশুদের খাবার, ত্রিপল, ইত্যাদি দেওয়া হবে। জেলা শাসক অনুমতি দেননি। ডিজি বলছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তারপরেও কেন দেওয়া হচ্ছে না?'' এর উত্তর দিতে গিয়ে সরকারি আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর, ''সংগঠনের নাম শুধু খোলা হাওয়া। কিন্তু এখানে অনেক কিছু বন্ধ জিনিস আছে। এই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তারকেশ্বরে বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিল। রাজ্য আহতদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই মুহূর্তে কোনও নতুন সাহায্যের দরকার নেই। তারপরেও যদি দিতে চায় তাহলে জেলাশাসককে দিক।''

ওয়াকফ আইন নিয়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট, পরবর্তী শুনানি ৫ মে

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বৃহস্পতিবারেও দিল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে ওয়াকফ সম্পত্তির চরিত্র বদল করা উচিত নয়। ব্যবহারকারীদের ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষিত অথবা নথিভুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তিরও চরিত্র বদল করা উচিত নয়। সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তিকে বর্তমান অবস্থায় রেখে দিতে হবে। একইসঙ্গে এই সময়ের মধ্যবর্তীকালে ওয়াকফ বোর্ডে কোনও নতুন নিয়োগ করতে পারবে না সরকার। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মামলার বিষয়ে সমস্ত তথ্য সাতদিনের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আইনে এমন কিছু ইতিবাচক দিক আছে যে কারণে এই আইনের উপর সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ দেওয়া উচিত নয়। তবে বিষয়টি যেহেতু বিচারাধীন রয়েছে, তাই বর্তমান জমির চরিত্র কোনওভাবেই বদল করা যাবে না। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে বলেন, আইনটি আনাই হয়েছে দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ এরকম সম্পত্তি রয়েছে, গ্রামের পর গ্রাম, অগুনতি প্লটকে ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এরকম অভিযোগ পেয়ে। আদালতকে তিনি চটজলদি অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে মানা করেন। তখন এসজি তুষার মেহতাই সাতদিনের সময় চেয়ে নেন বেঞ্চের কাছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বৈধতা নিয়ে গুচ্ছ আবেদনের শুনানিতে কোনও অন্তর্বর্তী রায় বা নির্দেশ বুধবারেও দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় শুনানির দিন ধার্য করে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনকে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ। তবে ওয়াকফ আইন নিয়ে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ করেছিল আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''একটি বিষয় খুবই উদ্বেগজনক আর তা হল হিংসা। সেই ইস্যুটিও আদালতের নজরে এসেছে এবং আমরা সিদ্ধান্ত নেব।'' ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক মামলা হয় শীর্ষ আদালতে। এই মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের কাছ জানতে চায়, আপনারা কি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মন্দির কমিটিতে মুসলিমদের অংশ নিতে দেবেন? তৃণমূল কংগ্রেস এমপি মহুয়া মৈত্র সহ ভারতের বিভিন্ন কোণা থেকে আদালতে এই আইনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি শাসিত হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তীসগড় এবং অসম এই আইনকে সমর্থন করেছে আদালতে। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বুধবার তিনটি অন্তর্বর্তী নির্দেশের প্রসঙ্গ তোলেন। যার প্রথমটি হল, আদালত ঘোষিত ওয়াকফ সম্পত্তি অবিধিবদ্ধ বা ওয়াকফের নয় বলা যাবে না, তা সে ব্যবহারকারীর হোক বা না হোক। দ্বিতীয়টি হল, কালেক্টর বা জেলাশাসক ওয়াকফ নিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে পারলেও সেটা এখনই হচ্ছে না। বোর্ড ও কাউন্সিল যাই হোক সেখানে এক্স অফিসিও সদস্য নিয়োগ করা গেলেও অন্য সদস্যদের মুসলিম হতে হবে।

এবছরেই হবে সব সমাধান, কোনও ভুল হবে না মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ 'আপাতত স্বস্তি পেলাম।' বৃহস্পতিবার চাকরিহারাদের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, সেই সম্পর্কে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি বাতিল হয়। এরপর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সেই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে মামলা করে। আজ, বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে, আপাতত কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি অর্থাৎ শিক্ষাকর্মীরা কাজে ফিরতে পারবেন না। এই নির্দেশ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা বেতন নিয়ে বিকল্প পথের সন্ধান করছিলাম। এবার সময় পেয়ে গিয়েছি। এবছরের মধ্যেই সব সমাধান হয়ে যাবে।'' একই সঙ্গে মমতা বলেন, ''ভালভাবে কাজ করুন। কোনও ভুল হবে না। মানুষের কাজে আমরা কোনও ভুল করি না। কারও কথায় প্ররোচনায় পা দেওয়ার দরকার নেই।'' তাঁর দাবি, আগামী বছর পর্যন্ত গড়াবে না, নিয়োগ প্রক্রিয়া এ বছরেই শেষ হয়ে যাবে। চাকরিহারাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আইনে ভরসা রাখুন। সরকারে ভরসা রাখুন। কোনও না কোনও পথ বের করব।'' এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয় মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনে কি তিনি যাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে তিনি সেখানে যাবেন না। এও বলেছেন, তাঁর মনে হয় এখন স্থানীয় কেউ ছাড়া কারও এলাকায় যাওয়া উচিত নয়। কেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওয়াকফ ইস্যুতে গত শুক্রবার থেকে অশান্ত ছিল মুর্শিদাবাদ। মানুষ আক্রান্ত, তিনজনের মৃত্যুও হয়েছে। এছাড়া ঘর-বাড়ি পোড়ানো থেকে শুরু করে ভাঙচুর, পুলিশের ওপরও হামলার ঘটনাও ঘটেছে। তবে সম্প্রতি রাজ্য পুলিশ দাবি করেছে, পরিস্থিতি আগের থেকে অনেক নিয়ন্ত্রণে। ধীরে ধীরে শান্তি ফিরছে। এদিন নবান্ন থেকেও মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করলেন, প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি ফেরানো। স্থানীয়

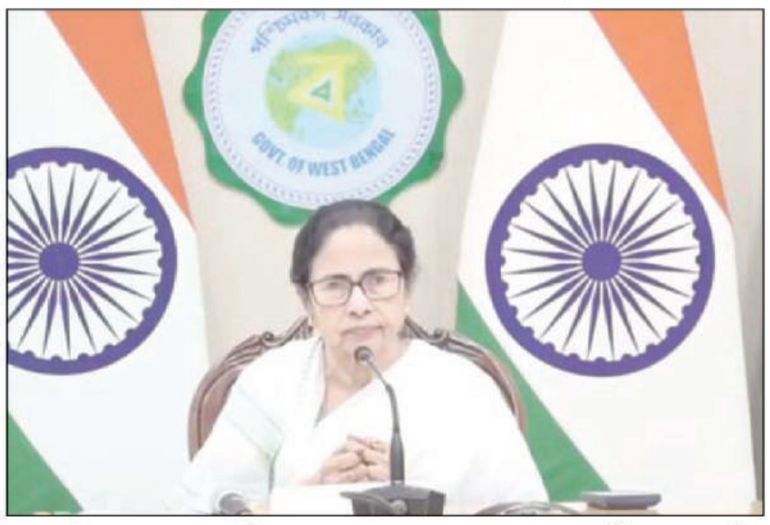

ছাড়া বাইরের কারও যাওয়া ঠিক নয়। মমতা বলেছেন, ''শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে। এখন কাজ হচ্ছে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা। সেই কাজ আগে করতে হবে। সেটাই প্রশাসন করছে। আমিও তো যেতে পারতাম, যাচ্ছি না কেন? কারণ আছে। আমি ঠিক সময়ে যাব। আমি অনুরোধ করব রাজ্যপাল সহ বাকিদের যাতে তাঁরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করেন।'' তিনি আবারও অভিযোগের সুরে বলেন, বাইরে থেকে কেউ কেউ এসে অত্যাচার করেছে, উর্দিধারীরাও আছে। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় দিতে হবে। মুর্শিদাবাদের ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশের সিট। রাজ্য পুলিশদের শীর্ষ আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করছেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। আরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে আরও কড়া নিরাপত্তার জন্য। যদিও কলকাতা হাইকোর্টে এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের পক্ষে জোর সওয়াল করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে অশান্তির পিছনে বাংলাদেশ-যোগ রয়েছে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, পরিকল্পিত জঙ্গি হামলা চালানো হয়েছে মুর্শিদাবাদে। মালদহ, মোথাবাড়ির পর মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, আমতলা... পর পর একই ঘটনা। বিষয়টি একদমই পরিষ্কার যে গোটাটাই পরিকল্পিত। তাই এনআইএ তদন্তই ন্যায্য হবে। রাজ্যের তরফে অবশ্য বলা হয়েছে, আগের থেকে পরিস্থিতি অনেক বেশি স্বাভাবিক। তাই এখনই এনআইএ তদন্তের কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন না। মুখ্যমন্ত্রীও স্পষ্ট বলেন, এখন রাজনীতি করার সময় নয়। আইনি পথে সমাধান বের হবে। এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''বাইরে থেকেও কেউ কেউ এসে অশান্তি পাকিয়েছে। আমাদের নয়। ভয়ও দেখাচ্ছে।'' মুর্শিদাবাদের হিংসা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসছে জাতীয় মহিলা কমিশন। যাচ্ছেন রাজ্যপাল। এমনকী, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলও আসতে পারে বলে সূত্রের দাবি। যা নিয়ে মমতা বলেন, ''হোম মিনিস্টারকে ত্রিপুরা, মণিপুর যেতে বলুন। অসমে যেতে বলুন। ত্রিপুরা-অসম-মণিপুর আমাদের হাতে নেই। বর্ডারও আমাদের হাতে নেই। এটা মনে রাখবেন।'' মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, ''আগে বর্ডারের পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত বিএসএফের হাতে ছিল। বর্তমান হোম মিনিস্টার আইন করে ৫০ কিলোমিটার করে দিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের মানুষ থাকলেও আমরা গিয়ে দেখা করতে পারি না। তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না।'' রাজ্য সরকারের হাত থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ''রাজ্য সরকারের হাত থেকে ৫০ কিলোমিটার জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কেন এটা হবে? প্রথম দিন থেকে আমি এর প্রতিবাদ করেছি। এবং এর প্রতিবাদ করে যাব।'' তিনি আরও জানান, আগে নিয়ম ছিল সীমান্তের কাছে রাজ্য পুলিশ থাকত। বাইরে থেকে কারা, কী কারণে আসা-যাওয়া করছে, তা নথিবদ্ধ করে রাখত। কিন্তু অমিত শাহ এসে সেই নিয়ম বদলে দিয়েছেন। এরপরই মমতার অভিযোগ, ''এখন আর আমাদের অফিসারদের অ্যালাও করে না। ফলে তথ্য ভাগাভাগি করতে পারি না।'' এরপরই খোঁচা, বর্ডার দেখে বিএসএফ, ''গরু দেখে বিএসএফ কয়লা দেখে সিআইএসএফ। শুধু শুধু আমাদের জড়াচ্ছেন কেন? খালি মিথ্যে কথা।''

আপাতত মুর্শিদাবাদে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ আশঙ্কা ছিল, ১৭ এপ্রিলের পর কী হবে। কলকাতা হাইকোর্টের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী, আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকার কথা ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছিলেন, ১৭ তারিখের পর কী হবে! কে দেবে নিরাপত্তা! অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশে মিলল স্বস্তি। বাড়ানো হল কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের তরফেও কোনও আপত্তি জানানো হয়নি। এদিন আদালত পরামর্শ দিয়েছে, যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পরীক্ষা রয়েছে, ফলে স্কুল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়ার কথা বলেছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চ আরও বলেছে, কোনও উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা যাবে না। এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যারা ঘরছাড়া আছে, তাদের লিস্ট দেওয়া হোক। আমি দায়িত্ব নিয়ে তাদের বাড়ি ফেরাব। প্রায় ৪০ শতাংশ দোকান খুলে গিয়েছে। সবজি বাজার খোলা আছে।'' তাঁর অভিযোগ, উত্তর প্রদেশের ছবি কলকাতার বলে আপলোড করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে আর নতুন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলেও জানিয়েছেন তিনি। মামলাকারীদের পক্ষের অন্যতম আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল জানিয়েছেন, ৯০টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ছ জন ফিরে গিয়েছে তাদের বাড়িতে। বিচারপতি সৌমেন সেন বলেন, ''কোন স্কিম নিয়েছেন, ঘরছাড়াদের পুনরুদ্ধার করার জন্য?'' বিচারপতি আরও বলেন, ''একটা কমিটি গড়ে দেওয়া যায়। আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া। আদালতে পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত বাহিনী মোতায়েন রাখা হচ্ছে।''

আইন পথেই আমরা যা যা করার সবটাই করব শিক্ষামন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ কাল থেকে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কারা স্কুলে যাবেন, তা নিয়ে স্পষ্ট করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, যাঁরা অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত নন তাঁরাই কাজে যোগ দেবেন। সে জন্যে কি কোনও আলাদা করে তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হবে? শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন, যেহেতু আদালত আলাদা করে তেমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তাই সেই নিয়ে ভাববার কোনও অবকাশ নেই। রিভিউ পিটিশন এখনও দাখিল করেনি রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবারের আবেদন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দায়ের করা। তার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে সাময়িক কাজে ফেরার অনুমতি পেয়েছেন একাংশের শিক্ষকরা। এবার এই পরিপ্রেক্ষিতে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হবে কি না সেই নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এদিন বিধানসভার বাইরে শিক্ষামন্ত্রীকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ''আইনি পথে এখনও যা যা করা যায় আমরা সবটাই করব। কিন্তু এরপরও যা যা ধাপ আছে, তার পুরোটাই আমরা করব।'' এমনকি, সুপ্রিম নির্দেশের কারণে এখনও যে সকল শিক্ষাকর্মীরা স্কুলে যেতে পারছেন না, তাদের পাশেও তৃণমূল রয়েছে বলেই বার্তা ব্রাত্যর। পাশাপাশি, আগামী ২১ তারিখ এসএসসি তরফে একটি যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। সূত্রের খবর, সেই তালিকা প্রকাশ করতেও উদ্যত্ত তারা। এসএসসির

প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আবেদন (রিভিউ পিটিশন) করেছিল রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে তাদের আর্জি ছিল, যাঁরা 'দাগি' (টেন্টেড) বা 'অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত' নন, আপাতত তাঁদের চাকরি বহাল থাক। বৃহস্পতিবার সেই আর্জিতে পর্ষদের পক্ষে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ আপাতত স্কুলে যেতে পারবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী ৩১ মে-র মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে বলতে হবে, চলতি বছর শেষের মধ্যেই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করা হবে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে শেষ করতে হবে নিয়োগপ্রক্রিয়াও। 'দাগি নন' এমন শিক্ষকদের কাজে ফিরতে বললেও শিক্ষাকর্মীদের বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

শালবনীতে ১৬ হাজার কোটি বিনিয়োগে চালু হচ্ছে পাওয়ার প্লান্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ শালবনিতে পাওয়ার প্লান্টের শিলান্যাস করতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানালেন পূর্ব ভারতে এমন পাওয়ার প্লান্ট আর নেই। আগামী ২১ এপ্রিল ওই পাওয়ার প্লান্টের শিলান্যাস করার কথা। এই প্লান্ট চালু হলে, রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন বলেও জানিয়েছেন মমতা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''অনেকে বলে বিজিবিএস-এ যে ঘোষণা হয়, সেগুলো কার্যকর হয় না। বাংলায় শিল্পপতিদের জন্য একটা ডেস্টিনেশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ছ'টা ইকনমিক করিডর তৈরি করেছি।'' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৮০০ মেগাওয়াট করে দুটি পাওয়ার প্লান্ট তৈরি করা হচ্ছে।

দুর্নীতির 'মাস্টারমাইন্ড' পার্থকে ছাড়তে নারাজ আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ অব্যাহত টানাপোড়েন। ফের খারিজ নিয়োগ মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন আর্জি। দিন কতক আগেই দীর্ঘ সময় ধরে জামিন আর্জির শুনানি চলেছিল বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহার এজলাসে। বৃহস্পতিবার ছিল রায়দান। সেখানেই ফের একবার পার্থর জামিন আর্জি খারিজ করলেন বিচারক। আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এখন যে পর্যায়ে তদন্ত রয়েছে, সেই ভিত্তিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেলে তদন্তে প্রভাব খাটাতে পারেন। কারণ, তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে শারীরিক ভাবে অবনতি হয়েছে পার্থর। কিন্তু তারপরও পাচ্ছেন না জামিন। এর আগেও কলকাতা হাইকোর্টে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিন মামলা খারিজ করেছিলেন আদালতের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। এই জামিন আর্জির শুনানি পর্বে পার্থর বিরুদ্ধে আদালতে প্রাথমিকের ওএমআর শিট নষ্ট করার অভিযোগ তোলে সিবিআই। এমনকি, গোটা নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় মাস্টারমাইন্ড যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীই, এমনটাও দাবি করেন তারা। পাশাপাশি, তদন্তকারীরা আদালতকে এও জানিয়েছেন যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ হাতে এসেছে তাদের। মন্ত্রী থাকাকালীনই মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুর্নীতির সুতো বুনেছিলেন তিনি। এরপর সিবিআইয়ের পেশ করা এই তথ্যগুলির ভিত্তিতেই পার্থর জামিন আর্জি খারিজ করে দেন বিচারক শুভেন্দু সাহা। প্রসঙ্গত, একই দিনে জোড়া স্বস্তি চাকরিহারাদের। এক দিকে সুপ্রিম-রায়ে ফের কাজে ফেরার নির্দেশ পেলেন তারা। অন্যদিকে, শত চেষ্টার পরেও ফের একবার জামিন মামলা খারিজ হয়ে গেল পার্থর। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে ২০১৬ প্যানেল বাতিল মামলায় নতুন করে আবেদন করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। চিহ্নিত অযোগ্যরা বাদে বাকিরা অর্থাৎ যারা চিহ্নিত নন, তারা যেন কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সেই আবেদন নিয়ে সুপ্রিম-দ্বারে দ্বারস্থ হয়েছিল তারা। অবশেষে চাকরিহারাদের সাময়িক স্বস্তি। অযোগ্য চিহ্নিত নয়, তাদের কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। তবে গ্রুপ সি, গ্রুপ-ডি কর্মীদের জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

জ্বর-মাথা ব্যথায় 'আসল' প্যারাসিটামলই খাচ্ছেন? 'ফিক্সড ড্রাগ কম্বিনেশন' নিয়ে সতর্ক করছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ এই কয়েকদিন আগের ঘটনা, অভিযোগ উঠেছিল জাল ওষুধ বিক্রির। প্রেশার, সুগার, অ্যান্টাসিট থেকে শুরু করে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ওষুধে আসলের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে ৩০ শতাংশ জাল ওষুধ। রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল কলকাতায় হানা দিয়ে এমনই ওষুধ একাধিক ওষুধের বিষয়ে জানতে পেরেছিল। এবার এই আবহের মধ্যেই আরও এক উদ্বেগ প্রকাশ করল 'সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' বা সিডিএসসিও-র। অনুমোদনহীন ভাবে ওষুধ উৎপাদন, খুচরো বাজারে বিক্রির লাইসেন্স পাচ্ছে কী ভাবে? রাজ্যগুলির ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। ৩৫টি ড্রাগের তালিকা দিয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে তারা। জানা যাচ্ছে, 'ফিক্সড ড্রাগ কম্বিনেশন'-এর ক্ষেত্রে এই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। এই

'ফিক্সড ড্রাগ কম্বিনেশন' কী? বাজারে প্যারাসিটামলের অনুমোদন আগে থেকেই রয়েছে। কিন্তু এই প্যারাসিটামলের সঙ্গে অন্য একটি উপাদান (মলিকিউল) মিশিয়ে নতুন ড্রাগ তৈরি হচ্ছে। তারপর সেগুলি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছাড়াই উপাদনের পর বাজারজাত করা হচ্ছে বলে দাবি সিডিএসসিও-র। বিষয়টি জানতে পেরেই কেন্দ্র এই সতর্কবার্তা জারি করেছে। সিডিএসসিও-র বক্তব্য, যে সকল কোম্পানি এই ধরনের ওষুধ তৈরি করছে তাদের শোকজ করার পর জানা যাচ্ছে, এই ওষুধগুলিকে বাজারে বিক্রির লাইসেন্স দিচ্ছে রাজ্য। সেই কারণে রাজ্যগুলিকে সতর্কবার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। নতুন ড্রাগের কার্যকারিতা, নিরাপত্তা যাচাই না করেই ঢালাও অনুমোদন দিলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এরপরই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সতর্কবার্তা জারি সিডিএসসিও'র।

ওয়াকফ আইন লাগু হতেই 'অ্যাকশন মোডে' যোগী, 'দখলমুক্ত' করল ৫৮ একর সরকারি জমি

লখনউ, ১৭ এপ্রিলঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর হতেই বড় পদক্ষেপ। সরকারি সম্পত্তি, যা ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দখল করে রাখা হয়েছিল, তা পুনরুদ্ধার করল উত্তর প্রদেশ সরকার। জানা গিয়েছে, ৫৮ একর জমি উদ্ধার করেছে সরকার। এই জমিগুলিকে সরকারি জমি বলে রেজিস্টার করা হয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর হলেও, তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ঝাড়খণ্ডে ইতিমধ্যেই ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই বিতর্ক-টানাপোড়েনের মাঝে কাজে নেমে পড়েছে উত্তর প্রদেশ সরকার। জানা গিয়েছে, কৌশাম্বী জেলায় ৫৮ একর জমিকে সরকারি সম্পত্তি হিসাবে রেজিস্টার করেছে। কৌশাম্বী জেলা

ম্যাজিস্ট্রেট মধুসূদন হুলগি জানান, জেলায় মোট ৯৮.৯৫ হেক্টর জমি ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে রেজিস্টার রয়েছে। এর মধ্যে ৯৩ বিঘা অর্থাৎ প্রায় ৫৮ একর জমি দখলমুক্ত করা হয়েছে এবং তা সরকারি জমি হিসাবে রেজিস্টার করা হয়েছে। সরকারের দাবি, ওয়াকফ বোর্ডের রেজিস্টার করা ওই জমিতে মাদ্রাসা ও গোরস্থান রয়েছে। এগুলি আগে গ্রাম সমাজের নামে রেজিস্টার ছিল। তদন্তের পর এই রেজিস্ট্রেশন পরিবর্তন করা হয়েছে। কৌশাম্বীর পর আরও তিনটি তহশিলে তদন্তকারী দল পাঠানো হয়েছে ওয়াকফ সম্পত্তি খতিয়ে দেখার জন্য। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভেরিফিকেশনের পর যদি দেখা যায়, আরও সরকারি সম্পত্তিকে দখল করে রেখেছে ওয়াকফ, তবে তা দখল মুক্ত করা হবে।

সপা সংকীর্ণ স্বার্থপরতার রাজনীতি করছে, তীব্র কটাক্ষ মায়াবতীর

লখনউ, ১৭ এপ্রিলঃ সমাজবাদী পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তাঁর মতে, সপা সংকীর্ণ স্বার্থপরতার রাজনীতি করছে। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মায়াবতী লিখেছেন, এটা জানা যে, অন্যান্য দলের মতো, সমাজবাদী পার্টিও দলের লোকজন, বিশেষ করে দলিতদের সামনে তুলে ধরে উত্তেজনা ও হিংসার পরিবেশ তৈরি করছে এবং নিজেদের বিতর্কিত বক্তব্য, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এবং কর্মসূচি ইত্যাদি তাঁদের চরম সংকীর্ণ স্বার্থপরতার রাজনীতি বলে মনে হচ্ছে।মায়াবতী অপর একটি টুইটে লিখেছেন, যেহেতু দলিত ভোটের জন্য সপা যে কোনও পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারে। তাই, দলিতদের পাশাপাশি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং মুসলিম সম্প্রদায় ইত্যাদিরও এই দলের রাজনৈতিক কৌশলের শিকার হওয়া এড়ানো উচিত, তাঁদের কোনও উগ্র প্ররোচনার শিকার না হয়ে। এছাড়াও, অন্যদের ইতিহাস নিয়ে মন্তব্য করার পরিবর্তে, এই ধরনের দলগুলির সঙ্গে যুক্ত সুবিধাবাদী দলিতরা যদি নিজেদের সমাজের সাধু, গুরু এবং মহাপুরুষদের সদ্ব্যবহার এবং সংগ্রাম সম্পর্কে বলেন, যে কারণে এই লোকজন কিছু পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তাহলে এটি আরও ভালো হবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচিলে ধাক্কা বাইকের, বনগাঁয় মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের

সোনারপুর, ১৭ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। বৃহস্পতিবার সকাল ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার সুভাষপল্লি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম অভিজিৎ চন্দ (৩০)। জানা গিয়েছে এদিন সকালে দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে রাস্তার পাশে একটি পাঁচিলে ধাক্কা মারে ওই যুবক। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর ফলেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে জানান।

রাজধর্ম পালন করেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ গিরিরাজ সিং

পাটনা, ১৭ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের 'রাজধর্ম' পালন করেননি। তাঁর আশ্রয়ে হিংসা চলছে এবং হত্যার যুগ চলছে।বৃহস্পতিবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, তারা 'ডিভাইড এন্ড রুলে'-এ বিশ্বাস করে এবং সমগ্র জনগণকে কেবল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির চশমা দিয়ে দেখে, শুধুমাত্র মুসলিমদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

দুর্গেশ পাঠকের বাড়িতে সিবিআই হানা, বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ সঞ্জয়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল ঃ আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা দুর্গেশ পাঠকের বাসভবনে হানা দিল সিবিআই। গতকালই ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট-এর অধীনে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল, সেই মামলায় বৃহস্পতিবার দুর্গেশ পাঠকের বা।তিতে হানা দিয়েছে সিবিআই। দুর্গেশ পাঠকের বা।তিতে এখনও তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই।সিবিআই-এর অভিযানের তীব্র নিন্দা করেছেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে সঞ্জয় সিং মন্তব্য করেছেন, বিজেপির নোংরা খেলা আবারও শুরু হয়েছে। সঞ্জয় সিং টুইট করে লিখেছেন, বিজেপির নোংরা খেলা আবার শুরু হয়েছে। গুজরাটের সহ-ইনচার্জ পাঠকের বাড়িতে পৌঁছেছে সিবিআই।মোদী সরকার আম আদমি পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য সব রকমের কৌশল চেষ্টা করেছে, কিন্তু তবুও তার শান্তি নেই।

সন্ত্রাস হোক অথবা উত্তর-পূর্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সবক্ষেত্রেই সিআরপিএফ-এর অবদান রয়েছেঃঅমিত শাহ

নীমুচ (মধ্যপ্রদেশ), ১৭ এপ্রিল ঃ সিআরপিএফ বাহিনীর সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই হোক অথবা শান্তি বজায় রাখার জন্য উত্তর-পূর্বে উপস্থিত থাকা কিংবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে মাত্র চারটি জেলায় নকশালদের সীমাবদ্ধ রাখা - এই সমস্ত ক্ষেত্রে সিআরপিএফ কর্মীদের একটি বড় অবদান রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের নীমুচে সিআরপিএফ-এর ৮৬-তম স্থাপনা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তিনি প্যারেড প্রত্যক্ষ করেন এবং বিশেষ অভিবাদনও গ্রহণ করেন।সিআরপিএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অমিত শাহ এদিন বলেছেন, যখনই দেশের যে কোনও অংশে অশান্তি দেখা দেয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যখন আমি জানতে পারি, সিআরপিএফ কর্মীরা সেখানে আছেন, তখন আমি স্বস্তি পাই এবং আমি আমার অন্যান্য কাজও করি, কারণ আমার এই বিশ্বাস আছে যে সিআরএফপি থাকলে - সিআরপিএফ কর্মীদের জয় নিশ্চিত। অমিত শাহ আরও বলেছেন, ২০০১ সালে আমাদের গণতন্ত্রের মন্দির সংসদে আক্রমণ করা হয়েছিল, এবং সিআরপিএফের সাহসী জওয়ানরা সেই হামলাকে ব্যর্থ করেছিল। ২০০৫ সালে যখন সন্ত্রাসীরা শ্রী রাম জন্মভূমিতে আক্রমণ করেছিল, তখন আবারও সিআরপিএফ জওয়ানরা সেই হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করেছিলেন এবং মন্দির সুরক্ষিত করেছিলেন। সিআরপিএফের ইতিহাসে লেখা এবং বহু বছর ধরে স্মরণীয় হওয়া সবচেয়ে বড় অর্জনগুলির মধ্যে একটি হল এই দেশকে নকশালবাদ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখা।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, ৬ কোটিরও বেশি গাছ লাগানোর মাধ্যমে আমরা অসাধারণ পরিবেশ সচেতনতা প্রদর্শন করেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সিএপিএফ কর্মীদের কল্যাণের জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিমান কুরিয়ার পরিষেবা বাস্তবায়িত হয়েছে। সম্প্রতি, ভারত সরকার ধারাবাহিকভাবে বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধি করেছে এবং অষ্টম বেতন কমিশনও গঠন করেছে। আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। ৩১ মার্চ ২০২৬ সালের মধ্যে, এই দেশে এমন একটিও জায়গা থাকবে না যেখানে নকশালপন্থীরা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে। এই অর্জনে, সিএপিএফ, বিশেষ করে সিআরপিএফ এবং কোবরা ব্যাটালিয়ন, দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করবে বলে জানা।

দানাপুর আদালতে আত্মসমর্পণ রিতলালের, সহযোগীদেরও বশ্যতাস্বীকার

দানাপুর, ১৭ এপ্রিল ঃ বিহারের দানাপুরের আরজেডি বিধায়ক রিতলাল যাদব বৃহস্পতিবার দানাপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। এছাড়াও তার সহযোগী চিঙ্কু যাদব, পিঙ্কু যাদব, শ্রবণ যাদব এবং অন্যান্যরাও আত্মসমর্পণ করেছে। রিতলাল যাদব এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে নথি জাল করা, তোলাবাজি এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।গত ১১ এপ্রিল রিতলালের সঙ্গে সম্পর্কিত ১১টি স্থানে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেই তল্লাশিতে প্রায় ১০.৫ লক্ষ টাকা, ৭৭.৫ লক্ষ টাকার ফাঁকা চেক, জমি দখলের ইঙ্গিত দেয় এমন ১৪টি দলিল এবং চুক্তি, ১৭টি চেকবই এবং পাঁচটি স্ট্যাম্প, ৬টি পেন ড্রাইভ এবং ওয়াকি-টকি উদ্ধার করা হয়।আইনজীবী সফদার হায়াত বলেছেন, কোনও এক নির্মাতা তার বিরুদ্ধে তোলাবাজির মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন। পুলিশও একই মামলায় তাকে খুঁজছিল। পুলিশ তাকে খুঁজছিল বলে জানার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ করেন, অভিযুক্তদের সঙ্গে। জামিনের আবেদন এখনও দায়ের করা হয়নি। সম্ভবত আমরা দু-এক দিনের মধ্যে এটি দায়ের করব। বিষয়টি মিথ্যা। এটি কোনও তোলাবাজির মামলা হতে পারে না। বিধায়ক রিতলাল যাদব, পিঙ্কু যাদব, চিঙ্কু এবং শ্রবণ সহ বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণ করেছেন বলে জানান।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ফের রেল অবরোধ, দুর্ভোগে অসংখ্য যাত্রী

ডায়মন্ড হারবার, ১৭ এপ্রিল ঃ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় রেল অবরোধ, কারণ সেই একই। অতিরিক্ত মহিলা কামরা বৃদ্ধি। বৃহস্পতিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার শাখার উত্তর রাধানগর স্টেশনে স্থানীয় যাত্রীরা রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ চলে মগরাহাট স্টেশনেও। সকাল পৌনে ৮টা থেকে পৌনে ১০টা পর্যন্ত চলে রেল অবরোধ। এর ফলে শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখার আপ এবং ডাউন লাইনে সমস্ত ট্রেন চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। রেল অবরোধের জেরে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।সম্প্রতি ট্রেনে সাধারণ কামরার সংখ্যা কমিয়ে সেখানে অতিরিক্ত মহিলা কামরা যোগ করা হয়েছে। অথচ ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি কিংবা ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ। এর ফলে প্রতি দিন ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের। এমনই একগুচ্ছ অভিযোগে ও রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এদিন সকালে উত্তর রাধানগর স্টেশনে রেল অবরোধ চলে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর অবরোধ উঠে যায়।

টানা তৃতীয় দিন ইডি-র দফতরে রবার্ট, জেরার মুখোমুখি প্রিয়াঙ্কার স্বামী

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল ঃ এনফোর্সমেঃট ডায়রেক্টরেট (ইডি) বৃহস্পতিবার নিয়ে টানা তৃতীয় দিন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী তথা ব্যবসায়ী রবার্ট ভডরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তাঁর বিরুদ্ধে হরিয়ানার গুরুগ্রামে জমি সংক্রান্ত একটি লেনদেনে অর্থপাচারের অভিযোগ রয়েছে। নতুন দিল্লির ইডি অফিসে এই জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। হরিয়ানার গুরুগ্রামে তাঁর কোম্পানী জমি কেনা নিয়ে অভিযোগের তদন্তের জেরে এই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিন রবার্টকে ইডি-র দফতর পর্যন্ত পৌঁছে দেন তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা।রবার্ট এদিন ইডি-র মুখোমুখি হওয়ার আগে বলেছেন, এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করা হচ্ছে। এটা ভুল। যখন এজেন্সিগুলি দেশের মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থীদের পেছনে লেগে থাকে অথবা যখন কোনও দল ভালো কাজ করে, তখন তাঁদের উপর আস্থা কীভাবে থাকবে? বিজেপির কোনও মন্ত্রী বা সদস্যকে ইডি তলব করেছে? তাদের কাউকে কেন তলব করেনি? বিজেপির সবাই কি ভালো? তাদের বিরুদ্ধে কি কোনও অভিযোগ নেই? বেশ কিছু অভিযোগ আছে। আমার সঙ্গে জনগণের শক্তি আছে, জনগণ আমার পাশে আছেন, কেউ আমাকে থামাতে পারবে না।

হিমাচলে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, আপেল ফুল নষ্টের আশঙ্কা

শিমলা, ১৭ এপ্রিল ঃ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়ায় আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে হিমাচল প্রদেশে। আবহাওয়া দফতর ১৮ ও ১৯ এপ্রিল হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে। ১৮ ও ১৯ এপ্রিল চাম্বা, কাংড়া এবং কুল্লু জেলায় এবং ১৯ এপ্রিল মান্ডি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে শিমলা, কুল্লু, চাম্বা ও কাংড়া জেলায় ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল শিলাবৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।ভারী বৃষ্টিপাত এবং শিলাবৃষ্টির সতর্কতা আপিল চাষীদের চিন্তিত করে তুলেছে, বিশেষ করে মধ্য ও উঁচুভূমিতে যেখানে আপেল বাগানে ফুল ফুটেছে। ভারী বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, তাপমাত্রা হ্রাস একযোগে ফল ধরার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। আপেল ফুল নষ্টের আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে জানান।

ব্রাজিলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন শিবরাজ, জানালেন নিজের মনের কথা

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল ঃ ব্রাজিলে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের অভিজ্ঞতা ও কৌশল অর্জন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। জানালেন নিজের মনের কথা। শিবরাজ জানালেন, কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি সমৃদ্ধ। বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, ব্রাজিলে থাকাকালীন, আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও কৌশল দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছি। এখানে আমি কৃষিকাজ পর্যবেক্ষণ করছি এবং অনেক নতুন জিনিসও শিখছি। তিনি বলেন, আমি এখানকার সেচ ব্যবস্থা দেখেছি। টমেটো ফসলে সেচ দেওয়ার জন্য স্প্রিংকলার ব্যবহার করা হচ্ছে - এই জলে পুষ্টি (ইউরিয়া) দ্রবীভূত আছে।

দিল্লির শাহীনবাগে আবাসনে আগুন

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল ঃ দিল্লির শাহীনবাগ এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি আবাসনে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ওই আবাসনে আগুন লাগে। আগুনে বাড়িটি পুড়ে গিয়েছে, এছাড়াও আগুনের লেলিহান শিখায় দাঁড়িয়ে থাকা ৩-৪টি গাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে শাহীনবাগ এলাকায় একটি আবাসনে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। ঘরের ভিতরে থাকা সব কিছু পুড়ে গিয়েছে। ভস্মীভূত হয়েছে ৩-৪টি গাড়িও। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা। খবর সূত্রে থেকে জানা গেছে বলে জানান।

জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবল বৃষ্টি, ১০টি জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

জম্মু ও শ্রীনগর, ১৭ এপ্রিল ঃজম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টিতে একাধিক জায়গায় গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি এবং টাওয়ার ভেঙে পড়েছে। জম্মু বিভাগের ১০টি জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। বিঘ্নিত হয়েছে যান চলাচল। ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি বেগে বয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়া। আগামী দু'দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বুধবার রাতের প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের দাপটে পুঞ্চ শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় গাছ উপড়ে পড়েছে। শ্রীনগরের নানা স্থানেও গাছ ভেঙে পড়েছে।

আজ,শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্ব কাপানো পেস বোলার ম্যালকম মার্শালের জন্মদিন

কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ ম্যালকম ডেঞ্জিল মার্শাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্ব কাপানো এই পেস বোলারের জন্ম শুক্রবার ১৮ এপ্রিল, ১৯৫৮ বার্বাডোসে। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘরোয়া প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে বার্বাডোস ও ইংরেজ কাউন্টি ক্রিকেটে হ্যাম্পশায়ারসহ দক্ষিণ আফ্রিকায় নাটাল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁর ডাকনাম 'ম্যাকো'। ম্যালকম মার্শাল প্রধানত ভয়ঙ্কর ফাস্ট বোলার ছিলেন।বিশ্ব সিরিজ ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা খেলোয়াড়গণ অংশগ্রহণ করলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে শূন্যতা দেখা দেয়। এরফলে ১৯৭৮-৭৯ মরসুমে ভারত সফরে তার টেস্ট অভিষেক হয়। মার্শালের সবচেয়ে স্মরনীয় সিরিজ ১৯৮৮ সালে ইংল্যান্ড সিরিজ। ৫ টেস্টের সিরিজে ৪-০ ব্যবধানে জয়লাভ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই সিরিজে মার্শাল ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর বোলার। সিরিজে তিনি মাত্র ১২.৬৫ রান খরচায় ৩৫ উইকেট দখল করেছিলেন। ওই সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ভাঙ্গা বাম-হাত নিয়েও বোলিং করে ৭২২ লাভ করেন। এ সফর শেষেই রিচার্ডস, মার্শালসহ বেশ কয়েকজন তারকা খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলে বিশ্ব ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্টে একাধিপত্য শেষ হয়ে যেতে থাকে।১৪ বছরের ক্রিকেট কেরিয়ারে ৩৭৬টি টেস্ট উইকেট দখল করে বার্বাডিয়ানদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছেন ম্যালকম মার্শাল। এছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মধ্যে তাঁর এ সংগ্রহটি তৃতীয় শীর্ষস্থানীয়। এছাড়াও ১৫৭টি ওডিআই উইকেট নিয়ে শীর্ষস্থান দখল করে আছেন তিনি।টেস্টে ৫ উইকেট নিয়েছেন ২২ বার আর ১০ উইকেট নিয়েছেন ৪ বার। টেস্টে রান করেছেন ১৮১০। একদিনের ক্রিকেটে রান করেছেন ৯৫৫।ক্রিকেটে তার বিরাট অবদানের জন্য উইজডেন ট্রফির পাশাপাশি ২০০০ সাল থেকে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট লাভকারী বোলারকে তাঁর নামানুসারে 'ম্যালকম মার্শাল স্মারক ট্রফি' প্রদান করা হচ্ছে একই নামে বার্বাডোস এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মধ্যকার বার্ষিক খেলায় পুরস্কার প্রদান করা হয়।তার স্মরণে বার্মিংহামের হ্যান্ডসওর্থ পার্কে ম্যালকম মার্শাল স্মারক ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। হ্যাম্পশায়ারের রোজ বোলকে মার্শাল স্মরণে মার্শাল ড্রাইভ ও রয় মার্শাল নামে ডাকা হয়। ১৯৯৬ সালে মার্শাল হ্যাম্পশায়ার এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ ছিলেন। ১৯৯৯ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা চলাকালে তিনি কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এরফলে তিনি দ্রুত কোচের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেন ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তিনি আরোগ্যলাভ করতে পারেননি। ৪১ বছর বয়সে ৪ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন বিশ্ব বরেণ্য এই ফাস্ট বোলার।

পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসি ক্যাডেটদের সম্মান প্রদান

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম ডিরেক্টরেট - এর উদ্যোগে নানা কার্যক্রমের জন্য সফল ক্যাডেটদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ইতিমধ্যেই চালু ক্যাডেটদের জন্য নানা প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। এর মূল লক্ষ্য হল - যুবকদের স্বশক্তিকরণে জোর দেওয়া। বৃহস্পতিবার কলকাতাস্থিত ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস ক্লাব হাউসে অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা। এরপর মূল অনুষ্ঠান। একে একে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। এন সি সি - র ডিরেক্টর জেনারেল তথা মহানির্দেশক লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরবীরপাল সিং এদিনের অনুষ্ঠানে - তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এরপর শুভেচ্ছা বিনিময় করেন । উল্লেখ্য, সেরা ইউনিট খেতাব জিতেছে ১০ বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন এনসিসি - বর্ধমান গ্রুপ। এছাড়াও ২ নাভ্যাল ইউনিট এনসিসি - এর কলকাতা - 'সি' গ্রুপ একাধিক ট্রেনিং ও প্রশাসনিকস্তরের মাপকাঠিতে অসাধারণ দক্ষতা তুলে ধরেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই জিতেছে বিশেষ সম্মান। সেই সঙ্গে দার্জিলিং গ্রুপ জিতেছে ডিজি এনসিসি ব্যানার। আগামীদিনের জন্য ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে তিনি জানান, দুই বছরের পাঠক্রমে বদল আনা হয়েছে এবং তা সময় উপযোগী করে তোলা হয়েছে। ড্রোনের ব্যবহার ও প্রশিক্ষণের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার তা উল্লেখ করেছেন তিনি। আরও কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন। সবার আগে দেশ - এই হল মূল মন্ত্র ফের তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শ্রী সিং এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, ভবিষ্য এর নেতৃত্ব গড়ে তোলার পরিকল্পনা যেমন রয়েছে তেমন স্বশক্তিকরণেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এদিকে, এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহানির্দেশক মেজর জেনারেল বিবেক ত্যাগী উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল ঃ ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি আরও বলেছেন, বিভিন্ন ধরণের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিশ্বব্যাপী সরবরাহের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে প্রস্তুত রয়েছে ভারত। নতুন দিল্লিতে বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এক সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আত্মনির্ভর করে তুলতে তাঁর মন্ত্রক ২০২৫ সালকে সংস্কার বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এই সম্মেলনে সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ আধিকারিক, প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রতিনিধি, গবেষক এবং উৎপাদকরা প্রযুক্তি ও কৌশলগত সংস্কার বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

সুপ্রিম কোর্টে আপাত-স্বস্তি চাকরিহারাদের একাংশের

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল ঃ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আবেদন করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাদের আর্জি ছিল, যাঁরা 'দাগি' বা ' অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত' নন, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে আপাতত তাঁদের চাকরি বহাল থাক। বৃহস্পতিবার সেই আর্জিতেই পর্ষদের পক্ষে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ' দাগি (টেন্টেড) নন এমন শিক্ষকেরা আপাতত স্কুলে যেতে পারবেন। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী ৩১ মে-র মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে, তারা চলতি বছরেই নিয়োদ প্রক্রিয়া শেষ করবে। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে শেষ করতে হবে নিয়োগপ্রক্রিয়া।প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, 'দাগি' কিংবা 'অযোগ্য' নন এমন শিক্ষকেরা স্কুলে যেতে পারবেন। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, বেঁধে দেওয়া এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ বর্ষশেষের আগেই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ না হলে এই নির্দেশ তুলে নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে ফের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে আদালত।

অনেক হিন্দু ওয়াকফ বোর্ডে সম্পত্তি দান করেছেন, সভায় মন্তব্য মমতার

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ অনেক হিন্দু ওয়াকফ বোর্ডে সম্পত্তি দান করেছেন। এমনকী তাঁরা কেউ কেউ ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যও। এই সংশোধনীর নামে রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে কেন্দ্র। গত বুধবার সভায় এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মোয়াজ্জেনদের সমাবেশে শান্তি, সম্প্রীতির বার্তাই আরও একবার স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের সমাবেশে শুধু ইমাম-মোয়াজ্জেনদের সংগঠনই নয়, হাজির ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। সনাতন ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে শিখ সংগঠনের প্রতিনিধিদের মঞ্চে ডেকে পাশে দাঁড় করিয়ে সম্প্রীতির ছবিটা আঁকলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই বুঝিয়ে দিলেন, কোনওভাবেই এ রাজ্যের সৌহার্দ্য পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না। বিজেপিকেও সেই বার্তা দিয়ে তিনি বললেন, বিভাজন-ভাগাভাগি নয়, বিজেপি, জোড়ো।

এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৮ প্রতিযোগিতায় ৫০০০ মিটারে রুপো জিতেছেন নীতিন গুপ্তা

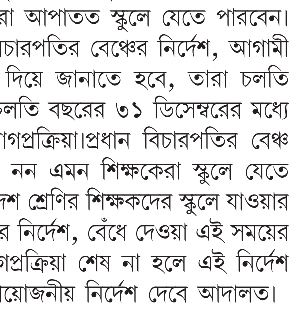

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ সৌদি আরবের দাম্মামে ষষ্ঠ এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৮ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ৫০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ভারতের নীতিন গুপ্ত রৌপ্য পদক জিতেছেন।নীতিন ২০.২১.৫১ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, অন্যদিকে চীনের ঝু নিংহাও ২০ঃ২১.৫০ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণপদক জিতে নেন। আর চাইনিজ তাইপের শেং কিন লো ২১ঃ৩৭.৮৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।১৭ বছর বয়সী নীতিন গত মাসে পাটনায় জাতীয় যুব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১৯ঃ২৪.৪৮ সেকেন্ডের ব্যক্তিগত সেরা সময় নিয়ে নিজের জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছিলেন।গত বুধবার আছে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের ছেলে ও মেয়েদের জন্য ডিসকাস থ্রো, লং জাম্প, ১০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার স্প্রিন্টের মতো অন্যান্য ইভেন্টেও অ্যাকশনে দেখা যাবে।

ফের জামিন খারিজ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় জামিন পেলেন না রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সিবিআই-এর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন খারিজ করল সিবিআই-এর বিশেষ আদালত। এর আগে প্রাথমিক নিয়োগে ইডির মামলায় জামিন পেলেও এ বার সিবিআই-এর মামলায় জামিন পেলেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দিনকতক আগেই দীর্ঘ সময় ধরে জামিন আর্জির শুনানি চলেছিল বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারকের এজলাসে। বৃহস্পতিবার ছিল রায়দান। সেখানেই ফের একবার পার্থর জামিন আর্জি খারিজ করলেন বিচারক।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৪বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার, ইংরেজীঃ১৮এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৪ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১৬ এপ্রিল বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকু।।, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এই ঝ।-বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রায় হ্রাস হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি কম।জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৯ টা৫০মনিট এবং রাত ৮ টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ১৬মনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৭মনিট

এক বৃদ্ধের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১৭ এপ্রিল ঃ বুধবার মধ্যরাতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। তবে বাড়িতে না থাকায় প্রাণে বাঁচলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানা এলাকার রায়পুরে। এর আগেও তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। এদিন রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকার বাসিন্দা নিমাই সরদারের দাবি, এলাকায় সমাজ বিরোধী এবং নেশাখোরদের আনাগোনা বেড়েছে। অন্ধকার নামলেই এলাকা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় নেশার আসর বসে। তিনি বুধবার এই বাড়িতে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। মধ্যরাতে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আগুন লাগার খবর পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও দমকল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ির মধ্যে থাকা চাষবাসের সরঞ্জাম, জামাকাপড়,খাবার ও কিছু নগদ টাকা। বছরখানেক আগে ও আগুন লাগানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। ফের আগুন লাগানোর ঘটনায় আতঙ্কিত তিনি। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

ধুলিয়ানে আপাতত থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ ধুলিয়ানে আপাতত থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ধুলিয়ান থেকে এখনই কেন্দ্রীয় বাহিনী সরবে না, নির্দেশ হাইকোর্টের। পাশাপাশি সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই কমিটিতে থাকবেন জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দুই প্রতিনিধি এবং রাজ্য লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির এক সদস্য। ধুলিয়ানে ঘরছাড়াদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে এই কমিটি। পাশাপাশি সেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য রাজ্যকে এখনই স্কিম তৈরির নির্দেশ হাইকোর্টের। মৃতদের পরিবারকে শুধু টাকা দেওয়া নয়, প্রয়োজনে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারেও ভাবনা চিন্তা করার পরামর্শ রাজ্যকে দিল হাইকোর্ট।

হিংসা বিধ্বস্ত ভাঙড়ে গ্রেফতার ১৯, এলাকা পরিদর্শনে মনোজ কুমার

ভাঙড়, ১৭ এপ্রিলঃ সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলাকালীন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের হিংসা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা। সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারাও। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা বলেছেন, কিছু জনতা এখানে এসে পাথর ছুঁড়ে পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে, ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও তদন্ত চলছে।

হাওড়াতেও বৃষ্টি, স্বস্তি শহরবাসীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ এপ্রিল ঃ বৈশাখের প্রথম কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি হলো হাওড়াতেও। তাতেই গরমের হাত থেকে সাময়িক স্বস্তি মিলেছে। গুমোট ভ্যাপসা গরমে জেরবার হচ্ছিলেন সকলে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যের দিকে ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা আগেই জানিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। সেই অনুযায়ী এদিন সন্ধ্যের মুখে বেশ কিছুটা বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি হয়। কিছুটা হলেও তাতে স্বস্তি ফেরে। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই দেখা মিলেছে এই কালবৈশাখীর। দিনভর গুমোট গরম শেষে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হয় হাওড়া শহরে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট ছিল। স্বস্তি পান শহরবাসী।

কারা স্কুলে যেতে পারবেন, বা পারবেন না, তা নিয়ে এই মুহূর্তে তৈরি হয়েছে ধন্দ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষার পর চাকরি পাওয়াদের যোগ্য-অযোগ্য বিতর্ক এখনও চলছে পুরোদমে। দুই বিভাগের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও, এর আগে আদালতে অযোগ্য-দের একটি তালিকা জমা দিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বৃহস্পতিবারের রায়ের পর কারা স্কুলে যেতে পারবেন, কারা পারবেন না, তা নিয়ে এই মুহূর্তে ধন্দ তৈরি হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে অযোগ্যদের একটি তালিকা জমা দেয় এসএসসি। শিক্ষক-শিক্ষিকা, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি মিলিয়ে ৬ হাজার ২৭৬ জনের তালিকা দেওয়া হয়। ৩ এপ্রিল ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের যে নির্দেশ দেয় আদালত, তাতে ওই তালিকা নিয়ে যদিও সন্দেহ প্রকাশ করে আদালত। জানানো হয়, এসএসসি-র ওই তালিকা চূড়ান্ত নাও হতে পারে। আরও নাম ঢুকতে পারে তালিকায়। এত দুর্নীতি হয়েছে যে, তা সংশোধনের উপায় নেই। তাই গোটা প্যানেলই বাতিল করতে হচ্ছে। এর পর আদালতে ফের আবেদন জানায় রাজ্য সরকার, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। চলতি শিক্ষাবর্ষে নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত, অযোগ্য বলে চিহ্নিত নন, যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হয়। শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে সেই আবেদনে সায় দেয়নি আদালত। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-তে এত ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, তার জেরেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানান প্রধান বিচারপতি। তাঁদের কোনও ভাবে নিয়োগ করা যাবে না বলে জানান তিনি। তবে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছাড়া যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে পারবেন বলে জানিয়েছে আদালত। কিন্তু কারা পড়াতে যেতে পারবেন, কারা নয়, কারা অযোগ্য, কারা যোগ্য, তা বোঝা যাবে কী করে, সেই নিয়েও ধন্দ দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এসএসসি-র কাছে দুটি রাস্তা রয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের মতে, ১) অযোগ্য-দের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে দেওয়া হতে পারে। যাঁদের নাম থাকবে তালিকায়, তাঁরা স্কুলে পড়াতে যাবেন না আর। ২) এক এক করে অযোগ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এসএসসি। জানিয়ে দেবে, আর স্কুলে যেতে হবে না তাঁদের।

অযোগ্যদের বেতন ফেরানোর কথাও এসএসসি-কে জানাতে হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের। তাঁদের মতে, আদালতের আগের রায়ে অযোগ্য বলে চিহ্নিতদের চার বছরের বেতন ফেরানোর কথা বলা ছিল। আজ আদালতে শুনানি চলাকালীন রাজ্য জানায়, আদালতের আগের রায় তারা গ্রহণ করেছে।

শুধু আপাতত স্বস্তির জন্য আবেদন জানাচ্ছে। সেই নিরিখে বেতন ফেরত দেওয়ার কথা জানাতে হবে অযোগ্যদের।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় উত্তর কলকাতায় শুরু হল খাদিমেলা

ছবি- সুবল সাহা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় উত্তর কলকাতা খাদিমেলা শুরু হল আজ থেকে চলবে আগামী ৮ই মে পর্যন্ত এই মেলার আজ উদ্বোধন করেন দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, প্রধান অতিথি মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক অতীন ঘোষ, মাননীয় বিধায়ক এবং পর্ষদের সভাপতি কল্লোল খাঁ, পর্ষদের সদস্য উজ্জ্বল প্রামানিক, মোস্তাক আহমেদ এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মৃদুল হালদার প্ল্যানিং অফিসার বিশ্বজিত সরকার এছাড়া অন্যান্য অতিথিবৃন্দ মাননীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ একটি রাজ্য সরকারি সংস্থা ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং আজও পর্যন্ত ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারী শিল্পের অগ্রগতির জন্য এই সংস্থা বহু বাধা বিপদ থেকে পেরিয়ে ৬৬ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে সভাপতি কল্লোখা জানান সৃষ্টিশীল কাজকে সকলের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জেলা ভিত্তিক আয়োজন করা হয়েছে এই খাদি মেলা এই প্রথমবার উত্তর কলকাতায় খাদি মেলার আয়োজন করলো পর্ষদ যাতে পারিপার্শ্বিক এলাকাবাসীর হাতের নাগালে পেয়ে যায় শিল্পীদের সৃষ্টির ছোঁয়া তাই এই মেলায় সকলকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আগামী ৮ই মে পর্যন্ত এই মেলা খোলা থাকবে দুপুর একটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত।

শ্রীভূমিতে প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ

শ্রীভূমি ১৭ এপ্রিল ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আগামী শনি ও রবিবার অর্থাৎ ১৯ ও ২০ এপ্রিল শ্রীভূমি জেলার ভোটকর্মীদের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে। দুদিনই দুই শিফ্‌টে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে। প্রথম শিফ্‌টে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় শিফ্‌টে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে দুপুর ১টা ৩০মিনিট থেকে বিকাল ৪টা ৩০মিনিট পর্যন্ত। প্রথম শিফ্‌টে প্রশিক্ষণ হবে প্রিসাইডিং অফিসার ও ফার্স্ট পোলিং অফিসারদের। আর দ্বিতীয় শিফ্‌টে প্রশিক্ষণ হবে সেকেন্ড ও থার্ড পোলিও অফিসারদের। ওই দুদিন শ্রীভূমি রাজস্ব চক্রের রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজের চারটি কক্ষে, গভর্নমেন্ট হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের চারটি কক্ষে, এমএমএমসি গার্লস হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের চারটি কক্ষে ও পাবলিক হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের চারটি কক্ষে প্রশিক্ষণপর্ব সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি একই সময়কালে নিলামবাজার রাজস্ব চক্রের নিলামবাজার কলেজের পাঁচটি কক্ষে ও জাফরগড় এক্সটেনডেড হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের পাঁচটি কক্ষে, পাথারকান্দি রাজস্ব চক্রের মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পাঁচটি কক্ষে ও প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলের চারটি কক্ষে এবং রামকৃষ্ণনগর রাজস্ব চক্রের নারায়ণনাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ও রামকৃষ্ণনগর কলেজে প্রশিক্ষণপর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

পরকীয়া সম্পর্কের জেরে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত স্বামী বারুইপুরে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৭ এপ্রিলঃ এবার পরকীয়া সম্পর্কের সন্দেহে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একের পর এক কোপ। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মসজিদ মোড় এলাকার। অভিযুক্ত স্বামী সঞ্জয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। এদিকে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কাকলি দেবী। সূত্রের খবর, ২২ বছর আগে মসজিদ মোড় এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় মল্লিকের সঙ্গে প্রতিবেশী কাকলি মল্লিকের বিয়ে হয়। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে অভিযোগ, বিগত তিন বছর ধরে অন্য এক যুবকের সঙ্গে স্ত্রী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়েছেন বলে সন্দেহ করতেন অভিযুক্ত সঞ্জয়। এই বিষয় নিয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। অভিযোগ, বুধবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির উঠোনে পুজো দিচ্ছিলেন কাকলি দেবী। সেই সময় পিছন থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কাকলিকে আচমকাই সজোরে আঘাত করেন অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে, গলা, বুক, হাতও পা মিলিয়ে তিন থেকে চার জায়গায় একের পর এক কোপ বসান অভিযুক্ত।

রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কাকলি। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং অভিযুক্ত সঞ্জয়কে আটকে রেখে খবর দেন বারুইপুর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে বারুইপুর থানার পুলিশ। এদিকে গৃহবধূ কাকলি মল্লিকের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এ বিষয়ে কাকলি মল্লিকের মা বৃহস্পতি রায় বলেন, 'আমার মেয়ে নিরীহ। ওঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ওঁর স্বামী। দীর্ঘদিন ধরেই অত্যাচার করতো। আমরা অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু লাভ হয়নি। আজ আমার মেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আমি এর সঠিক বিচার চাই। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

সনাতনী ভাবাবেগকে মান্যতা দিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মৃত্যু , কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ ''নন্দীগ্রাম থেকে নন্দী মহারাজ কে চুরি করে পালানোর সময় পুলিসের ড্রাইভারকে খুন করলো দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এই অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ছবি ও ভিডিয়ো-সহ শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, ''মমতার শান্তির ছেলেরা নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় সিদ্ধনাথ শিবঠাকুর জিউ মন্দিরের সামনে থেকে নন্দী মহারাজ কে চুরি করার বদ উদ্দেশ্যে জোর করে গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিল। সে সময় পুলিসের গাড়ি চালক সহদেব প্রধান বাধা দেন। বাধা পেয়ে দুস্কৃতীরা নৃশংসভাবে ভাবে খুন করে সহদেব প্রধানকে। সহদেব প্রধান আমার বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামের বাসিন্দা। শুধু অপরাধ আটকানো নয়, চিরাচরিত সনাতনী ভাবাবেগকে মান্যতা দিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য, আজ প্রাণ ত্যাগ করতে হলো সহদেব প্রধানকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বারংবার ষাঁড় ও গরু চুরি চক্রের দুস্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে পূর্ব মেদিনীপুরে হানা দিচ্ছে। আগেও ভূপতিনগর, ভগবানপুর, চন্ডীপুরে এই ঘটনা ঘটেছে। দুস্কৃতীরা বেপরোয়া হয়ে এই অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নানাপ্রান্তে শিব মন্দির রয়েছে। এইসব মন্দিরে ভক্তরা ভগবান শিবের বাহন কে সযত্নে খাওয়ার দেন, তাই পূর্ব মেদিনীপুরে নন্দী মহারাজদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি। আর সেজন্যই দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ অন্যান্য জেলার ষাঁড় ও গরু চুরি চক্রের শাগরেদরা রাত নামলেই এই জেলায় হানা দিচ্ছে। গাড়ি নিয়ে দুস্কৃতীরা প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে। আজ এদের আটকাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন সহদেব প্রধান। এই রাজ্যে যেখানে সনাতনী সংস্কৃতি রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশ কর্মীরা নিরাপদ নন, সেখানে তো সাধারণ মানুষকে তো বাস্তু ভিটে ছাড়া হতেই হবে।

আমাদের রাস্তার আন্দোলন বন্ধ হবে না, দাবি শিক্ষক সংগঠনের কোর কমিটির নেতার

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ ''আমরা ছ'মাসের জন্য (চাকরি) পেয়েছি। কিন্তু ছ'মাসের জন্য (চাকরি) পাওয়াটা তো কথা নয়! আমাদের রাস্তার আন্দোলন বন্ধ হবে না। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুল্লা আল মঞ্জুম। তিনি সংবাদমাধ্যমে এই প্রতিক্রিয়া দেন। এই সঙ্গে বলেন, ''এসএসসিকে বলা হয়েছে ৩১ মে'র মধ্যে হলফনামা দিতে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আমরা কোনও মতেই নতুন পরীক্ষা দেব না। রাজ্য সরকার কী তথ্য-প্রমাণ দেবে, সেটি রাজ্য সরকারকেই ভাবতে হবে। আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠন 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর আহ্বায়ক চিন্ময় মণ্ডলও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের সময় শীর্ষ আদালত চত্বরেই ছিলেন। বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকের সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মতে, ''সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ একটি কৌশলগত সাফল্য তো বটেই। আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারব। বেতনটা পাব। এটি প্রাথমিক ভাবে কিছু দিনের জন্য স্বস্তি।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেতন পাব বা চাকরি থাকবে, এটা আমরা মেনে নেব না। আমরা চাই অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত চাকরি করতে। আমরা এটি রিভিউয়ের (পুনর্বিবেচনার) জন্য যাব (আবেদন করব)।

'ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিরোধীদের নিন্দা'

আগরতলা, ১৭ এপ্রিলঃ ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির ভূমিকা দুঃখজনক। এই ধরনের নেতিবাচক ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানালেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সম্পাদক অনিল কে এন্টোনি। বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রদেশ বিজেপি আয়োজিত ওয়াকফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযান কর্মসূচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিনি। ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে ইউনিক বলে আখ্যায়িত করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক অনিল কে এন্টোনি।

রাজ্যের স্কুল ব্যবস্থা সচল রাখতে পার্শ্ব শিক্ষকরা, চলবে আন্দোলনও

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ দীর্ঘদিন পার্শ্ব শিক্ষকরা রাজ্যের স্কুল গুলোতে অতি অল্প বেতনে শিক্ষা দানের কাজ করে চলেছেন। প্রাথমিকে ১০ হাজার টাকা মাত্র ও উচ্চ প্রাথমিকে ১৩ হাজার টাকা মাত্র মাসিক বেতনে পার্শ্ব শিক্ষকরা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। শিক্ষা দানের পাশাপাশি এই শিক্ষক দের কে আরো অনেক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই সরকারের কাছে পার্শ্ব শিক্ষক দের বেতন বৃদ্ধির দাবী দীর্ঘদিনের। কিন্তু এই দাবী যথাযত ভাবে সরকারের সর্বোচ্চ মহলে পার্শ্ব শিক্ষক গণ যথাযত ভাবে পৌঁছাতে পারেনি এতদিন।

বিগত ২০ মার্চ প্যারা টিচার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেসন পার্শ্ব শিক্ষক দের বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবী উল্লেখ করে একটি দরখাস্ত মুখ্য সচিব (পচিমবঙ্গ সরকার) এর কাছে জমা দেয়। গত ৮ এপ্রিল মুখমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্য সচিবের তত্বাবধানে এই সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। এমতাবস্থায় এসএসসি সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী শিক্ষক গণ স্কুল গুলিতে যাচ্ছেন না। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার সমগ্র চাপ পার্শ্ব শিক্ষক দের উপরে এসে পড়েছে। ঠিক এই সময় সরকার কে চাপে রাখতে ঝোপ বুঝে কোপ মারার পথে অন্যান্য কয়েকটি পার্শ্ব শিক্ষক সংগঠন লাগাতার স্কুল বয়কটের ডাক দিয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্যারা টিচার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেসন এর মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ আব্দুস সালাম শেখের উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল,কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষা ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে ও পার্শ্ব

শিক্ষকদের আশু বেতন বৃদ্ধির বিভিন্ন জেলার শিক্ষক নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হালিম, সহ সভাপতি পাঞ্চালি জানা,সম্পাদক আব্দুল হক সহ মাসুস হাসান, তন্দ্রিমা কুন্ডু, শাশ্বতী হাসান ভট্টাচার্য প্রমুখ শিক্ষক গণ এদিন তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রেখে শিক্ষক দের প্রতি স্কুল সচল রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

সাথে সাথে মুখমন্ত্রীর কাছে তারা আশু বেতন বৃদ্ধির আবেদন রেখেছেন এবং গত ২০২৪ এর মার্চ মাসের পাস হওয়া একটি অর্ডার অনুযায়ী ভাতা বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন।

বুধবারের পর আবার বৃহস্পতিবার ট্রেন অবরোধ শিয়ালদহ দক্ষিন শাখায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৭ এপ্রিলঃ বুধবারের পর ফের বৃহস্পতিবার। সকাল থেকেই শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় রেল অবরোধ। যার জেরে ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা। অভিযোগ, ট্রেনে মহিলা কামরা বাড়ানো হলেও মোট কামরার সংখ্যা বাড়েনি। যার জেরে সমস্যায় পড়ছেন পুরুষ যাত্রীরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেনে মহিলা কামরার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অথচ মোট কামরার সংখ্যা বাড়েনি। অভিযোগ, তাঁর ফলে নিত্যযাত্রীদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।ব্যস্ত সময়ে ভিড় ট্রেনে ভুল করে কেউ মহিলা কামরায় উঠে পড়লে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে পুরুষদের।তাই ট্রেনে বগির সংখ্যা বাড়ানো এবং দু'টি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমানোর দাবিতে এদিন সকাল থেকে ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লাইনের উত্তর রাধানগর স্টেশনে বিক্ষোভ শুরু করেন যাত্রী। ফলে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। এদিন সকাল ছ'টা থেকে শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখায় ডায়মন্ড হারবার লাইনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান নিত্যযাত্রীরা। রেল অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশের আধিকারিক। রেল অবরোধের জেরে মগরাহাট, হোটর, উত্তর রাধানগর-সহ একাধিক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে আপ ও ডাউনের ট্রেন। উত্তর রাধানগর স্টেশনে অবরোধ ওঠে সাড়ে ন'টা নাগাদ। কিন্তু ধামুয়া স্টেশনে ওভারহেড তারে প্রচুরকলাপাতা ফেলার জন্য ফের ট্রেন চলাচলের বিষয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। উত্তর রাধানগর স্টেশনে অবরোধ উঠলেও পৌনে দশটা নাগাদ মগরাহাট, হোটর স্টেশনে নতুন করে অবরোধ হয়। রেল লাইনের ওপর কংক্রিটের স্লিপার ফেলে অবরোধ চলে। বেলা ১১ টা থেকে তবে এই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে রেল দফতর সূত্রে জানা গেল।

দুগ্ধ উৎপাদন করে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেল সুন্দরবনের মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৭ এপ্রিলঃ দুগ্ধ উৎপাদনে রাজ্য একটা জায়গা করে নিয়েছে দেশের মধ্যে।আর এই দুগ্ধ উৎপাদন করে এবার বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেল সুন্দরবনের মহিলারা। সুন্দরবন মানে জলের কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ এই নিয়ে সংসার সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের। মূলত সুন্দরবনে কৃষি কাজের পাশাপাশি জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করা নদীতে মাছ কাকড়া ধরা এটাই তাদের প্রধান জীবিকা। সুন্দরবন লাগোয়া একাধিক গ্রামের মানুষজন জীবিকা নির্বাহে জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করে থাকেন। আর এই বিপদ সংকুল সুন্দরবনে একাধিক হিংস্র জীব জন্তুর আক্রমণে অনেক সময় তাদের প্রাণও দিতে হয়। যাতে আর বাঘ কিংবা কুমিরের আক্রমণে প্রাণ না দিতে হয় তাঁর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছেন বনফুল নামে একটি সংস্থা। বিগত দিনে জি টুয়েন্টি সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের হাতে সুন্দরবনের বনফুল মধু তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর এই বাঘের আক্রমণ থেকে এই সমস্ত এলাকাবাসীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমব্যায়ের মাধ্যমে কুলতলির গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী, মৈপিঠ বৈকন্ঠপুর ও দেউলবাড়ী দেবীপুর এলাকায় গৃহবধূ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে সমস্ত বাড়িতে দুগ্ধবতী গাভী আছে সেখান থেকে দুধ সংগ্রহ করে তা প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে দেশি ঘি উৎপাদন করছেন।

তাঁরা নিজেরা সেই দুধ বাড়িতে বিভিন্ন উপায়ে প্রসেসিং করে ঘি তৈরি করছে।আর সেই ঘি বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

আর এভাবেই নিজেরা জঙ্গলে না গিয়ে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে এইভাবে আগামী দিনে তাদের সংসারে স্বচ্ছতা আনতে এবং নিজেরা স্বাবলম্বী হতে এই ধরনের ব্যবসা করে নিজেরাই বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা দেখছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ৪ বৈশাখ, ১৪৩২

ট্রাম্প-মাস্ক নরম ছেড়ে গরম হওয়ার পথে?

ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার পর থেকে ভারতের জন্য যে সমস্ত বার্তা দিচ্ছেন, তা এ দেশের রীতিমতো ঝড় তুলে দিয়েছে। এই আলোচনার অন্যতম উপাদান ইউএসএইড (ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট)। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন ভারতের সংসদীয় নির্বাচনে ভোটারদের বুথমুখী করার জন্য মার্কিন কোষাগার থেকে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে অহরহ বিজ্ঞাপিত ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার জিয়নকাঠি নির্বাচনে বিদেশি রাষ্ট্রের এহেন হস্তক্ষেপের তথ্য স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। এই অনুদানের বিষয়টি এমন এক সময়ে বাজারে এসেছে, যখন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নানান প্রশ্নের মুখে। নির্বাচনের ৭২ ঘন্টা পরে নতুন ভোটার টার্নআউট রিপোর্ট প্রকাশ, একই সচিত্র পরিচয়পত্রের একাধিক রাজ্যের নির্বাচন তালিকায় নাম- অন্তহীন অভিযোগের তালিকায় ইউএসএইড এক নতুন সংযোজন। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে ইউএসএইড সংক্রান্ত বিতর্ক এবং অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকির মূল উৎস আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। সে দেশে নির্বাচনের পর ধনকুবের ইলন মাস্ক 'ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' বিভাগের প্রধান হয়ে দেশের সরকারি নীতিতে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে চাইছেন এবং অন্যান্য দেশগুলোতে অনুদান পাঠানো বন্ধ করা, আমেরিকার সাধারণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোর বাজেট হ্রাস, সরকারি কর্মচারী ছাঁটাই প্রভৃতি সেই পরিকল্পনারই অংশ। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খোদ ওই দেশের নাগরিক পথেও নেমেছেন। ইলন মাস্ক প্রথমে ইউএসএইড-কে এক অপরাধমূলক সংগঠনের তকমা দেন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্প প্রথম বলেন যে ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থায় ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত অন্য কাউকে জেতানোর জন্য এই টাকাটা দেওয়া হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটা ছড়িয়ে পড়া মাত্র আসরে নেমে পড়েন বিজেপি-র বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন যে বিদেশি শক্তি যে নরেন্দ্র মোদিকে ২০২৪ সালে ক্ষমতা থেকে সরাতে চেয়েছিল তার প্রমাণ ট্রাম্প-এর বক্তব্য। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে অভিযোগ করেন যে ভারতের অভ্যন্তরীণ সুস্থিতিকে দুর্বল করতে এই টাকা কাজে লাগানো হয়েছে। এমনকী ২১ ফেব্রুয়ারি বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে সরকার বিষয়টি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। সেই ওই দিনই রাতে খেলাটা পুরো ঘুরে যায় যখন ট্রাম্প আবার টুইট করে বলেন যে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গেছে তাঁর 'বন্ধু'র কাছে। এর পর থেকে এই প্রশ্নে বিজেপি শিবিরে আমরা শ্মশানের নীরবতা লক্ষ্য করছি। আজ পর্যন্ত এই অভিযোগ সংক্রান্ত কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ সামনে আসেনি। এই কুনাট্য রঙ্গ আমাদের কিছু জরুরি প্রশ্নের মুখোমুখি করে। প্রথমত, ইউএসএইড কী এবং সত্যিই ভারতে তাদের টাকা সরকারের বিরুদ্ধে পরিকল্পনায় খরচ হয় কি না? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল এগুলো কি নেহাতই জনকল্যাণমূলক অনুদান নাকি পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস! অন্য দেশের জন্য মার্কিন অনুদানের ইতিহাস পুরনো এবং বিষয়টা প্রথম থেকেই রাজনৈতিক। ১৯৪৮ সালে সে দেশে মার্শাল প্ল্যান পাশ হয় যার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের পুনর্গঠন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল এই সুযোগে ইউরোপে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর লগ্নির পরিবেশ তৈরি করা। এই পথ বেয়েই আসে হ্যারি ট্রুম্যান-এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প যা ইতিহাসে চার দফা প্রকল্প নামে পরিচিত। ট্রুম্যান দু'টি লক্ষ্য নির্দেশ করেছিলেন। প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দারিদ্র কমিয়ে ও উৎপাদন বাড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাজার তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, কমিউনিজম-এর প্রভাবমুক্ত এবং পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের আদর্শে প্রভাবিত বিশ্ব গঠন। এই অনুদানের টাকায় চলা প্রকল্পগুলোকে সমন্বিত করতে ১৯৬১ সালের ৩ নভেম্বর আত্মপ্রকাশ করে ইউএস এইড। জন্মলগ্নে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এক বার্তায় বলেছিলেন, এই ট্রাস্ট আসলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রের প্রতি আমেরিকার দায়বদ্ধতা। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় মার্কিন বিদেশনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে ইউএসএইড। ঠান্ডা যুদ্ধ শেষ হলেও অনুদানের মাধ্যমে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। বিশেষ করে নয়ের দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে ভাবে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলোর চাপে বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করে, মনে করা হয় তার জমি তৈরিতে ইউএসএইড-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একই সঙ্গে আছে অন্য দেশের কাজকর্মে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ। সাম্প্রতিক সময়ের কিছু ঘটনা উদাহরণ হিসাবে রাখা যেতে পারে-

● কিউবাতে (২০০৯-১২) ইউএসএইড-এর টাকায় জুনজুনিও নামে একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়। প্রথমে নিরীহ বিনোদনমূলক চ্যানেল হিসাবে শুরু হলেও পরে এর কাজ হয় কিউবার সরকারের বিরুদ্ধে সে দেশের যুবদের বিক্ষুব্ধ করে তোলা। চ্যানেলের আর্থিক জোগানদার হিসাবে যাতে মার্কিন দেশের নাম না আসে তার জন্য এক অফশোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়। ২০১২ সালে নতুন অনুদান বরাদ্দ না হওয়ার ফলে জুনজুনিও বন্ধ হয়ে যায়। ● বলিভিয়াতে (২০০৮-২০১৩) সে দেশের প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস পূর্বের রাজ্যগুলোর বিপুল খনিজ সম্পদ জাতীয়করণ করলে মার্কিন কোম্পানিগুলো বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই সময় মোরালেস-এর বিরুদ্ধে পূর্বের রাজ্যগুলোতে অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। অভিযোগ ওঠে এই আন্দোলনের নেতৃত্বকে বিপুল পরিমাণ টাকার সাহায্য দেয় ইউএসএইড। ● ১৯৯০ সালে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর বাজার অর্থনীতির পথ সুগম করতে ইউএসএইড-এর আর্থিক সাহায্যে হার্ভার্ড ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এক কর্মসূচি চালায় দিশা দেখানোর লক্ষ্যে। ● ব্রাজিলে (২০০৫) এই সংস্থার আর্থিক সাহায্যে সেখানকার সংসদীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন হয়। ব্রাজিলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এই ধরনের সরাসরি হস্তক্ষেপে সে দেশে বিতর্কের ঝড় ওঠে।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

আত্মানুশীলনের জন্যই নয়, পরন্তু (মানব কল্যাণের) আদর্শের জন্য আমাদের ভালোমন্দ সর্বস্ব নিয়ে নিবেদন করতে পারি। প্রেমের জন্যই প্রেম। কর্মের জন্যই কর্ম, সনাতন আধ্যাত্মিক (এ সৃষ্টি) যেন আমাদের না ভুলি। কে কোনো বিশেষ কর্মধারা গ্রহণ করেছে, তা নিয়ে কিছু আসে যায়। তিনিই প্রকৃত বীর যিনি যথোপযুক্ত কাজের দ্বারা তথা নিজেকে নিবেদনের মাধ্যমে ঐকান্তিক দেশভক্তির পরিচয় দেন। যদি কোনো জাতীয় একটি বিশেষ শ্রেণি, (নিজেদের স্বার্থে) বিশেষ কোনো ভাবধারা থেকে সর্বপ্রকার মানসিক পুষ্টি সঞ্চয় করে এবং অন্যান্য শ্রেণি অন্য ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে ওঠে, তবে সেই জাতির অন্তর্লোকে যে ঐক্য বিদ্যমান, সেটিকে বৃহত্তর জীবনে কোথাও কার্যকরী করা যায় না। প্রয়োজন হলো দেশগণভাবে সকলের মধ্যে সর্বজনীন ঐক্যবোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে সমস্ত জাতির জন্য শিক্ষা।

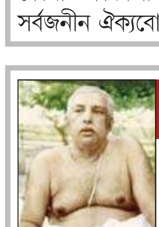

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তুমি যাই দেখ না কেন, অন্তরের সহিত দেখাই সর্বাগ্রে তার ভালোটুকুই দেখতে চেষ্টা কর, আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেল। হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও সবগুলি এক একটি মত।এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কালবিলম্ব না করে ওই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙ্গেচুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবেই নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সুখ কিংবা দুঃখ যদি তোমার গতিরোধ না করে, তবে তুমি নিশ্চয় গন্তব্যে পৌঁছাবে, সন্দেহ নাই। আকুল প্রাণের আবেগ নিয়ে যা'কে যেমন বাসবে ভালো, সত্তারই উচ্ছলতায়- তেমনি সে হয় জীবন-আলো। কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচে অমানুষ সেই সন্তান।

গঙ্গা-দূষণ, আস্থা ও বিজ্ঞানের বিভাজন

বিশেষ প্রতিনিধি

দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, গঙ্গা তামাম দুনিয়ার একমাত্র শুদ্ধ জলের নদী। বিশেষজ্ঞরা সংবাদমাধ্যমে আরও দাবি করেন, জীবাণু ধ্বংসে গঙ্গার জল অন্য যে কোনও নদীর থেকে কমপক্ষে ৫০ গুন দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে। গঙ্গার জলের নিজের কোনও জীবাণু নেই। এমন কথাও শোনা যায় নিয়ম করে। গঙ্গার শুদ্ধতার অনেকটাই নির্ভর করে তার জলে থাকা ১,১০০ রকমের ব্যাকটেরিওফেজেসের উপর। সহজ কথায় এগুলি হল এমন ভাইরাস যা আদতে জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। বলিপাড়ার হিরোদের মতোই ব্যাকটেরিওফেজেসদের মারকাটারি ভূমিকার জন্য জীবাণু জলে দূষণ ছড়াতে পারে না। তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে এমন নির্দিষ্ট সংখ্যা কী করে এলো তা বোঝা বেশ কঠিন। কারণ, আজ পর্যন্ত কোনও গবেষণায় এমন কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যার কথা বলা হয়নি। ব্যাকটেরিওফেজেসকে একদিক থেকে গঙ্গার নিরাপত্তারক্ষী বলা যেতে পারে। তাদের জন্যই গঙ্গার জল দূষিত হয় না। আরও বলা হয়েছে, গঙ্গার জলের কিছু বিশেষ গুণ আছে। তার জন্য সে নিজেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারে। ঠিক এই কারণে অন্য সমস্ত নদীর থেকে গঙ্গা আলাদা। এই প্রশ্ন নিয়ে আরও খানিকটা গভীরে গিয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথমেই মনে রাখা দরকার ব্যাকটেরিওফেজেসের উপস্থিতি শুধু গঙ্গায় আছে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সমস্ত নদী থেকে শুরু কররে হ্রদ অথবা সাগর-সর্বত্রই জীবাণু আছে। আর ঠিক সেই সেই জায়গায় ব্যাকটেরিওফেজেসও আছে। পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, গঙ্গায় যে ব্যাকটেরিওফেজেস আছে তার প্রায় সমকক্ষ ব্যাকটেরিওফেজেস অন্য নদীতেও আছে। তার জেরে গঙ্গার পরিস্থিতি পৃথিবীর আরও বেশ কিছু নদীর সঙ্গে তুলনীয়। বলা যেতে পারে ব্যাকটেরিয়া ছাড়া এই ধরনের ফেজেসের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কারণ একটি ব্যাকটেরিওফেজেস জীবাণুকে ধ্বংস করার পর সেই জীবাণুর মধ্যে ওই ব্যাকটেরিওফেজেসকে প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তাছাড়া জীবাণুর মধ্যে থাকা কোষে হামলা করে ব্যাকটেরিওফেজেস। তা ধ্বংস হয়। সেখান থেকে ভেঙে নতুন ফেজেস তৈরি হয়। বিজ্ঞান দাবি করে, শুধু গঙ্গা নয় প্রতিটি জলাশয়েই থাকে ব্যাকটেরিওফেজেস। তবে এরপরও দেশের

অন্য নদীগুলির মতো গঙ্গাও দূষিত হয়। আর সেই দূষণের মাত্রা কম নয়। এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাকটেরিওফেজেস কিছু করতে পারে না। তার কারণ মানুষ গঙ্গায় বিপুল পরিমাণে আবর্জনা ফেলে। এর সঙ্গে সঙ্গে আসে শিল্পাঞ্চলের আবর্জনাও। গঙ্গার জলকে দূষণ-মুক্ত বলার মানে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের রিপোর্টকে গ্রহণ না করা। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালকে সিপিসিবি জানিয়েছে, গঙ্গার জলে ফিকল ক্লোরোফর্ম পাওয়া যায়। মানুষ এবং পশুর শরীর থেকে নির্গত বিভিন্ন মাইক্রব মিশে যায় জলের সঙ্গে। আর এই গঙ্গার জলেই বহু মানুষ পূণ্যস্নান সেরেছেন মহাকুম্ভে। ওই রিপোর্ট থেকে আরও জানা গিয়েছে, ফিকল ক্লোরোফর্মের সমস্যা বাঁচিয়ে স্নানের জলের যে মান থাকা দরকার তা গঙ্গার জলে ছিল না। কয়েকটি বাছাই করা জায়গায় পরিস্থিতি আরও খারাপ ছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সিপিসিবি-র দেওয়া রিপোর্ট আরও দাবি করেছে, কুম্ভমেলা চলার সময় গঙ্গার জলে ফিকল ক্লোরোফর্মের মাত্রা অনেকটাই বেড়েছে। প্রয়াগরাজের বিভিন্ন এলাকায় ফেব্রুয়ারি মাসে কী ধরনের দূষণ হয়েছে তা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রী সেতুর কাছে প্রতি ১০০ মিলিলিটারে জলে ১১,০০০ এমপিএন ফিকল ক্লোরোফর্ম মিলেছে। সঙ্গমে সেই মাত্রা আরও অনেক বেশি। প্রতি ১০০ মিলিলিটারে জলে ২,৫০০ এমপিএন ফিকল ক্লোরোফর্ম পাওয়া গিয়েছে। সিপিসিবি বিগত কয়েকবছর ধরে গঙ্গার জলের স্বাস্থ্য কেমন রয়েছে তা নিয়ে লাগাতার নজরদারি চালাচ্ছে। পরিভাষায় একে বলা হয়, রিয়েল টাইম ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য বলছে, প্রতি ১০০ মিলিলিটারে জলে ই-কোল জীবাণুর পরিমাণ শূন্য হলে তবে সেই জলকে স্বাস্থ্য কর বলা যায়। ত্রিবেণী সঙ্গমের জলের আরও বড় সমস্যার কারণ হল তাতে থাকা বিওডি বা বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড। জলে অক্সিজেন কী পরিমাণে মিশছে তার উপরেই নির্ভর করে বিওডি। সাধারণত, এক লিটার জলের মধ্যে ৩ মিলিগ্রাম অক্সিজেন মিশলে সেই জলকে স্নানের উপযুক্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সঙ্গম থেকে জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছে জলে অক্সিজেন মিশে যাওয়ার পরিমাণ ৫.০৯ মিলিগ্রাম। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল বা পরিবেশ আদালত উত্তরপ্রদেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমালোচনাতেও সরব হয়েছে। তার প্রথম কারণ এই সংস্থা আদালতে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি দেয়নি। আর তার জেরে দূষণের বিষয় বুঝতে আদালতেরও নানা ধরনের সমস্যা হয়েছে। আর ১২, জানুয়ারি পর্যন্ত জলের গুণমান কেমন ছিল সেই তথ্য দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। এর একদিন পর থেকে মেলা শুরু হয়। তাই এক্ষেত্রে এনজিটির তোপের মুখে পড়তে হয়েছে উত্তরপ্রদেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। আর তাই এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে এমন দাবি করা যায় না যে গঙ্গা ব্যাকটেরিওফেজেসের সাহায্যে নিজেই নিজের জলকে শুদ্ধ করছে। কারণ, প্রতিদিন যে বিরাট পরিমাণ জলরাশি গঙ্গায় এসে মেশে তার তুলনায় ব্যাকটেরিওফেজেসকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া প্রতিরোধের কোনও গুরুত্ব থাকে না। শুধু তাই নয়, গঙ্গা জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় সমস্যার কারণ হিসেবে উঠে আসার আশঙ্কাও থাকে। ব্যাকটেরিওফেজেস কোনও জীবাণুর কোষকে কীভাবে ধ্বংস করে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার উপর নির্ভর করেই গঙ্গার উচ্চ অববাহিকায় জলে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশি। আর দূষণের পরিমাণ কম। অন্যদিকে, সঙ্গমের মতো গঙ্গার নীচের দিকের অংশে দূষণের পরিমাণ অনেক বেশি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় যোগাযোগ করা হয়েছিল কেরলের জনস্বাস্থ্য কর্মী হেমচন্দ্রন কুঞ্জকৃষ্ণনের সঙ্গে। কেরলের পাম্বা নদীর নজরদারি কাজে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তিনি। এই পাম্বা নদীতেও প্রচুর মানুষের জমায়েত হয় প্রতি বছর। মানে প্রতিবছর এখানেও দূষণ হয়। এর পাশেই সবরিমালা মন্দির। বছরে ৪০-৫০ মিলিয়ন ভক্ত আসেন এখানে। এই নদীর জল ব্যবহার করেন। আমার ইমেলের জবাবে তিনি লেখেন, 'জনস্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে ইদুক্কি, কোট্টায়ামের মতো জায়গায় শত শত জলাশয়ে ক্লোরিনের প্রয়োগ করেছি। এখান থেকেই আমার মনে হয়, লাখো লাখো মানুষ গঙ্গার দূষিত জলের সংস্পর্শে এসেছেন পূন্যস্নানের সময়। তাতে চামড়ার রোগের আশঙ্কা বাড়ছে। পেটের সমস্যাও বাড়ছে। এখনকার এই পরিস্থিতিতে আমাদের মিথের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের জল শোধন করার উপযুক্ত পরিকাঠামো চাই। বাস্তবের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ সেটা আমাদের বুঝতে হবে। গঙ্গা পবিত্র কিন্তু অলৌকিক নয়। গঙ্গা একটি নদীর নাম। তারও নানা ধরনের সমস্যা আছে। অন্ধ বিশ্বাস ছেড়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গোটা বিষয়টি দেখতে হবে।'

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বরপুত্র পিটার হিগস

বিশেষ প্রতিনিধি

তাত্ত্বিক কণা পদার্থবিজ্ঞানী ও নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক পিটার হিগস ৮ এপ্রিল ২০২৪ সালে ৯৪ বছর বয়সে এডিনবরায় তাঁর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় ছয় দশক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও শিক্ষকতা করেন। হিগস গাণিতিকভাবে দেখান, কোনো কণা একটি নতুন ধরনের ক্ষেত্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ভর অর্জন করে। এই ক্ষেত্রই হিগস ক্ষেত্র এবং কণার নাম হিগস বোসন। ২০১২ সালে সার্নে হিগস বোসন আবিষ্কৃত হয়। ফলে ২০১৩ সালে পিটার হিগস ও ফ্রাঁসো ইংলার্ট পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। এই আবিষ্কারের পেছনের ইতিহাস একটু জানা যাক।

ছাত্রাবস্থায় হিগস বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৫০ সালের মে মাসের কোনো এক বিকেল। লন্ডনের কিংস কলেজে ম্যাক্সওয়েল সোসাইটি আয়োজন করেছে এক বিজ্ঞান সভা। সোসাইটির সেই সময়ের নবীন সভাপতি ২০ বছরের যুবক পিটার হিগস। সভায় হিগস প্রশ্ন তুললেন, একজন বিজ্ঞানী কি প্রকৃতির সূত্রকে সত্যিকার অর্থে জানতে পারেন? বিজ্ঞান হচ্ছে বাস্তবতার সূত্র অনুসন্ধান করার একটি পদ্ধতি এবং এই অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানী পরীক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার করেন। কিন্তু হিগসের প্রশ্ন, একজন বিজ্ঞানী কিভাবে নিশ্চিত হন যে তিনি যা পর্যবেক্ষণ করছেন, তা-ই সত্য। আমরা কি নিশ্চিত যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো এই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা দেয়? যদি আমরা বিশ্বাস করি যে হ্যাঁ, সঠিক কাজ করছে, তবে হিগসের মতে এটি বিশ্বাসের বিষয়, যুক্তির বিষয় নয়। হিগস বস্তুত বলতে চেয়েছেন যেহেতু বিষয়টি বিশ্বাসের, সেহেতু এটি বিজ্ঞান নয়। প্রকৃতির স্বভাব নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা যে বাস্তবতাকে দেখি, তা কল্পনাপ্রসূত হতে পারে। হিগসের এই যুক্তি সেদিনের সভায় বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। হিগসের এই জিজ্ঞাসা দার্শনিকদের কাছে নতুন কোনো বিষয় নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে দার্শনিক রেঁনে দেকার্ত দর্শনের দুটি সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। একটি হলো-আমরা কী জানতে পারি? এবং অন্যটি হলো-আমরা কিভাবে তা জানতে পারি? দেকার্ত তাঁর যুক্তি বিনির্মাণে কল্পনার সাহায্য নিয়েছিলেন এভাবে যে এক দৈত্য তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে কি জানা যাবে দৈত্য যা বলছে, তা প্রকৃত সত্য কি না। দেকার্ত চিন্তা করলেন দৈত্য কোন বিষয়টি তাকে বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে বোকা বানাতে পারবে না। দেকার্ত তার উত্তর দিলেন এভাবে, 'একটিমাত্র বিষয় আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে যদি আমি চিন্তা করি, তাহলেই আমার অস্তিত্ব আছে।' দার্শনিক দেকার্তের ভাষায়, 'cogito ergo sum' বা ইংরেজিতে বলা যায়, 'I think, therefore I am.' দেকার্ত এ কথা বলেই থেমে যাননি। তিনি সমস্যাটি অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করেন। দেকার্ত উল্লেখ করেন,

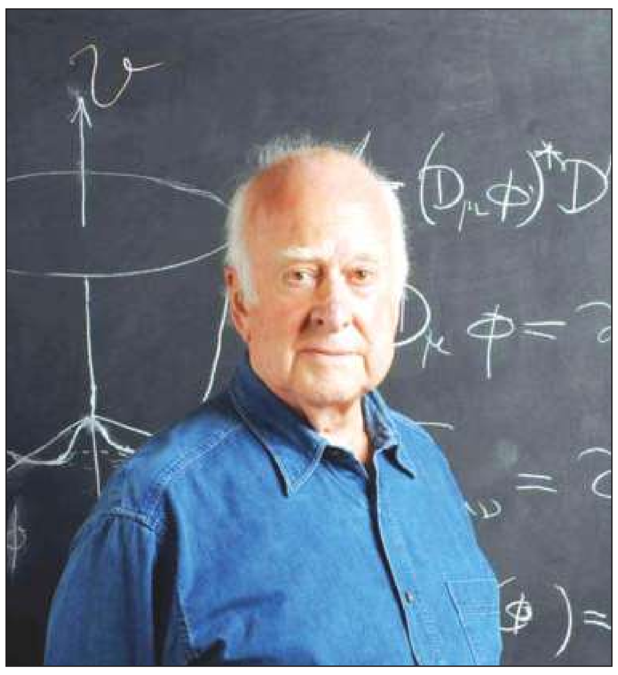

আমরা যদি কোনো সদাশয় ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের ইন্দ্রিয় পেয়ে থাকি, তাহলে এই ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করব, তা সত্যি হবে। প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর যদি সদাশয় না হন, যদি তিনি বোকা বানানোর চেষ্টা করেন, তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার পর্যবেক্ষণ সত্য না-ও হতে পারে। এভাবে পর্যবেক্ষণের উভয়সংকটের মধ্যে পিটার হিগস যেতে চাননি। তাই তিনি তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানকে বেছে নেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বরপুত্র পিটার হিগস ১৯৬০ সালে হিগস এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। হিগস সেখানে একাডেমিক জার্নাল রক্ষণাবেক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব পান। ১৯৬১ সালের বসন্তকালে হিগস ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারস জার্নালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত পদার্থবিদ ইওশিরো নামবুর অতি পরিবাহী তত্ত্ব (super conductivity) দিয়ে মৌলিক কণার ভর পরিমাপ সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্র দেখতে পান। এই গবেষণাপত্রই হিগসের গবেষণার মূল বীজমন্ত্র। সাধারণ পরিবাহক যেমন-তামার তার ও অতিপরিবাহকের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। অতিপরিবাহককে ১৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে ফেলে ঠাণ্ডা করলে তার বিদ্যুৎ রোধের ক্ষমতা লোপ পায়। এই ধর্মের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন যে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অতিপরিবাহক পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন কণা জোড়ায় অবস্থান করে। এই অবস্থায় অতিপরিবাহক পদার্থে কোনো ল্যাটিস (lattice) নেই বলে মনে হয়। এই অবস্থায় পদার্থ অধিফ্লুয়িডের (superfluid) মতো আচরণ করে। এই আচরণের কারণে শক্তির ক্ষয় না করে পদার্থ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে। অতিপরিবাহকের মধ্যে রোধের ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন ভগ্ন প্রতিসাম্য। নামবু তাঁর গবেষণাপত্রে দেখান যে এই ভগ্ন প্রতিসাম্যই মহাবিশ্বে ভরশূন্য বস্তুকে ভর দান করে। ইওশিরো নামবু তাঁর অতিপরিবাহী তত্ত্বের জন্য ২০০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান। হিগস অতি দ্রুত অনুধাবন করেন যে কণা পদার্থবিজ্ঞান এই ভগ্ন প্রতিসাম্যের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে কোনো কণার ভরের কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯৬৪ সালে গ্রীষ্মকালে অবকাশযাপন শেষে ফিরে এসে তাঁর এক ছাত্র লক্ষ করে যে তাঁর ডেস্কে রয়েছে একটি নোট, যাতে লেখা রয়েছে 'This summer I have discovered something that is totally useless.' এর নিচে পিটার হিগসের স্বাক্ষর। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে হিগস ফিজিকস লেটার জার্নালে ৭৯ লাইনের একটি গবেষণাপত্রে ভগ্ন প্রতিসাম্যের বিষয়টি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন। এভাবেই তাত্ত্বিকভাবে হিগস বোসন ও হিগস ক্ষেত্রের (Higgs field) জন্ম হয়। এই বোসনের সঙ্গে ফার্মিয়ন কণার পার্থক্য হচ্ছে ঘূর্ণন মানের। যেমন-ইলেকট্রনের ঘূর্ণন মান ১২, ফোটন কণার ঘূর্ণন মান ১ এবং হিগস বোসন কণার ঘূর্ণন মান শূন্য। এই গবেষণাপত্র প্রকাশের প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ৪ জুলাই ২০১২ সালে সার্নের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন যে তাঁরা পৃথিবীর শক্তিশালী ত্বরকযন্ত্র বৃহৎ হেড্রন কলাইডারে এক নতুন কণার সন্ধান পেয়েছেন, যার সঙ্গে পিটার হিগসের ধারণার মিল রয়েছে। সার্নের মহাপরিচালক রল্ফ ডিটার হিউয়ার ঘোষণা করেন যে 'we have now found the last missing cornerstone of the standard model.' হিউয়ার আরো জানালেন যে হিগস বোসন কণার ভর ১২৫ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি, যা প্রোটনের ভরের প্রায় ১৩৩ গুণ। সার্ন দুটি পরীক্ষা দ্বারা হিগস কণাকে শনাক্ত করে। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তাঁদের প্রাপ্ত ফলাফল অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। কয়েক বছর আগে রয়াল ইনস্টিটিউশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় (যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম) হিগস বলেছিলেন যে সম্ভবত আমার জীবদ্দশায় এই কণার সন্ধান মিলবে না। কারণ এর জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত শক্তিশালী ত্বরকযন্ত্র, যার অর্থায়নে রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব রয়েছে। কণা পদার্থবিজ্ঞানে হিগস বোসন আবিষ্কার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই কণার আবিষ্কার প্রমাণ করে হিগসের ক্ষেত্রের অস্তিত্ব। এই ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করে ভগ্ন প্রতিসাম্যের কলাকৌশল, যা থেকে পাওয়া যায় কোনো কণার ভর। সার্নের সামনে দাঁ।ড়িয়ে সার্নের একদল বিজ্ঞানীকে (আমাদের গাইড) প্রশ্ন করেছিলাম, 'বিগস বোসন কি কণা, না ক্ষেত্র?' উত্তরে হিগস বললেন, ''হিগস ক্ষেত্রকে যখন ঝাঁকুনি দেওয়া হয়, তখন তা থেকে বেরিয়ে আসে হিগস বোসন কণা।'' পিটার হিগস আজ আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর গাণিতিক ভাবনা কণা পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় বলিষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে।

'এখনও সারেঙ্গীটা বাজছে'

এক নিমগ্ন সুরসাধিকার অন্তর্গত জীবনের চিত্রময় আলেখ্য

বিশেষ প্রতিনিধি

একজন শিল্পীর জীবন কোথায় আলাদা? অনেকভাবে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। একটা সম্ভাব্য জবাব-তাঁর যাপনে। শিল্পী, তিনি যে ক্ষেত্রের হোন না কেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় স্বতন্ত্র। একজন অভিনেতা তাঁর চরিত্রের মাপজোক নিয়ে মগ্ন থাকেন, নৃত্যশিল্পী মজে থাকেন কঠোর অনুশীলনে, চিত্রী

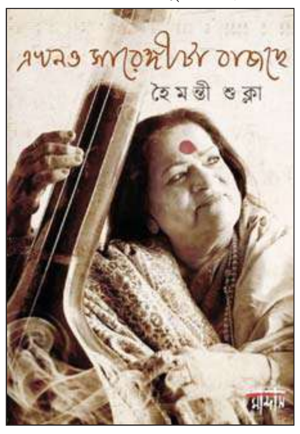

বেছে নেন ক্যানভাসের পট আর একজন কণ্ঠশিল্পী বুঁদ হয়ে থাকেন রোজকার রেওয়াজে। সেই জীবন ব্যক্তিগত, কখনও কখনও একঘেয়েও বটে। কিন্তু আর পাঁচজন মানুষের ছকবাঁধা রুটিনের দৈনন্দিনতা থেকে তা আলাদা হয়ে যায় শিল্পের নান্দনিকতায়। শিল্পীর রেওয়াজ, তা যতই নিয়মতান্ত্রিক হোক না কেন, ব্যাগ হাতে বাজারযাত্রী কেরানিবাবুর একঘেয়েমির চেয়ে এখানেই আলাদা। শিল্পের স্পর্শ আর দোকানের ফর্দের মধ্যে ফারাক আশমান-জমিনের। তাই কোনও সংগীতশিল্পী যখন তাঁর ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণ করেন, আমরা আশায় থাকি, তিনি এমন এক সিন্দুক খুলবেন, যার গুপ্ত সম্পদ আমাদের জাগতিক বেঁচে থাকার তুচ্ছতাকে শিল্পের জাদুদণ্ডে আলোকিত করবে, তাকে নতুন মাত্রা এনে দেবে। এমন কিছু ঋষিবাক্য উচ্চারণ করবেন তিনি, যা সাধারণ পাঠকের অসতর্ক মুহূর্তের প্রহরী হয়ে উঠবে। গায়িকা, সুরসাধিকা হৈমন্তী শুক্লার স্মৃতিকথন 'এখনও সারেঙ্গীটা বাজছে' এই প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ করেছে। হৈমন্তীর লেখা, হৈমন্তীকে নিয়ে লেখা এবং তার সঙ্গে সাদা-কালো ছবির অ্যালবাম মিলিয়ে সুদৃশ্য বই, যা হাতে নেওয়ার আগে এবং হাতে নেওয়ার পর পাঠকের চোখ ও মন-দুই-ই জিতে নেয়। শিল্পীর অনুলিখনভিত্তিক সমস্ত রচনা। সম্পাদক অমিত মিত্র। প্রায় দেড় বছর ধরে অল্প অল্প করে হৈমন্তীর স্মৃতিসম্পুট সঞ্চয় করেছেন তিনি। মুখের কথাকে ধরে রেখেছেন কলমে। তারপর থরে-বিথরে সাজিয়ে দিয়েছেন দু'মলাটের অন্দরে। ধারাবাহিক আত্মজীবনী লেখেননি শিল্পী। বরং, ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু বিগত মুহূর্ত জুড়ে তৈরি করেছেন এক অনুপম স্মৃতিস্তবক। সেই মুহূর্তে মিশে গেছে ঘটনা, মিলে গেছে মানুষ। বহু স্মরণীয় অনুষ্ঠানের ব্যাকস্টেজের ঘটনা যেমন ঠাঁই পেয়েছে, তেমনই বইয়ের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে রেকর্ডিংয়ের অ্যানেকডোট! একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় শিল্পীর স্মৃতিচারণে তাঁর অনুরাগীরা তো এইসমস্ত লুকোনো ভাণ্ডারের সম্পদই দু'চোখ ভরে দেখতে চায়! প্রতিটি অধ্যায়ে সেই ঔৎসুক্যই বজায় রাখা হয়েছে, এমনকী নামকরণেও। 'মা বলে ডাকতেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য', 'বোনের মতো আপন করেছিলেন আলি আকবর খাঁ সাহেব', 'মান্নাদা জুড়ে ছিলেন দাদার মতো করেই'- এই নামেই বিন্যস্ত গ্রন্থের সমস্ত অধ্যায়। প্রথম লেখায় হৈমন্তী শৈশবের গল্প শুনিয়েছেন। একটি ছোট মোমবাতি জ্বালিয়ে বাবার নির্দেশ ছিল-'এটা যতক্ষণ জ্বলবে, ততক্ষণ তুমি প্র্যাকটিস করবে।' খোলা চোখে মনে হতেই পারে এ এক কঠোর অনুশাসন। কিন্তু গানই যাঁর আজীবনের অনুধ্যান, তাঁর পক্ষেই বলা সাজে-'সেই থেকেই আমার গানের সঙ্গে সখ্য তৈরি হয়ে গেল।' আর সেই সখ্যের পরিণাম-'আমার ছোটোবেলায় মেয়ে হয়েও কখনও পুতুলের বিয়ে বা পুতুলের সংসার এমন খেলা খেলিনি।' খেলেছেন গায়িকা হওয়ার খেলা। দেশলাই বাক্সকে মাইক্রোফোন বানিয়ে সামনে পুতুলদের শ্রোতা হিসেবে বসিয়ে রেখে জলসা বাঁধতেন শিশুশিল্পী হৈমন্তী! চিন্ময় লাহিড়ী থেকে আলি আকবর খাঁ। চলার পথে প্রত্যেকের থেকে শুধুই সুর নয়, সহবতেরও পাঠ নিয়েছেন। বাবা হরিহর শুক্লা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য। উত্তর ভারতীয়। অথচ স্ত্রী পাবনার। দুইয়ে মিলে পরিবারে হিন্দি মেশানো বাঙাল ভাষার অদ্ভুত কথাস্রোত বয়ে চলত। কৌতুকভরে তা উপভোগ করতেন হৈমন্তী। উগ্র সাজগোজ, জোরে কথা বলা বরদাস্ত করতেন না হরিহর। মেয়েকে সেভাবেই মানুষ করেছেন তিনি। হৈমন্তীর অকপট স্বীকারোক্তি-'ছোটবেলা থেকে গানের তালিমের পাশাপাশি, মানুষ হওয়ার তালিমও আমি পেয়েছিলাম বাবার থেকেই।' প্রকাশনা সংস্থা মান্দাস যত্ন নিয়ে বইটি নির্মাণ করেছেন। তবু প্রকাশক প্রুফরিডিংয়ে আরেকটু যত্ন নিতে পারতেন। তাহলে হয়তো বাগেশ্বরী (শুদ্ধঃ বাগীশ্বরী), রজঃশলা (শুদ্ধঃ রজঃস্বলা)-র মতো পরিচিত বানানভুল, ঊর্ধ্বকমার এলোমেলো ব্যবহার এড়ানো যেত। বাকি প্রোডাকশন এতটাই নিখুঁত যে, এই আপাততুচ্ছ ভুলচুকগুলো প্রকট ত্রুটি বলে মনে হয়!

অল ইণ্ডিয়া রাঙ্ক ওয়ান, ডিফেন্স একাডেমীতে বোলপুরের ইমন ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৭ এপ্রিল ঃ অল ইণ্ডিয়া রাঙ্ক ওয়ান পেলো ডিফেন্স একাডেমীতে বোলপুরের ইমন ঘোষ। নিজস্ব অফিসিয়াল টুইটারে তার উল্লেখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ভীষণ খুশি এবং গর্বিত এটা জেনে যে আমাদের বীরভূম জেলার ছেলে ইমন ঘোষ ডিফেন্স একাডেমি ২, ২০২৪ মেটা ইউপিএসসি কম্বাইন্ড করে এখানে সর্বোত্তম স্থান অর্জন করেছে। ফলাফল সদ্যই প্রকাশিত হয়েছে এবং এই কিশোর একজন বোলপুর নিবাসী ইন্ডিয়ান আর্মির অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদারের পুত্র, এই গৌরব আমাদের সকলের জন্য সে নিয়ে এসেছে।

উল্লেখ্য, অতি সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই তালিকাতে কোন পরীক্ষার্থী এই সর্বোচ্চ তালিকায় স্থান পায়নি। ইমন জানিয়েছে, সে এক থেকে দশের মধ্যে রাঙ্ক করবে ভেবেছিলো। ভাবে নি, রাঙ্ক ওয়ান হবে। ইমনের মা গার্গী ঘোষ একজন গৃহবধূ। তিনি জানান, বদলির চাকরির কারণে বিভিন্ন জায়গায় তাকে পড়তে হয়েছে। বরাবর ডিফেন্স একাডেমিতে লক্ষ্য ছিল। এখন পুনেতে আছে। ওকে ছাড়া আমরা এই আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র বোলপুর নিবাসী ইমন ঘোষ 'রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ' থেকে অল ইণ্ডিয়া পরীক্ষায় প্রথম রাঙ্ক করেছে। এই পরীক্ষা নেয় ইউপিএসসি। আর আই এম সির মতো এক সুযোগ্য মিলিটারি প্রতিষ্ঠানের সফল ছাত্র ক্যাডেট ইমন ঘোষ। বীরভূমের বোলপুর নিবাসী ইমন ঘোষ আর্মি পরিবারের ছেলে। তার বাবা হাবিলদার উজ্জ্বল কুমার ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে অবসরপ্রাপ্ত। মা গার্গী ঘোষ একজন গৃহবধূ। তার বাবার কর্মসূত্রে বদলির কারণে ইমন বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে, সবশেষে সাইনিক স্কুল কুঞ্জপুরা, হরিয়ানা তে ভর্তি হয় এবং পরবর্তীতে আর আইএমসি, দেরাদুনে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় অষ্টম শ্রেণীতে।

নন্দীগ্রামে গরু পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৭ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার প্রাণ গেল পুলিশের এক গাড়ি চালকের। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়াতে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের দাবি, গরু পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ! হাসপাতালে আরও দুই পুলিশ কর্মী। এদিন ভোরবেলায় একটি ছোট লরিকে দেখে সন্দেহ হয় টহলদারি পুলিসের। সন্দেহ হল একটি গরু চুরি করে পালাচ্ছে একদল পাচারকারী। তার পরেই ওই লরিটিকে আটকানোর চেষ্টা করে পুলিস। বুঝতে পেরেই পুলিসের ভ্যানের দিকে তেড়ে আসে লরিটি। এরপর বিপুল গতিতে পুলিস ভ্যানে ধাক্কা মেরে লরিটি পালিয়ে যায়। পুলিস ভ্যানে প্রবল ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান ভ্যানের চালক। আহত হন আরও ২ পুলিস কর্মী। ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই ছুটে আসে স্থানীয় মানুষজন। তারা এসে পুলিসকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের অভিযোগ, বারবার পুলিসকে পাচারের কথা বললেও কোনও কাজ হয়নি। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশের গাড়ির চালককে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায় লরিটি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই গাড়ির চালককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বাকি দুজনের চিকিৎসা চলছে। এদিকে, রেয়াপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পুলিসের গাড়ির চালকের দেহ বের করে তমলুকের মর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় ফের বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিস। দেহ নিয়ে যেতে পারল না পুলিস। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ময়নাতদন্ত ভালো কোন হাসপাতালে করতে হবে। পুলিস জোর করে দেহ নিয়ে যেতে চাইলে পুলিসের সাথে ধস্তাধস্তি হয় বিক্ষোভকারীদের। শেষপর্যন্ত দেহ ফের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকিয়ে রাখা হয়।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তি মাঝেই শান্তি বৈঠক খড়গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, খড়গ্রাম, ১৭ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ, আর বিক্ষোভ কে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির খবর উঠে এসেছে। এমতাবস্থায় খড়গ্রাম ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে একটি শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হল

খড়গ্রামে। বৃহস্পতিবার খড়গ্রাম ব্লকের রবীন্দ্র ভবনে এই শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কান্দি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সাসরেক আগরওয়াল, সিআই সৌম্য ব্যানার্জি, বিডিও মিলনি দাস সহ খড়গ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুরজিত হালদার। এলাকার ইমাম, মোয়াজ্জেম ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মানুষদের এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জেলার একাংশে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা যেন খড়গ্রাম ব্লকে না ঘটে। সকল ধর্মের মানুষ যেন যেন একে অপরের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে চলেন তার বার্তা দেওয়া হয় এই বৈঠক থেকে।

খাদি মেলায় বিক্রি ছাড়াল কোটি টাকা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ এপ্রিল ঃ খাদি মেলায় বিক্রি ছাড়াল কোটি টাকা। বুধবার মেলার শেষদিনে মেলায় বিক্রির অঙ্ক দাঁড়ায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। জলপাইগুড়ি শহরের রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে ৩০ মার্চ জোনাল খাদিমেলা শুরু হয়। উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি শিল্প দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পীরা তাঁদের উৎপাদিত পসরা নিয়ে আসেন মেলায়। হরেক স্টলের পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে বসে আস্ত গ্রামীণ হাট। সেই খাদি মেলায় বিক্রির পরিমাণ দেখে খুশি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। জলপাইগুড়িতে খাদি মেলার শেষদিনে মেলার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন। তিনি বলেন, এর আগে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত খাদি মেলায় ৮ লক্ষ টাকার সামগ্রী কেনাকাটা হয়েছিল। তবে এবার প্রায় সাড়ে ১৭ গুণ বিক্রি বেড়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হয়েছে মেলায়। বুধবার ছিল মেলার শেষদিন। আর সেই শেষদিনে মেলায় আরও ভালো বিক্রি হয়েছে বলে বিক্রেতারাও খুশি। এবারের মেলায় যা বিক্রি হয়েছে, তা সর্বকালীন রেকর্ড। এজন্য মেলায় অংশ নেওয়া বিক্রেতারা সবাই খুব-ই খুশি। ওদিকে মেলায় এসে বিভিন্ন রকমের মনের পছন্দের জিনিসপত্র অনেক কম দামে পেয়ে খুশি প্রকাশ করেছেন ক্রেতারাও। মূলতঃ গ্রামবাংলার শিল্পকলাকে তুলে ধরতেই এই আঞ্চলিক খাদি মেলার আয়োজন করা হয়েছে জলপাইগুড়িতে।

আইসি বদল সরকারের, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের সুতি এবং সামসেরগঞ্জ দুটি থানার আইসি কে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার। সামসেরগঞ্জ থানার নতুন আইসি হলেন সুব্রত ঘোষ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত এই শামসেরগঞ্জ থানা। এর আগে সুব্রতবাবু পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর ছিলেন। সুতি থানার নতুন আইসি হলেন সুপ্রিয় রঞ্জন মাঝি তিনি পূর্ব বর্ধমানের সদর ট্রাফিক গার্ডের ইন্সপেক্টর ছিলেন। ওয়াকফ আন্দোলন নিয়ে সুতি ও সামশেরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ঘটেছে তার সঙ্গে আইসি বদলের যোগ রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে মনে করা হচ্ছে। এদিন রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার এসএসসি যোগ্য প্রার্থী তালিকা আগে দিতে পারলে ভালো হতোঃ বিস্ফোরক সিদ্দিকুল্লা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে শুনানি ছিল, শুনানি ছিল রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি বাতিল নিয়ে। এই দিনই পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মঙ্গলকোটের বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এসএসসি নিয়ে রাজ্য সরকার ও দল যথেষ্ট সচেতন, তবে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা রাজ্য সরকার আগে দিতে পারলে ভালো হতো। অর্থাৎ যোগ্যদের তালিকা প্রকাশে রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তরের ঢিলেমিকেই কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন মন্ত্রী। এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল নিয়ে এর আগে সুপ্রিমকোর্ট বারংবার রাজ্য সরকার ও এসএসসি বোর্ড কে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা দেয় নি রাজ্য সরকার। সুপ্রিম রায়ের পর এসএসসি বোর্ড ২১ এপ্রিলের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে । বিরোধী

রাজনৈতিক দলের বক্তব্য এই তালিকা রাজ্য সরকার আগে দিলে প্রায় ১৯ হাজার চাকরিজীবীর চাকরি হারাতো না। তাদের কাছে যদি যোগ্য তালিকা নাই থাকতো, তা হলে এখন দিচ্ছে কিসের ভিত্তিতে। প্রক্ষান্তরে অযোগ্যদের আড়াল করার জন্যই কি চুপ ছিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর? প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি সহ রাজ্যের বিরোধী দল গুলি। এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু ব্যানার্জি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসকদল সবাই চোর। কয়লা, বালি, গরু চুরি করার পর এবার চাকরি চুরিতে মেতে উঠেছে। রাজ্য সরকার যোগ্য প্রার্থী তালিকা দেওয়ার স্বদইচ্ছাই ছিল না। অযোগ্য চাকরি প্রার্থীদের বাঁচাতে ইচ্ছাকৃত ভাবেই যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা দেয়নি রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তর। চাকরি প্রার্থীদের এই মামলা টি একদিনেই রায় হয়নি, বহু বছর ধরে চলছে। তখন বারংবার আদালত যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা দিতে বলেছিল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর কে। কিন্তু রাজ্য সরকার তা দিতে দেয়নি, তারই ফল স্বরুপ যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের চাকরি গেছে। এদিনই ওয়াকফের নতুন সংশোধনী আইন পাশ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে মন্ত্রী জানান, এই আইন ভুল আইন আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কোন হিন্দু দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচালন কমিটিতে কোন মুসলিম প্রতিনিধিকে রাখা যেমন হয় না, তেমনি ওয়াকফ মুসলমানদের সম্পত্তি, এই বোর্ডে অমুসলিমরা থাকবে কেন? যদিও সিদ্দিকুল্লার এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জী পাল্টা জানিয়েছেন, ওয়াকফের নামে জমি মাফিয়ারা প্রচুর জমি কব্জা করে বসে আছে। গরীব মুসলমানরা ওয়াকফের কাছ থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা পায় না। তাই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সর্বস্তরের মুসলমানদের কল্যাণের জন্যেই এই আইন আনছে। তিনি আরও বলেন, তারকেশ্বর শিব মঃিদর কমিটির চেয়ারম্যানের ফিরহাদ হাকিম কে করা হয়েছে, এরকম দক্ষিণেরও দু একটি মঃিদর কমিটিতে খ্রীষ্টান সহ অমুসলিমরা আছেন। সিদ্দিকুল্লা বাবু জেনেও উস্কানি দিচ্ছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে। তারাই বিভেদ করছেন। মোদিজি 'সকলের সাথে, সকলের উন্নয়নের' চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি। উল্লেখ্য, সারা রাজ্য জুড়ে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবে জমিয়তে উলেমা হিন্দ, তবে মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর এখন থেকে আর কোন খোলা জায়গায় সভা করবে না বলে জানিয়েছেন জমিয়তে উলেমা হিন্দের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার এক মহিলার মৃত্যু উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত আবুজহাটি এলাকায়। নিজেদের বাড়িতে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয় এক মহিলার দেহ, নাম মীরা সরকার, বয়স আনুমানিক ৭২ বছর এবং গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁর স্বামী নীলাদ্রি সরকারকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিকল্পনা করে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল ওই বৃদ্ধ দম্পতিকে। স্বামীকে মারতে না পারলেও স্ত্রী মীরা সরকারকে খুন করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় পুলিশ সহ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে পুলিশ। আহতকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:

Name of Work:

1. "Temporary installation of Sound system at Medinipur College ground in connection with ensuing public meeting in presence of VVIP's on 22.04.25."

2. "Temporary Video conferencing system, video cameras & giant screens installation at Medinipur College ground in connection with ensuing public meeting in presence of VVIP's on 22.04.25

3. "Temporary installation of CCTV system at Medinipur College ground in connection with ensuing public meeting in presence of VVIP's on 22.04.25"

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-05,06& 07 of 2025-26. Last date of submission of Quotation: **20.04.2025 up to 11.00AM.**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (**https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 04/Q of 2025-26

N.W- Temporary lighting arrangement, Hiring of DG Set & Air conditioning machine for addressing public meeting at Midnapore College Ground , Paschim Medinipur in connection with the Hon'ble V.V.I.P visit. on 22th April 2025.

Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **20.04.2025 upto 01.30 P.M.** Last dt, permission: **20.04.2025 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **20.04.2025 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **20.04.2025 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P. W. Dte.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রী সুব্রত ঘোষ, যিনি গ্রাম + ডাকঘর ধর্মদা, পি. এস. নকশিপাড়া, জেলা-নদীয়ায় বসবাস করেন, তার ২০.১০.১৯৭৬ তারিখের তার মূল বিক্রয় দলিলটি হারিয়ে ফেলেছেন যা ডি. এস. আর., নদীয়ার অফিসে নিবন্ধিত ছিল এবং বই নং ১, খণ্ড নং ৯২, পৃষ্ঠা ৪০ থেকে ৪২ পর্যন্ত ১৯৭৬ সালের জন্য বিইং নং ৫০৭৬ হিসাবে লিপিবদ্ধ ছিল এবং ১১.০৩.২০২৪ তারিখের জি. ডি. এন্ট্রি নং ৩৬৯ অনুসারে কৃষ্ণনগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বর ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Construction of RCC Drain at west side of SDO. Sadar Bungalow under Ward no. 18" vide **Tender Id: 2025_MAD_836761_1,** Estimated Cost- **Rs. 4,30,982.56** And "Permanent Electrification work at New PWD Section, 2nd Floor at Cooch Behar Municipality" vide **Tender Id: 2025_MAD_836768_1**, Estimated Cost- **Rs. 2,75,214.03,** Submission end date- **26/04/2025** Details information will be available from the website — **(i) http://wbtenders.gov.in (ii)www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

দার্জিলিং-এর লিজেন্ডারি স্টিম লোকোমোটিভ নং. ৭৮২বি-এর পরিষেবার ১২৫ বছর পূর্ণ

মালিগাঁও, ১৭ এপ্রিল ঃ ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ রেলওয়ে ঐতিহ্যের প্রতি একটি উল্লেখনীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) আজ লিজেন্ডারি বি ক্লাস স্টিম লোকোমোটিভ নং. ৭৮২বি-এর নিরবিচ্ছিন্ন

পরিষেবার ১২৫ তম বছর উদ্যাপন করেছে। রেলওয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় ড. সি.এম. রমেশ এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব দ্বারা ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন, আইকনিক ঘুম রেলওয়ে স্টেশন থেকে একটি বিশেষ ঐতিহ্যবাহী স্টিম ট্রেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা নাড়িয়ে শুভ সূচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি ইতিহাস, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সংস্কৃতির একটি প্রাণবন্ত উদ্যাপন ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে সাংসদ এবং রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকের পাশাপাশি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘুম স্টেশনে একত্রিত হন। দার্জিলিং-এর পাহাড়ি এলাকার ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত এবং লোকনৃত্য সমন্বিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কার্যক্রমটি একটি উৎসবে পরিণত করে। স্মারক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা ঘুমের রেলওয়ে সংগ্রাহলয় পরিদর্শন করেন, যেখানে তাদের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে দ্বারা বর্তমানের পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত করা হয়। কমিটি এই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটটি সংরক্ষণে জড়িত উৎসর্গ এবং কারুকার্যের প্রশংসা করেছে। শার্প, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোং দ্বারা ১৯০০ সালে নির্মিত বি ক্লাস লোকোমোটিভ নং. ৭৮২বি, পূর্ব হিমালয়ের ন্যারো-গেজ ট্র্যাকে যাত্রা করে চলেছে। ১২৫ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবার সাথে, লোকোমোটিভটি ব্রিটিশ যুগের রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভারতীয় রেলওয়ের স্থায়ী উত্তরাধিকারের জীবন্ত প্রতীক। এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার সাথে সাথে এর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে বজ্রঘাতে মৃত্যু হল ২ কৃষকের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ এপ্রিল ঃ ফের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল দুই কৃষকের। মুর্শিদাবাদের দুই পৃথক জায়গায় বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া ও হরিহরপাড়ায় চাষের জমিতে বজ্রপাত হয়। মৃত্যু হয় দুই কৃষকের। হরিহরপাড়ার দস্তরপাড়াতে ভর দুপুরে বজ্রপাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় কৃষকের। ওই গ্রামেরই কৃষক শ্যামল মাল (৭২)। চাষের জমিতে পটল জমি পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ওই কৃষকের। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। মৃত কৃষক শ্যামল মালের বাড়ি দস্তরপাড়া এলাকায়। আহত দুই কৃষক সুখেন মাল (৫৫) ও উন্মত সেখ (৬২), বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে। জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার দস্তরপাড়া মাঠে। মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তিন কৃষক মিলে পটলের জমি পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। হঠাৎ আকাশে ঘন কালো মেঘ জমে যায়, শুরু হয় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। সেই সময় আশ্রয় নিতে মাঠের একটি কুঁড়েঘরে ঢোকেন তারা। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনকভাবে সেই কুঁড়েঘরেই পড়ে বজ্রপাত। আগুন ধরে যায় কুঁড়েঘরে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান শ্যামল মাল। আহত হন অন্য দুই কৃষক। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাগরপাড়া থানার সিংপাড়া বিএসএফ রোড সংলগ্ন এলাকায় পাটের জমিতে কাজে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। মৃত ব্যক্তির নাম কুমারেশ ঘোষ বয়স ৫৫ বছর। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দেহ ময়নাতদন্তের পর দেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের সদস্যদের হাতে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পরিবার জুড়ে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার সিংপাড়া বিএসএফ রোড সংলগ্ন এলাকায় বজ্রপাত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাটের জমিতে কাজে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। মৃত ব্যক্তির নাম কুমারেশ ঘোষ বয়স ৫৫ বছর। বাড়ি সাগরপাড়া থানার চকচৈতন ঘোষপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ বাড়ি থেকে সীমান্তের পাটের জমিতে কাজে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পড়ে, তারপর হঠাৎ শুরু হয় বজ্রপাত। আচমকা শরীরের ওপর বজ্রপাত হলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পাশের কৃষকরা ছুটে গিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে সাগরপাড়া উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়িতে ভিড় জমান আত্মীয় স্বজনেরা এবং পাড়া প্রতিবেশীরা। বাড়িতে স্ত্রী এবং তিন ছেলে রয়েছে। হঠাৎ মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গরম পড়তেই লুপার ও রেড স্পাইডারের আক্রমণ বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল ঃ বৈশাখ পড়তেই গরমের ব্যাটিং শুরু। ধীরে ধীরে নাজেহাল হতে শুরু করেছে প্রাণীকুল। এই গরমে কেমন আছে চা বাগান? জানেন কি? গরম পড়তেই লুপার ও রেড স্পাইডার আক্রমণ করতে শুরু করেছে চা গাছে। লুপারের আক্রমণ সব চাইতে বেশি পরিমাণে হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ডুয়ার্স জুড়ে ভ্যাপসা গরম আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে। ডুয়ার্স এলাকার আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু বছর ধরে। গরমের দিনে তাপমাত্রা ৪০ও ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলে। বর্তমানে চলছে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই আবহাওয়া লুপার পোকার উপদ্রবের জন্য আদর্শ সময় বলে বলছেন চা বিশেষজ্ঞরা। একবার কোন বাগানে লুপার পোকার উপদ্রব শুরু হলে, তা দু'সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ বাগানে ছেয়ে যায়। লুপার পোকা চা পাতার ক্ষতি করে। তার সঙ্গে যদি দোসর হয় রেড স্পাইডার, তাহলে চা গাছের বৃদ্ধিতেও সমস্যা দেখা যায়। ডুয়ার্স এলাকার আলিপুরদুয়ার জেলায় গরমের পাশাপাশি মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি। তবে আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগানের ক্ষেত্রে এই বৃষ্টি পর্যাপ্ত নয় বলে জানা যায়। আলিপুরদুয়ার জেলার চা শিল্পের করুন পরিস্থিতি বলে জানালেন ভাতখাওয়া চা বাগানের জেনারেল ম্যানেজার তথা ডিবিআইটিএ কালচিনি সার্কলের চেয়ারম্যান টি এন পান্ডে। তিনি জানান, মে মাসে আরও গরম বাড়বে। তখন লুপার প্রতিটি বাগানে জাঁকিয়ে বসবে। সব চাইতে প্রভাব দেখা যাবে চা উৎপাদনে।

নিখোঁজ ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ এপ্রিল ঃ নদীয়ায় জমি থেকে এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার নদীয়ার কালীগঞ্জ থানার পলাশী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাথানগাছি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম আনিস সেখ (৫৫)। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যায় ধানের জমিতে জল দিতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরায়, রাত হলেও বাড়িতে না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পরে পরিবারের সদস্যরা, রাতভর খোঁজাখুঁজির পরও মেলনি কোন খোঁজ। বৃহস্পতিবার সকালে ধানের জমিতেই আনিস সেখ কে পরে থাকতে দেখে স্থানীয়রা।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী নং -১

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার নং. ৩৮০_২০২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার)-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী।** উপরোক্ত টেন্ডারে, **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ১৭.০৪.২০২৫ তারিখ, দুপুর ২টার পরিবর্তে **২৮.০৪.২০২৫ তারিখ, দুপুর ২টা** পড়তে হবে। অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

(HWH-37/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/Br.-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/EEC/VII/66/3/25-26/R

Name of work : **Restoration of passage at 31, 22, 47, 51 G J Khan Road, 81, 61, 39, 17, 21, 52 Topsia Road and surroundings disturbed by CESC in Ward-66.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,98,719.18.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **30.04.2025 upto 2 p.m.** Tender will be opened on **03.05.2025 at 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **17.04.2025 at 6.55 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/037/2024-2025/R

Name of work : **Restoration of footpath (IPS & Paver Block) disturbed due to Drainage Work at 38 Beck Bagan Row to 29 Lower Range, 225B AJC Bose Road etc. in Ward-69.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.1,50,016.69.** Earnest Money : **Rs.3,010.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **30.04.2025 at 12 noon.** Date of opening of tender : **03.05.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.04.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/XIV/127/070/24-25/R (1st Call)

Name of work : **Desilting/Removal of sludge from Open/Partially Covered surface drain at B.R. Sarani (W) from Begore Khal to Natun Hat Pre.No. 80, 88/N, 10A & 351 etc. in Ward No.127.** Work Value : **Rs.4,94,208.90.** Earnest Money : **Rs.9,900.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last date of Submission of Bid : **30.04.2025 upto 11 a.m.** Tender will be opened on : **02.05.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from : **22.04.2025 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EEC/XI/113/003/2025-26/R
Name of work : **Improvement of passage at C/32, Niranjan Pally, 8 Benoy Pally in Ward No.113.** Estimated Value (Including GST and CESS) : **Rs.2,73,214.88.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Time of Completion : **30 Days.**

2. NIT No. : KMC/EEC/XI/114/001/25-26/R
Name of work : **Maint. of C.C. Road at different area viz. Bagan Para, Satbigha etc. in Ward No.114.** Estimated Value (Including GST and CESS) : **Rs.2,51,025.10.** Earnest Money : **Rs.5,100.00.** Time of Completion : **60 Days.**

3. NIT No. : KMC/EEC/XI/113/001/2025-26/R
Name of work : **Supply of labour for repair of depression with milling materials as and when required at Sonali Park, Bansdroni Place in Ward No.113.** Estimated Value (Including GST and CESS) : **Rs.2,78,727.68.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **30.04.2025 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** Date and Time of Opening of Bid : **03.05.2025 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The Bid forms and other details are available on and from **22.04.2025 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The website **https://etender.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Executive Engineer (C), Br.-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/002/CK/2025-2026
Name of work : **Emergency removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.044, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/003/PIT COVER/2025-2026
Name of work : **Supplying, Fixing M.H. Cover / G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 Hours in Ward No.044, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **180 Days (for Sl.No.1 & 2).** Last Date and Time of submission of Bid : **29.04.2025 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** Date and Time of opening of Tender : **02.05.2025 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.04.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/01/PH/2025-2026
Name of work : **Emergency repairing of potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.036, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/02/CK/2025-2026
Name of work : **Emergency removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.036, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/03/PIT COVER/2025-2026
Name of work : **Supplying, Fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 Hours in Ward No.036, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/01/PH/2025-2026
Name of work : **Emergency repairing of potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage and Footpath etc. in Ward No.040, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/02/CK/2025-2026
Name of work : **Emergency removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.040, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/03/PIT COVER/2025-2026
Name of work : **Supplying, Fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 Hours in Ward No.040, Br-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/01/PH/2025-2026
Name of work : **Emergency repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage and Footpath etc. in Ward No.037, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

10. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/02/CK/2025-2026
Name of work : **Emergency removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.037, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

11. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/03/PIT COVER/2025-2026
Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 Hours in Ward No.037, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **365 Days (for Sl.No.3 to 11).** Last Date and Time of submission of Bid : **03.05.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.3 to 11).** Date and Time of opening of Tender : **05.05.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.3 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **22.04.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.3 to 11).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 11).**

73/ 25-26

চাষবাস

মেক্সিকান বাটারকাপ ফুল দেখতে অনেকটা গোলাপের মতো

সূচিশিল্পী ও ফ্যাশন ডিজাইনার আমিনুল ইসলামের ঝিনাইদহের গাছবাড়িতে গিয়েছিলাম গত বছরের মার্চে। সেখানে প্রায় আড়াই শ গাছে টপিয়ারি রীতির এক অনন্য শৈলীর উদ্যান রচনা করেছেন তিনি। উদ্যানের এই শিল্পমাধ্যম আমাদের মুগ্ধ করল। বাগানের প্রবেশমুখেই ছোট্ট একটি অংশে এর অবস্থান। পুরো বাগানেই শিল্পবোধ আর ভালোবাসার অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। মাত্র ১৩ বছরের ব্যবধানে আমিনুল ইসলাম এই উদ্যানে ৫০০ প্রজাতির প্রায় ১০ হাজার উদ্ভিদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বাড়িভর্তি গাছগুলো দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। ভোরে ঘুম ভাঙল বিচিত্র পাখিদের সুমধুর কলতানে। ভোরের স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। আশপাশের গাছগুলোতে চোখ রাখি। হঠাৎ হলুদ রঙের একগুচ্ছ ফুলে চোখ আটকে গেল। গাছে কোনো পাতা নেই। শুধু কিছু ফুল আর কলি। অচেনা ফুল। আগে কখনো দেখিনি। পরে বই দেখে নিশ্চিত হই, এটি মেক্সিকান বাটারকাপ ট্রি। কোথাও কোথাও ব্রাজিলিয়ান রোজ বা ওয়াইল্ড কটন নামেও পরিচিত।

সম্প্রতি ফুলটি আবার দেখি মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার রামকৃষ্ণদী গ্রামে। সেখানে কাজী গার্ডেনে গাছটি রোপণ করেন বৃক্ষপ্রেমী ও প্রকৌশলী কাজী কামাল উদ্দিন ইকরাম। মেক্সিকান বাটারকাপ মাঝারি আকৃতির পাতাঝরা গাছ। ৫ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কাণ্ডের ব্যাস ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার। স্বল্প শাখা-প্রশাখা সূক্ষ্মভাবে মখমল-লোমশবিশিষ্ট। পাতা ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, ৩ থেকে ৫ পত্রী। কিনারা প্রায় সম্পূর্ণ এবং নিচে মধ্যশিরাবিশিষ্ট, ওপরের পিঠ চকচকে এবং লোমহীন, নিচের পিঠ কিছুটা ফ্যাকাশে। ফুলগুলো উজ্জ্বল হলুদ, একাকী এবং বড়, ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া। দেখতে অনেকটা গোলাপের মতো হলেও একই পরিবারভুক্ত নয়। এই গাছ পশ্চিম মেক্সিকো থেকে মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশ, ইকুয়েডর, পেরু, বলিভিয়া, ব্রাজিল, গায়ানা এবং ত্রিনিদাদ পর্যন্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে জন্মে। মেক্সিকোতে এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ হাজার মিটার পর্যন্ত উষ্ণ, আধা-উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় লাগানো হয়। সাধারণত টিলা, ম্যানগ্রোভ প্রান্ত, তৃণভূমি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পর্ণমোচী বা উপ-পর্ণমোচী বন, বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের বন, সমতল বা পাহাড় এমনকি পাইন বনের ধারও এই উদ্ভিদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। জন্ডিস নিরাময়ে এ গাছ কার্যকর। সংক্রামক জন্ডিসে এই গাছের ছাল ভিজিয়ে রেখে এই জল দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে গোসল করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। আবার কখনো কখনো এই গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি চৌবাচ্চায় জল ঢেলে তাতে গা ভেজানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। ফুলটি জ্বর কমাতে এবং ফ্লু উপশমে ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ফুল সেদ্ধ এবং পাতার চূর্ণ চর্মরোগসহ ত্বকের বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করা হয়। ম্যালেরিয়া বা ছত্রাক উপশমে গোসলের জলেতে ফুলের নির্যাস মিশিয়ে ব্যবহারের রীতি স্থানীয়ভাবে প্রচলিত একটি টোটকা।

সাপের কামড়ে আক্রান্ত স্থানে ফুলের লেই তৈরি করে প্রলেপ দেওয়ারও প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া ডায়রিয়া, লিভারের সমস্যা, পেটব্যথা, নাকের রক্তপাত, ব্রণ সমস্যা এবং আলসার নিরাময়ে গাছটির বিভিন্ন অংশ ব্যবহার্য। এ গাছের কাঠ থেকে পাওয়া হলুদ-কমলা রং সুতা রাঙানোর কাজে লাগে।

বৃষ্টিই স্বস্তি এনেছে বাগানের মালিক, শ্রমিকদের

চা বাগানের দুটি পাতা একটি কুঁড়িও দেখা যাচ্ছিল না। ক্রমে গাছগুলিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছিল। পর্যাপ্ত জলের অভাবে বেশিরভাগ চা গাছ লাল হতে শুরু করে। গতকাল বৃহস্পতি উত্তরবঙ্গের এই জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। আর সেই বৃষ্টিই স্বস্তি এনেছে বাগানের মালিক, শ্রমিকদের। জানা গিয়েছে, তরাই ও ডুয়ার্সের প্রায় সব জায়গাতেই মুশলধারে বৃষ্টি হয়েছে। তবে বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়েনি। তেমন ঝড়ও হয়নি। ফলে এই বৃষ্টিই আশীর্বাদ হিসেবে ঝড়েছে বলে মনে করছেন ম্যানেজার, শ্রমিকরা। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝের ডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, ''দীর্ঘ ছয় মাসের অপেক্ষার পর এমন বৃষ্টি পেলাম আমরা। যেসব চা বাগানে সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে এই বৃষ্টি খুব কাজে লাগবে। আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এই বৃষ্টির ফলে ভালো পাতা তৈরি হবে। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি চায়ের জন্য কেবল প্রয়োজন হয়। সেই ফসল এবার পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তিনি।এই বৃষ্টির ফলে চা পাতার উৎপাদন, গুণমান দুটোই ভাল হবে। মে মাসে ফলন ভালো হবে। এই কথা মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতদিন চা উৎপাদনের পরিমান অনেকটাই কম ছিল। কিন্তু এবার কত উৎপাদন হবে? সেই বিষয়টি আগামী দিনে বলা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃষ্টির ফলে রোগ, পোকার আক্রমণ কমবে। যে সব চা বাগানে সেচের ব্যবস্থা নেই, সেখানে এই বৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু মালিকপক্ষই না, এই বৃষ্টির ফলে খুশি চা শ্রমিকরাও। চা শ্রমিক নেতা বিদ্যুৎ গুণ বলেন, ''অনেক দিন থেকে আমরা বৃষ্টির অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে সেই বৃষ্টি পেলাম। এটা চা শিল্পের পক্ষে খুব আশার কথা। বাগানের শ্রমিক সুনীতা ওঁরাও, মন্তি গোপরা বৃষ্টর পরে অত্যন্ত আনন্দিত। সপ্তাহ দু'য়েক পরেই ভালো ফলনের আশা করছেন তাঁরা।

গোঘাটে গোয়ালে তিনজনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান প্রতিবেশীরা

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ১৭ এপ্রিলঃ হবু ডাক্তার, বছর ২১-এর শান্তনু নন্দীকে ঘিরে পরিবারের বহু আশা আকাঙ্খা ছিল। শান্তনুর চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছিলেন না তাঁর বাবা, মা এবং ঠাকুমা। পরিবারের তরতাজা ছেলের মৃত্যু হয়েছিল ৮ মাস আগে। এর পরেই মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিল নন্দী পরিবার। বৃহস্পতিবার সকালে এই তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে শোরগোল পড়ে গেল হুগলির গোঘাটের বেঙ্গাই পঞ্চায়েতের উপশালঝাড় গ্রামে। জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম অনিমা নন্দী (৭১), কাশীনাথ নন্দী (৫৫) এবং মমতা নন্দী (৪৭)। এ দিন সকালে গোয়ালে তাঁদের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান প্রতিবেশীরা। নন্দী পরিবারের প্রতিবেশীদের দাবি, ৮ মাস আগে কাশীনাথ নন্দীর ২১ বছরের ছেলে শান্তনুও আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তিনি ডাক্তারি পড়ুয়া ছিলেন। এর পর থেকেই পরিবারের সকলে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। পাড়ার লোকজন, আত্মীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা বলাও কমিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। কারও সঙ্গে সে ভাবে মেলামেশা করতেন না। প্রতিবেশীদের দাবি, পুত্রশোকেই এই সিদ্ধান্ত। নন্দী পরিবারের এক প্রতিবেশী জানান, এ দিন সকালে কাউকে বাড়ি থেকে বেরোতে না দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। তাঁরা বাড়ির বাইরে থেকে অনেক ডাকাডাকিও করেন। কিন্তু কেউ সাড়া দেননি। এর পর দরজা ভেঙে বাড়ির মধ্যে গিয়ে তাঁরা দেখেন, গোয়ালঘরে ৩ জনের দেহ ঝুলছে। স্থানীয়রাই গোঘাট থানায় খবর দেন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। সেখানেই চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ তাঁদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায় বলেন, 'প্রতিবেশীদের দাবি, নন্দী পরিবারের সদস্যরা অবসাদে ভুগছিলেন। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, আত্মঘাতী হয়েছেন তাঁরা। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।'

বাম বিধায়কের ডেপুটেশন

বিলোনিয়া, ১৭ এপ্রিলঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার মুহুরীর নদীর বল্লামুখা ঈশান চন্দ্র নগর এলাকায় উঁচু বাঁধ নির্মাণ করছে বাংলাদেশ প্রশাসন। অথচ মুহুরী তটে নদীর উল্টো অংশে রামঠাকুর পাড়ায় তুলা গাছ থেকে বিএসএফ ক্যাম্প পর্যন্ত বাঁধ সংস্কার ও রাস্তা নির্মাণে সব সময় বাঁধা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ প্রশাসন। এক সময়ে দুই দেশের মধ্যে এই এলাকা নিয়ে তুমুল গুলির লড়াইও হয়েছিল। বৃহস্পতিবার এই সমস্যা ও অভিযোগ নিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন বিলোনিয়ার বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। জেলাশাসকের কাছে খুলে বলেন জনগণের অভিযোগ। বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব এর দৃষ্টিতে নেওয়ার অনুরোধ জানান বিধায়ক। বিধায়ক বলেন, এই উঁচু বাঁধ নির্মাণের ফলে বল্লামুখা, উত্তর বিলোনিয়া, ঈশান চন্দ্র নগরের দক্ষিণ ভারত চন্দননগরের একটা অংশে বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে নষ্ট হবে ফসল। নষ্ট হবে জনবসতি।

বলাগড়ে রাতের অন্ধকারে গঙ্গার চর থেকে মাটি কাটার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বলাগড় হুগলি, ১৭ এপ্রিলঃ গঙ্গা থেকে মাটি ও বালি তোলা বন্ধ করতে একাধিক বার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলির বলাগড়, মশরা, নাটাগড়, সুন্দরপুর, জিরাটের বাকসাগোড়, একতারপুর, বাকুলিয়া, ধোবাপাড়া, সোমড়া, খামারগাছি প্রভৃতি এলাকায় গঙ্গার মাটি পাচার করেই কোটি কোটি টাকা রোজগার করছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। আর তার ফল ভুগছেন সাধারণ মানুষ। এই মর্মে জেলা শাসকদের কাছে নবান্ন থেকে দফায় দফায় নির্দেশিকাও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাতে আদৌ কি মাটি কিংবা বালি তোলা বন্ধ হয়েছে? সরকারি কর্তারা যে ব্যাখ্যা দিন না কেন, বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলছে। তাঁরা জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরেও এই সব এলাকায় আগের মতেই গঙ্গার পাড় থেকে মাটি কেটে বাইরে পাচার করা হচ্ছে। সবটাই চলছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। তার ফলে ভাঙছে গঙ্গার পাড়। নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে শত শত বিঘা জমি। হুগলির বলাগড় ব্লকের অধীনে মোট ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। তার মধ্যে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙন ঠেকাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে সরকার। তখন নদী বাঁধের পাশ থেকেই মাটি কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে মাফিয়ারা। নৌকো বোঝাই করে সেই মাটি বাইরে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। কয়েক বছর আগে বলাগড় এলাকায় গঙ্গার ভাঙনে একটি স্কুল নদীতে তলিয়ে যেতে বসেছে, এই খবর জানতে পেরে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিত্ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু তার পরেও ছবিটা এতটুকু বদলায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বলাগড়ের বেশ কয়েকটি এলাকায় সরকারি ভাবে মাটি কাটার বরাত নিয়েছেন কিছু ঠিকাদার। মূলত ব্যাক্তি মালিকানায় থাকা গঙ্গার চর এলাকা এবং চাষের জমিতে মাটি কাটার অনুমতি পেয়েছেন তাঁরা। তারই ফাঁক গলে কিছু অসাধু ঠিকাদার নিজেদের সীমানা অতিক্রম করে বাইরের এলাকা থেকে ইচ্ছা মতো মাটি কেটে নিচ্ছেন। জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিকের ব্যাখ্যা, সরকারের ঘরে রাজস্ব জমা দিয়ে আইন বাঁচিয়েই মাটি গায়েব করে দিচ্ছে মাফিয়ারা। যাঁরা মাটি কাটার বরাত পান, তাঁরা কতটা পরিমাণ মাটি কাটতে পারবেন, তার অনুমতি পত্র সরকার থেকে দেওয়া হয়। সেই কাগজ দেখিয়ে অন্য জায়গার মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে। ধরা যাক, কাউকে ৪ ফুট মাটি কাটার বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ১০১২ ফুট মাটি তুলে নিচ্ছেন। গঙ্গা থেকে মাটি কাটা হলে রাজ্য প্রশাসনের কিছু করারই থাকে না। কেন না, সেটা পোর্ট ট্রাস্টের আওতাভুক্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেও বলাগড়ে রাতের অন্ধকারে গঙ্গার চর থেকে মাটি কাটা হচ্ছে। সেই মাটি ডাম্পারে ভরে সড়ক পথে অসম লিঙ্ক রোড ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বলাগড় লাগোয়া পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রামে দিনের বেলাতেই রোজ মাটি কাটার কাজ চলছে। নদীর পাড়ের মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় বলাগড় এলাকায় ভাঙন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আতঙ্কে দিন কাটছে মানুষের। সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের আশঙ্কা, গঙ্গার মাটি পাচার বন্ধ করা না গেলে বলাগড়ের বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত আগামী দিনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, 'বলাগড়ে মাটি চুরি নতুন কোনও বিষয় নয়। আগেও মাটি ভর্তি ডাম্পার আটকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু সেই গাড়িগুলিকে থানা থেকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। শাসক দলের সমস্ত স্তরের নেতারা মাটি চুরির কাটমানি নেয়। পুলিশের একাংশও জড়িত। যে কারণে মুখ্যমন্ত্রী মাটি চুরি নিয়ে কড়া মনোভাব দেখালেও বলাগড়ে মাটি চুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না।' মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সরব বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। মাটি চোরদের ধরতে তিনি নিজেই বহুবার রাতে অভিযানে বেরিয়েছেন। হাতেনাতে পাকড়াও করেছেন মাটি বোঝাই নৌকা। কখনও আবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে পুলিশ ও খোদ নিজের দলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'মাটি মাফিয়াদের হাত অনেক লম্বা।

চেষ্টা করেও আমরা ওদের কিছুতেই আটকাতে পারছি না।' তিনি বলেন, 'আমার বিধানসভা অনেকটা বড়। আমি চাই, স্থানীয় স্তরে সাধারণ মানুষ এই সমস্ত মাফিয়াদের প্রতিহত করুক। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।' জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান অশোক পোদ্দার বলেন, 'আমাদের কাছে যতদূর খবর আছে, সরকারকে রাজস্ব দিয়েই নিয়ম মাফিক মাটি কাটা হচ্ছে। তার পরেও যদি কোথাও মাটি কাটা নিয়ে কোনও অনিয়ম হয়, পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিক। আমরা তাদের সহযোগিতা করব।'

হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ করে রাজনীতি করছে বিজেপি-তৃণমূল,কটাক্ষ মহম্মদ সেলিমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি দার্জিলিং জেলা সিপিআই (এম) কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক সহ সিপিআইএম দার্জিলিং জেলার কার্যকর্তারা। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ তুলে সরব হন মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলিমের ভেদাভেদ করে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার অর্থাৎ বিজেপি ও তৃণমূল ধর্মের নামে রাজনীতি করছে। যা গোটা বাংলা দেখছে, ভোট বাক্সে এর প্রভাব পড়বে। এছাড়াও চাকরি দুর্নীতি প্রসঙ্গ টেনেও রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, যারা চাকরি চুরি করছে তারাই আবার চাকরিপ্রার্থীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছে, তাই চাকরি প্রার্থীরা যাতে লড়াই চালিয়ে যায় সেই বার্তা দেন তিনি। তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে মুখ খুলতে চাননি মহম্মদ সেলিম। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ব্রিগেডের সমাবেশে উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ নিজেদের সমস্যা তুলে ধরবে। যেখানে রাস্তাঘাট, জমি মাফিয়া, চা বাগান, দুর্নীতি সহ বেশ কিছু প্রসঙ্গ তুলে ধরা হবে সকলের কাছে।

দেশি-বিদেশি সহ রাস্তায় বসবাসকারী প্রাণীর বিনামূল্যে চিকিৎসা

সমীর দাস, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ যারা বিলাসবহুল ভবনে থাকেন অথবা যাদের অর্থের অভাব নেই তারা তাদের পোষা প্রাণীর জন্য ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ বহন করেন। রাস্তায় বসবাসকারী বিপথগামী প্রাণীদের চিকিৎসা খুব কমই কেউ করে। কিন্তু ফার টু ফেদার সোনারপুরে একটি শিবিরের আয়োজন করে যাতে কেবল রাস্তার পশুদেরই নয়, বরং বাড়িতে পোষা বসবাসকারী প্রাণীদেরও বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ফার টু ফেদার-এর প্রধান পামেলা রায় জানান, তার সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের কাজ করে আসছে। উপরোক্ত শিবিরে, ভারতীয় ও বিদেশী সহ রাস্তায় বসবাসকারী শত শত বিপথগামী প্রাণীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হল এবং প্রয়োজন অনুসারে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং টিকাদান করা হয়েছিল।

পামেলা রায় জানান, এই সময়ে, মুম্বাই এবং বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের শীর্ষস্থানীয় মেকআপ শিল্পী এবং সমাজকর্মী অনামিকা ভট্টাচার্য এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পশুচিকিৎসক ডাঃ মৃণ্ময় সাহা, ডাঃ রায়বুল খান, ডাঃ শামীম হুসেন, ডাঃ ত্রিদিব্রঞ্জন রায়, ডাঃ শুভজিৎ গোস্বামী প্রমুখ। উল্লিখিত বিষয়ের পাশাপাশি, ক্রমিং গ্রুমিং এবং ফ্যান্সি ড্রেস ক্যাট শোও আয়োজন করা হয়েছিল। পামেলা রায় বলেন, ভবিষ্যতে সংগঠনটিকে আরও সম্প্রসারিত করার এবং রাস্তার প্রাণী এবং সমস্ত পোষা প্রাণীর জন্য হুপার স্পেশালিটি ক্রেচ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিজেপির উদ্যোগে আগরতলায় ওয়াকফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযান

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জোটের ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির বিচার করবেন জনগণ। বৃহস্পতিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রদেশ বিজেপি আয়োজিত ওয়াকফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযানে এই কথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, যারা ওয়াকফ সম্পত্তি নিজের দখলে করে নিয়েছেন তাদের জবাব দিতে হবে। সম্প্রতি সংসদের বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় দীর্ঘ বিতর্কের পর ২৮৮-২৩২ ভোটের ব্যবধানে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস হয়। এর পরদিন রাজ্যসভায়ও দীর্ঘ বিতর্কের পর ১২৮-৯৫ ভোটের ব্যবধানে এই বিলটি পাস হয়। এই বিল পাস হওয়ার পরই বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনগুলি এই বিলের তীব্র আপত্তি জানায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। এতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। জনগণের মন থেকে এই বিভ্রান্তি দূর করতে বিজেপির রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তক্রমে সারা দেশে ওয়াকফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযান শীর্ষক এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক এক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সহ বিজেপির একাধিক জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ। এদিন এই অভিযান সম্পর্কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে একহাত নেন। তিনি জানান, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জোট সব সময় ভোট ব্যাঙ্কের বিচার করে। দেশের জনগণের পরম্পরা এবং আস্থাকে তারা বিশ্বাস করে না। তিনি আরো বলেন, পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী কংগ্রেস এতটাই নিচে নেমে গেছে যে পরিবারের সদস্যদের ছাড়া তারা কিছুই বোঝেন না। তিনি জানান, জনতা এর বিচার করেছে এবং আগামীদিনেও করবে। তিনি বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী বিল গরীব মুসলিমদের ভালোর জন্য। যারা মুসলিমদের সর্দার হয়ে বসে আছেন এবং ভোট ব্যাঙ্কের ব্যবসা করছেন তারাই এর প্রতিবাদ করছেন। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ২০১৩ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কংগ্রেস দল ওয়াকফ বিল সংশোধন করে। আজ যারা এর বিরোধিতা করছেন তাদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই তখন কংগ্রেস এর সংশোধনী বিল এনেছিল। বর্তমান সরকার ওয়াকফ বিলের সংশোধন করেছে। এই সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে, ধর্মীয় আচার ব্যবহারের উপর কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা হবে না। নারী পুরুষ সহ পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের ওয়াকফের সাথে সংযুক্ত করে তাদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই এই বিলের সংশোধনী আনা হয়েছে।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি আরো বলেন, যারা ওয়াকফ সম্পত্তি নিজেদের দখলে নিয়ে গেছেন তাদের আঁতে ঘা লেগেছে। তাই তারা এর বিরোধিতা করছেন। কারণ তাদের জবাব দিতে হবে।

সুপ্রিম রায়ের পর স্কুলে ফিরছেন বাঁশবেড়িয়ার গেঞ্জেস হাই স্কুলে ভূগোলের শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, বাঁশবেড়িয়া হুগলি, ১৭ এপ্রিলঃ ২০১৯ সালের একুশে জানুয়ারি হুগলির বাঁশবেড়িয়ার গেঞ্জেস হাই স্কুলে ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সুব্রত গয়লা। স্কুলে যোগ দিয়েই তিনি মনে মনে শপথ নিয়েছিলেন, উপযুক্ত ছাত্র তৈরির। একদিকে পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে সহায়তা করা অন্যদিকে স্কুল প্রাঙ্গনে সবুজ বাগান তৈরি করেছিলেন বাঁশবেড়িয়ার গেঞ্জেস হাইস্কুলের শিক্ষক সুব্রত গয়লা। ৩ তারিখের পর থেকে স্কুলে যেতে পারেননি সুব্রত। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম রায়ের পর স্কুলে ফিরছেন তিনি। ফের পরিচর্যা শুরু খুদেদের। সঙ্গে স্কুলের বাগানেরও। সেই কর্তব্য পালনের সময়ে স্কুল চলাকালীনই একদিন লক্ষ্য করেন বাচ্চাদের স্কুল প্রাঙ্গনে রোদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করতে। তার পরেই সিদ্ধান্ত নেন, স্কুল প্রাঙ্গনে গাছ লাগানোর। মিড ডে মিলের রন্ধনশালার ঠিক পাশেই লাগিয়েছেন কৃষ্ণচূড়া-সহ একাধিক গাছ। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ফুলের বাগান তৈরি করেছিলেন। চাকরিহারা হওয়ার পর থেকেই স্কুলে যেতে পারেননি। মুষড়ে পড়েছিল পড়ুয়ারা। স্যারের শখের বাগানও পরিচর্যার অভাবে ভোরে উঠেছিল আগাছায়। বৃহস্পতিবারের নির্দেশের পর কিছুটা স্বস্তিতে সুব্রত। তিনি বলেন, 'স্কুলে যাব। কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি। তবে আমাদের যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক সংগঠন কী সিদ্ধান্ত নেন, সে দিকেও তাকিয়ে আছি।' তাঁকে স্কুলে আসতে দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবে শুভম, রিয়া, পূর্বা, সুরাজ, মালা-সহ অন্যান্য পড়ুয়ারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশাল তেওয়ারি বলেন, 'আমার কাছে সব শিক্ষক সব পড়ুয়াযই সমান।

স্কুলে শিক্ষক কম হওয়ায় প্রত্যেক শিক্ষকের উপর চাপ পড়েছে। সুব্রত স্যর স্কুলে বাগান তৈরি করেছিলেন। ছাত্রদেরও খুব ভালোভাবে পড়াতেন। ছুটির দিনেও স্কুলে এসে বাগানের পরিচর্যা করতেন। তিনি চলে যাওয়ার পর এখন আর কেউ পরিচর্যা করে না, কারণ এত বড় স্কুলে শিক্ষক কম। ছাত্রদের পড়াশোনা শেখাতেই সময় চলে যাচ্ছে। আমরাও চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুলে ফিরুক শিক্ষকরা।' বাঁশবেড়িয়ার গেঞ্জেস হাইস্কুলে ৪১ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৫ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। প্রায় ২৩০০ পড়ুয়া রয়েছে এই স্কুলে। যার ফলে সমস্যায় পড়েছে স্কুল।

Name Change

I, Minal Bajaj alias Meenal Bajaj (Old Name) D/o Binay Kumar Bajaj W/o Sanchit Agarwal Residing at BF-91, Saltlake Sector -1, Vtc - Bidhannagar (M), P.o - Bidhannagar CC Block, District- North 24 Parganas, Pin - 700064 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Meenal Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13/2025 Dated 17-04-2025. Minal Bajaj, Meenal Bajaj (Old Name) and Meenal Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Hyder Ali Molla, Haider Ali Molla (পুরাতন নাম) পিতা Late Akkas Ali Molla ঠিকানা Media, Naoda, Madiahat, District - North 24 Parganas, Pin - 743262 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-04-2025 এর Affidavit no 11/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hydar Ali Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hydar Ali Molla (নতুন নাম) ও Hyder Ali Molla, Haider Ali Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Dipak Samanta (পুরাতন নাম) পিতা Late Bankim Behari Samanta ঠিকানা - Vill - Parbatipur, P.o - Balakrouth, P.s - Daspur, District- Paschim Medinipur, Pin- 721641 West Bengal India Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Midnapore, Paschim Medinipur Dated 06-09-2024 এর Affidavit no 15673 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dipak Kumar Samanta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dipak kumar Samanta (নতুন নাম) ও Dipak Samanta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Monira Khatun (Old Name) W/o Sk Mahasin Ali Residing at layek Para, Vtc - Tehatta, P.o - Tehatta, District- Howrah, Pin - 711322 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Monira Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14/2025 Dated 17-04-2025. Monira Khatun (Old Name) and Sekh Monira Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sharmila Roy (Old Name) D/o Tanu Ray Residing at 22/5, P Road, Belgachia, P.o - Netajigarh, P.s - Liluah, District- Howrah, Pin- 711108 West Bengal have Changed my name and shall henceforth be known as Sharmila Ray (New Name) as declared before the Ld.Executive Magistrate (1st Class) at Howrah, vide affidavit no 1618/25 Dated 29-01-2025. Sharmila Roy (Old Name) and Sharmila Ray (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Subhojit Das (Old Name) S/o Debashish Das Residing at 84/A/1G, Chandi Ghosh Road, Regent Park, Regent Park S.o, District- Kolkata, Pin - 700040 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Shubhajit Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 12/2025 Dated 17-04-2025. Subhojit Das (Old Name) and Shubhajit Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Chandana Das D/o Netai Pada Mitra Residing at Gurucharan Ghosh Street, Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700148 West Bengal India shall henceforth be known as Chandana Das Mitra.I declare that Chandana Das and Chandana Das Mitra is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-04-2025.

ভুয়ো পাসপোর্ট মামলার তদন্তে চাকদায় ইডির তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ এপ্রিল ঃ ভুয়ো পাসপোর্ট মামলার তদন্তে এ বার আজাদের সহযোগীর বাড়িতেও হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার সাতসকালে চাকদায় এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি করেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, ধৃত আজাদকে জেরায় ওই ব্যক্তি্র নাম উঠে এসেছে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তিকে দিয়েই ভুয়ো পরিচয়পত্র বানানোর কারবার চালাতেন আজাদ। গত মঙ্গলবার রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বিরাটি থেকে আজাদ মল্লিক নামে এক জনকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। ইডি সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল, বাংলাদেশি নাগরিক আজাদ কাঁচরাপাড়ার একটি ক্যাফে থেকে ১২-১৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ভুয়ো পাসপোর্ট বানানোর কাজ করতেন। কখনও কখনও ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকাও দাবি করা হত। পাসপোর্টের পাশাপাশি অন্যান্য নথি ও পরিচয়পত্র বানানোর কাজও করতেন তিনি। তাঁর মোবাইলেও এ সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি ইডির। আজাদের দু'টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

লোকালয়ে হাতির তাণ্ডবে ভাঙল ১০টি ঘর, আহত ২ শিশু সহ ৪

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল ঃ জঙ্গল থেকে লোকালয়ে এসে ব্যাপক তান্ডব চালাল হাতি।

হাতির হামলায় দেওয়াল চাপা পড়ে আহত একই পরিবারের দুজন শিশু সহ চারজন। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১০টির কাছাকাছি ঘরও। কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া ১২ নম্বর লাইনের ঘটনা। বুধবার গভীর রাতে জঙ্গল থেকে শ্রমিক মহল্লায় প্রবেশ করে একটি হাতি। হাতির শুঁড়ের ধাক্কায় দেওয়াল ভাঙে রাজু লোহার নামে এক শ্রমিকের ঘরের। স্থানীয় সূত্রে খবর, সে সময় রাজু তার স্ত্রী ও তার দুই শিশু সেই ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলেন। এ বিষয়ে রাজু লোহার বলেন, সেই দেওয়ালের পাশেই ঘুমিয়ে ছিলাম আমরা। দেওয়াল ভেঙে আমাদের ওপর পড়ে। আমার পাঁচ বছরের ছেলে ও দশ বছরের মেয়ে চাপা পা। যায় তাতে। অনেক কষ্টে তাদের সেখান থেকে বের করে পালিয়ে আসি ঘর থেকে। এরপরই তাদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায় বনকর্মীরা। পাশাপাশি, হাতিটিকে জঙ্গলমুখ করেন তারা। তবে ততক্ষণে হাতিটি ব্যাপক তান্ডব চালিয়েছে। হাতির হামলায় ভেঙে গেছে বাগানের শ্রমিক হীরা ওঁরাওয়ের বাঁশের খুঁটি, বেতের দেওয়াল ও ত্রিপলের ছাদের ঘরও। এরূপ অবস্থায় বর্তমানে মাথা গোজার ঠাঁইটুকু নেই তার। এদিন খবর পেয়ে এলাকায় আসেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বন দফতরের সঙ্গে কথা বলে আহতদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেন এবং আহত চারজনকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছি।

জঙ্গলে উদ্ধার আইইডি, নিষ্ক্রিয় করল নিরাপত্তা বাহিনী

ছত্তিশগড়, ১৭ এপ্রিল ঃ ছত্তিশগড়ে কুকারের মধ্যে থাকা ৫ কেজি ওজনের আইইডি উদ্ধার। নারায়ণপুর জেলার কোহকমেটা থানার গট্টাকাল জঙ্গলে বুধবার সন্ধ্যারাতে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে। নকশালদের পেতে রাখা এই বিস্ফোরকটি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনাস্থলেই আইইডি-টিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ২০২৫ সালে এখনও পর্যন্ত নারায়ণপুর জেলায় ১৬টির বেশি আইইডি উদ্ধার করা হয়েছে।

শ্রদ্ধা নাকি কুসংস্কার? আজও মাটিতে শোওয়ার ইতিহাস বয়ে বেড়ায় পীরপাল!

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৭ এপ্রিল ঃ কুসংস্কার নাকি শ্রদ্ধা ? তারই জেরে গোটা গ্রাম এখনও খাট ব্যবহার করেন না। শুয়ে থাকেন মাটিতে। কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে হোক বা শ্রদ্ধায়, এখনও পর্যন্ত কাঠের তৈরি চৌকি বা খাটে কেউই ঘুমোন না। দক্ষিন দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের বেলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পীরপাল গ্রামে এটাই দস্তুর। দেশ এগিয়ে চলেছে। কত রকমারি খাট ব্যবহার করেন দেশের মানুষ। কিন্তু পীরপালের মানুষ তা থেকে অনেক দূরে। যদি কারও খাটে শোবার ইচ্ছে হয়, তাহলে মাটির তৈরি খাট বানিয়ে নেন। নতুবা মাটিতেই ঘুমোন সকলে। কেন? তার পিছনে রয়েছে এক ইতিহাস। স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে মুখে ফেরে তা। জনশ্রুতি অনুযায়ী, ১৭০৭ সালে পীরপালের মাটিতে ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির দেহ নাকি সমাধিস্থ করা হয়। এরপর তিনি দেবতা বা পীর রুপে আবির্ভূত হন। এমনটাই বিশ্বাস গ্রামবাসীদের। বীর যোদ্ধা মাটিতে শায়িত অথচ গ্রামবাসী খাটে শোবেন? তা কী হতে পারে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, গ্রামবাসীরা খাটে বা চৌকিতে ঘুমোলে তাদের কাছে নাকি স্বপ্নাদেশ আসে। এমনকী, মেরে

ফেলারও ভয় দেখানো হয়। আর সেই ভয়েই পীরপালের মানুষ চৌকি বা খাটে শোন না। গ্রামের আনাচে কানাচে এও শোনা যায়, যাঁরা জনশ্রুতি অমান্য করে খাট ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ নাকি অসুস্থ হয়েও পড়েন। স্বাভাবিকভাবেই ভয় আরও চেপে বসে মনে। গ্রামবাসীরা জানালেন, এসব দেখে কে ঝুঁকি নেবে বলুন। পরিবারের সকলে অসুস্থ হয়ে পড়লে দু'একদিনের শোওয়ার সুখ নিয়ে কী লাভ ? তবে ইতিহাসবিদরা অবশ্য বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছেন। ইতিহাসবিদদের মতে, স্বপ্নাদেশ বা ভীতি নয়। বখতিয়ার খলজি ছিলেন বীর। সেই বীরকে শ্রদ্ধা জানাতেই গ্রামবাসীরা মাটিতে শোন। কারণ, মাটিতেই যে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সেই বীরকে। জেলার ইতিহাসবিদরা জানাচ্ছেন, ১৭০৭ সালে সুলতানি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বখতিয়ার খলজি পাল বংশের লক্ষন সেনকে পরাজিত করে সংগ্রামপুর, দেবীকোট সহ গোটা গৌড় দখল করে নেন। লক্ষন সেন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে তৎকালীন বঙ্গে পালিয়ে যান এবং তার সৈন্যরা পরাজিত হয়ে নদীয়া শহর পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে, তিব্বত ও কামরূপ অভিযান বিফল হয়। সৈন্যবাহিনীও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বখতিয়ার খলজি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর তাঁকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়নি। শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় অল্প কিছুদিনের মধ্যে। বাংলার ১২০৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়।

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পিছনে তার প্রধান সেনাপতির হাত ছিল বলেও অনেকে মনে করেন। বখতিয়ারের মৃত্যুর পর পীরপালে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। যেহেতু তিনি বীরযোদ্ধা ছিলেন তাই তিনি পীর রুপে আবির্ভূত হন বলে গ্রামবাসীরা মনে করেন। তারপর থেকে এলাকার, বিশেষ করে বয়স্করা, চৌকি অথবা খাটে ঘুমোন না। যদিও এই জনশ্রুতি মানতে নারাজ জেলার ইতিহাসবিদ সুমিত ঘোষ। তাঁর যুক্তি, বখতিয়ার খলজি বীরযোদ্ধা ছিলেন। তাঁকে সম্মান জানাতেই পীরপালের মানুষ মাটিতে ঘুমোন। তবে এটাও ঠিক, এলাকার মানুষের মধ্যে কিছু কুসংস্কার রয়েছে। পীরপালের বয়স্ক ব্যক্তি রাজেন রায়, চন্দন রায় জানান, কয়েকশো বছর আগে থেকে এই গ্রামের মানুষ মাটিতে ঘুমোয়। স্বপ্নাদেশের ভয়েই চৌকি বা খাটে কেউ ঘুমোন না। কেউ আবার জোর করে খাট ব্যবহার করলে পরিবারের সকল সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ে। শ্রদ্ধাই হোক বা স্বপ্নাদেশের ভয়, ইতিহাসের বীর যোদ্ধাকে যে এখনও মনে রেখেছেন গ্রামের মানুষ, তার প্রমাণ কিন্তু মাটিতে শোওয়ার চল।

বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিকাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে বিজেপি ঃ তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইনের জেরে রাজ্য ছড়িয়ে পড়া অশান্তির রুখতে ইতিমধ্যে বৈঠকের মাধ্যেমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সেই পরিপেক্ষিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। আমাদের এই ভাবনাটিকে বিজেপি ধ্বংস করে দিতে চাইছে। তারা ধর্মীয় বিভাজনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যে উসকানিমূলক ভাষণ দিয়ে সম্প্রদায়কে বিভক্ত করতে ও হিংসা কে উসকে দিতে চেষ্টা করছে। তারা বাংলার বাইরে থেকে সমাজবিরোধী উপাদান এনে রাজ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এমনকি তাদের পুরো দলীয় মন্ত্রকে মিথ্যা তথ্য এবং

প্রচারণা ছড়ানোর জন্যও বাবহার করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল থেকে বাংলার সাথে সম্পর্কহীন ছবি ভুলভাবে প্রচার করছে। বিজেপির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বাংলায় সাম্প্রদায়িক ঘৃণার আগুন জ্বালানো। রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী আরো বলেন, মুর্শিদাবাদের অশান্তি রুখতে ইতিমধ্যে ২০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যারা হিংসা সৃষ্টি করেছে, তাদের কাউকেই ছা। দেওয়া হবে না। মুর্শিদাবাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ সর্বক্ষণ স্বচেষ্ট রয়েছে। বিজেপি বাংলার সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলার ষ।যন্ত্র করছে, তখন আমাদের একত্রিত থাকতে হবে। ওদের উসকানিতে পা দেবেন না বলে জেলাবাসীর কাছে আবেদন জানান তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, শম্পা ধারা, অলোক কুমার মাঝি, নিশিথ মালিক, নবীন চন্দ্র বাগ, নেপাল ঘোড়ুই, তপন চ্যাটার্জী, অভেদানন্দ থান্ডার, সহ জেলার অন্যান্য বিধায়কগন সহ তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা।

আগে মানুষ হন, পরে হিন্দু - মুসলিম ঃ অনুব্রত

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৭ এপ্রিল ঃ আগে মানুষ হন, পরে হিন্দু-মুসলিম - তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বৈঠকের শেষে বললেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। এদিন অনুব্রত বলেন, ১৯ তারিখ ডাকবাংলো মাঠে ওয়াকফের বৈঠক আছে। বোলপুরে কোনো ব্যবসায়ীর আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। দোকানপাট খোলা থাকবে। আমি মিটিংয়ে থাকবো। ডাকবাংলো মাঠের পাশে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। কোনো অসুবিধা নেই। খুব শান্তিপূর্ণ বৈঠক হবে। তারপর অনুব্রত বলেন, আমার রক্ত এবং একজন মুসলমানের রক্ত নিয়ে কোন ডাক্তার বলে দিক, এটা হিন্দুর, কিংবা এটা মুসলমানের। আমি দল ছেড়ে দেব। এদিন কর্মীদের নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বৈঠক শেষ হয়। এই ব্যাপারে আই প্যাক সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান অনুব্রত। পাশাপাশি, বীরভূমের ছেলে ডিফেন্স একাডেমি পরীক্ষায় সফলতা পাওয়ায় তাকে ধন্যবাদ জানান অনুব্রত। এদিনের বৈঠকে সুদীপ্ত ঘোষ ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

জেলার আনাচে-কানাচে সঠিক পরিকাঠামো ছাড়াই গজিয়ে উঠছে নেশা মুক্তি কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৭ এপ্রিল ঃ জেলার আনাচে-কানাচে সঠিক পরিকাঠামো ছাড়াই গজিয়ে উঠছে নেশা মুক্তি কেন্দ্রগুলি। আর এই সমস্ত নেশা মুক্তি কেন্দ্রগুলির সরকারি অনুমোদন নেই, কোথাও বা শুধুমাত্র বোর্ড লাগিয়েই চলছে রমরমা কারবার। অভিযোগ উঠছে সঠিক পরিকাঠামো না থাকার পাশাপাশি নেশার কবল থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকেই। বাড়ছে আতঙ্ক। জানা যায়, একটি বড় হল ঘরের মেঝেতে এক ঢালাও বিছানা করে একসঙ্গে ৩০-৩৫ জন রোগীকে রাখা হয়। রোগী পিছু চিকিৎসা, থাকা ও খাওয়া মিলিয়ে সাত থেকে দশ হাজার টাকা নেওয়া হয় চিকিৎসা খরচ। সপ্তাহে চিকিৎসক আসেন মাত্র একদিন। কাউন্সেলিংয়ের জন্য কাউন্সিলর সপ্তাহে একদিন। বাকি সময় হোমের বাউন্সারদের দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা হয় এই সমস্ত রোগীদের। জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকে সবথেকে বেশি নেশা মুক্তি কেন্দ্রগুলি রয়েছে। পাশাপাশি বংশীহারী, কুশমন্ডি, তপন, বালুরঘাট, পতিরাম থানা এলাকাগুলিতে একাধিক নেশা মুক্তি কেন্দ্র রমরমিয়ে চলছে। এদের অধিকাংশটিতেই কোনরকম পরিকাঠামো নেই বলে অভিযোগ। সমস্ত নেশা মুক্তি কেন্দ্রেই যে একই ঘটনা ঘটছে তা নয়, সেখানে অত্যাচার হয় এমনটাও নয়, অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন, কিন্তু যে পরিকাঠামো থাকা প্রয়োজন সেই পরিকাঠামো অনেক জায়গাতেই নেই। সম্প্রতি নেশা মুক্তি কেন্দ্রে আবারও এক আবাসিককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ পতিরামের একটি রিহ্যাব সেন্টারের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকাতে। যখনই প্রাণহানির মত নির্মম ঘটনা ঘটে তখন স্থানীয় প্রশাসনের টনক নড়ে দ্রুত সেই সমস্ত নেশা মুক্তি কেন্দ্র বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু বাকি যে সমস্ত নেশা মুক্তি কেন্দ্র জেলায় চলছে তার সংখ্যাও ২০-র নীচে নয়। অবশ্য এর কোন সরকারি ডেটা স্বাস্থ্য দফতর বা জেলা প্রশাসনের কাছে নেই বলে সূত্রের খবর।

বাইসনের আক্রমণে আহত ২, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল ঃ হাতির পর বাইসন প্রবেশ করল ফালাকাটা শহরে। সকাল থেকে দুটি বাইসনকে দৌড়ে বেড়াতে দেখা যায় ফালাকাটা শহর দিয়ে। দুজন আহত হয়েছেন বাইসনের আক্রমণে। এদিন সকালে ফালাকাটা শহরের এক নম্বর এবং দুই নম্বর ওয়ার্ডের চুয়াখোলা এলাকায় ঢুকে পড়ে দুটি বাইসন। জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে ঢুকেছে বাইসন দুটি বলে মনে করছেন বাসিন্দারা। রীতিমত তাণ্ডব চালায় এলাকায়। এদিন সকালে জমিতে কাজ করছিলেন বিশ্বজিত বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি। তাকে পেছন থেকে এসে গুঁতো দেয় একটি বাইসন। তার গুঁতোয় গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি। এছাড়াও ওই এলাকার আরও একজনকে আক্রমণ করে বাইসনগুলি। এদিকে তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিশ্বজিত বিশ্বাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয় বলে খবর। এই ঘটনায় রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন বনকর্মীরা। কিন্তু বেলা গড়িয়ে গেলেও বাইসন দুটি উদ্ধার হয়নি।

বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে এবার ইজরায়েলের নাম বাদ

ঢাকা, ১৭ এপ্রিল ঃ ২০২১ সালে বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে 'ইজরায়েল বাদে সব দেশে বৈধ' বাক্যটি বাদ দেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। ওই সময় বাক্যটি বাদ দেওয়ায় বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ার আশা দেখেছিল ইজরায়েল। যদিও বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, কেউ বাংলাদেশ থেকে ইজরায়েলে ভ্রমণ করতে পারবে না। যদি কেউ করে, তাহলে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, পাসপোর্ট হল শুধুমাত্র একটি পরিচয়পত্র। এটি কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রতিফলন নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি একই আছে যেমনটা শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে ছিল। আমরা ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেই না। বাংলাদেশের ওই নীতি সত্ত্বেও ইজরায়েল আশা ধরে রেখেছিল, একটা সময় হয়ত বাংলাদেশ ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়বে। তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার আবারও বাংলাদেশের পাসপোর্টে ওই বাক্য ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশিদের ইসরায়েলে ভ্রমণ আবারও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং ইসরায়েলি রাষ্ট্রকে বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধিতা এখনো যে করে সেটি প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের পাসপোর্টের পরিবর্তন নিয়ে সম্প্রতি ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত গিলাড কোহেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চলের সাবেক উপ-মহাপরিচালক, যিনি বর্তমানে জাপানের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি বলেন বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে এই বাক্য বাদ দেওয়ার বিষয়টি ছিল 'স্বাগত পদক্ষেপ'। এবং বাংলাদেশকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলাম- তবে এ প্রস্তাব বাংলাদেশ গ্রহণ করেনি। গিলাড কোহেন পাসপোর্ট থেকে ওই বাক্য বাদ দেওয়ার পর বেশ খুশি হয়েছিলেন। তিনি টুইটে লিখেছিলেন, অসাধারণ সংবাদ। বাংলাদেশ ইসরায়েলে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। এটি একটি স্বাগত পদক্ষেপ এবং আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করুন। যেন আমাদের উভয়ের জনগণ সুবিধা পায় এবং উন্নতি করে।

প্রতিবন্ধী বোনকে খুনের অভিযোগে দাদার আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ এপ্রিল ঃ আবার একবার নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব, কর্তব্যের এক দৃষ্টান্ত মূলক চিত্র দেখলো সকলে। মাত্র নয়(৯) মাসেই জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে প্রতিবন্ধী বোনকে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত দাদাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলো রানাঘাট ফাস্টট্রাক আদালত। রানাঘাট পুলিশ জেলার ডিএসপি বর্ডার সোমনাথ ঝাঁ, জানান গত ৪ জুলাই, ২০২৪ - এ নদীয়ার ধানতলা থানার দত্তপুলিয়া এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে মাথায় লোহার রড দিয়ে মেরে প্রতিবন্ধী বোনকে খুন করার অভিযোগ ওঠে তারই দাদা আসাদুল মন্ডলের বিরুদ্ধে । অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত দাদাকে গ্রেফতার করে ধানতলা পুলিশ। পাশাপাশি মাত্র দু মাস কুড়ি দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে চার্চশিট দাখিল করে তদন্তে থাকা পুলিশ অফিসার। এরপর রানাঘাট আদালতের সরকারি আইনজীবী অপূর্ব ভদ্র,ও কেসের তদন্তে থাকা সাব ইন্সপেক্টর মহম্মদ সামিনুর হাসান যথেষ্ট দক্ষতার মাধ্যমে কেসের পুরো ট্রায়াল মনিটারিং হয়, ও সেই মামলার শুনানি পর্বে ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষদানের ভিত্তিতে বুধবার অভিযুক্ত আসাদুল মন্ডলকে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে রানাঘাট ফাস্ট ট্রাক আদালত। আর বৃহস্পতিবার আনুমানিক বেলা ১২ ২০ নাগাদ আসাদুল মন্ডল কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা শোনান রানাঘাট ফাস্ট ট্রাক আদালতের বিচারক সৌমেন গুপ্তা। পাশাপাশি তিনি আরও জানান রানাঘাট পুলিশ জেলার বর্তমন এস পি সানিরাজ স্যার এর নেতৃত্বে আমরা যেকোন অপরাধী দের সাবধান করে দিতে চাই, যে রানাঘাট পুলিশ জেলা আসামি গ্রেপ্তারের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ নই, আসামীকে যথাযথ আইনি ব্যাবস্থার মাধ্যমে যথাযথ ও দৃষ্টিন্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থাও আমরা করি, যাতে সমাজে আগামী দিনে কেউ অপরাধ করতে গেলে অন্তত একবার হলেও চিন্তা করে। সরকার পক্ষের আইনজীবী জানান আমরা আদালতের কাছে যে রায় টা চেয়েছিলাম আদালত সেই রায় টাই দিয়েছে এতে আমরা অত্যন্ত খুশি।

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৪০/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১১-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, **টেন্ডার নং.: ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৪০-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ** নামবাড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়িতে (ফেজ-১) -এর এখতিয়ারে ভূমি উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪৩,২০,০০৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৮৬,৪০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এসআর.ডিইই/এলএমজি/০৩ অফ ২০২৫-২৬ তারিখঃ ১১-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৫-২৬/০১। কাজের নামঃ** পার্ট এঃ আমিনগাওঁ এঃ স্বাস্থ্য গোটের উন্নতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। পার্ট বিঃ নিউ গুয়াহাটিতেঃ কার্যালয় পরিসরের বাউণ্ড্যারি ওয়ালের মেরামত এবং নির্মাণ সহিত এসএসই/পি-ওয়ে/নিউ গুয়াহাটির জন্যে (০৩) তিনটি গো ডাউনের নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। পার্ট সিঃ গুয়াহাটিতেঃ এসএসই/পিওয়ে/গো ডাউন, ষ্টকিং শ্বেড, সমীপবর্তী পথের উন্নতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। পার্ট ডিঃ পাণ্ডুতেঃ এসএসই/ডব্লিউ/ইষ্ট/পাণ্ডু অধিক্ষেত্রের অধীনের একাউন্টস কলোনির কোয়ার্টার নং. ৪৯ এবি, ৫০এবি, ৫১ এবি, ৫৩ এবি, ৫৫ এবি, ৫৬ এবি, ৫৭ এবি, ৫৮ এবি, ৫৯ এবি (১৮ ইউনিট) কোয়ার্টার বহন করা ডিএস টাইপ-II কোয়ার্টারের দ্বারা বাঁশের ফেটে যাওয়া বিদ্যমান ওয়ালিং টাইপ-II কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। পার্ট ইঃ পাণ্ডুতেঃ এসএসই/ডব্লিউ/ইষ্ট/পাণ্ডু অধিক্ষেত্রের অধীনের একাউন্টস কলোনির কোয়ার্টার নং. ৩৪ এবি, ৩৬এবি, ৩৮ এবি, ৪০ এবি, ৪২ এবি, ৪৪ এবি, ৪৬ এবি, ৪৭ এবি, ৪৮ এবি (১৮ ইউনিট) কোয়ার্টার বহন করে পাকা ডিএস টাইপ-II কোয়ার্টারের দ্বারা বাঁশের ফেটে যাওয়া বিদ্যমান ওয়ালিং টাইপ-II কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,২২,৩২,৬৭৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১১,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জিএণ্ডসিএইচজি/লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬১৩৩৫৭৭, তারিখ ১১.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি, পূর্ব রেলওয়ে, বজবজ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **বিড বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০২.০৫.২০২৫, দুপুর ২টা। **বিড খোলার তারিখ/সময় ঃ** ০২.০৫.২০২৫, দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিড অফারের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ১২০ দিন। **মন্ত্রক/রাজ্যের নাম ঃ** রেলওয়ে মন্ত্রক। **বিভাগের নাম ঃ** ভারতীয় রেলওয়ে। **সংস্থার নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ে। **কার্যালয়ের নাম ঃ** ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া। **ক্রেতার ইমেল ঃ** kumar.ashwani78@gov.in। **আইটেম ক্যাটিগরি ঃ** পণ্য পরিবহন পরিষেবা - প্রতি এমটি প্রতি কিমি ভিত্তিক পরিষেবা - ৪০০টি ফ্রেম প্রতি এমটি প্রতি কিমি ভিত্তিক হেভি কনসাইনমেন্ট পরিষেবায় ২৫টি ট্রিপে বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি বজবজ থেকে এমসিএফ রায়বেরিলি পর্যন্ত রেলওয়ে উপকরণের পরিবহন; ফ্ল্যাটবেড ট্রাক.. **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য) ঃ** ১৬ লাখ টাকা। **একই/অনুরূপ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছর ঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের জন্য এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের জন্য স্টার্টআপ ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার থেকে প্রাপ্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঃ** অভিজ্ঞতার শর্তাবলী, বিডারের টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধ মতো)। *যদি কোনও বিডার অভিজ্ঞতার/টার্ন ওভারের শর্তে ছাড় চান, সেক্ষেত্রে ক্রেতার দ্বারা মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্য ছাড়ে তাঁর যোগ্যতার প্রমাণে সমর্থিত নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডারদের বিডার দ্বারা আপলোড করা নথি দেখাতে চান?/ ঃ** হ্যাঁ। **বিড টু আরএ এনেবলড ঃ** নেই। **বিডের ধরন ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট বিড। **কারিগরী মূল্যায়নের সময়ে প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার জন্য অনুমোদিত সময়সীমা ঃ** ২ দিন। **অনুমিত বিড মূল্য ঃ** ৩১,০৫,৮৯০ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** মোট মূল্যভিত্তিক মূল্যায়ন। **প্রাইস ব্রেকআপ দর্শানো আর্থিক নথি প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **সালিশ ধারা ঃ** নেই। **মধ্যস্থতা ধারা ঃ** নেই। • **বিশদ ইএমডি ঃ উপদেষ্টা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি মূল্য ঃ** ৬২,১২০ টাকা। • **বিশদ ইপিবিজি ঃ উপদেষ্টা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **শতকরা ইপিবিজি (%) ঃ** ৫.০০। **প্রয়োজনীয় ইপিবিজি-র সময়কাল (মাস) ঃ** ২৬। (MISC-19/2025-26)

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:

Name of Work:

1. **"Temporary IT infrastructural work at Medinipur Circuit House (place of stay) in connection with ensuing visit of VVIP's in April 2025"**
2. **Temporary IT infrastructural work at Helipad, Medinipur in connection with ensuing visit of VVIP's in April 2025**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: **WBPWD/EE/BIT/NIQ-01 of 2025- 26.** Last date of submission of Quotation: **19.04.2025 up to 10.00AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104

E-Tender No: WBPUR/HURA/PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(15 th FC)/NIT(e)-1/2025-26 E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3(Three) Nos. different works. Last date of Submission of Bid(Online) **26/04/2025 at 3.00 PM.** Bid Opening Date(online) **28/04/2025 at 3.30 PM.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৫.০৪.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহে ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/১/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/শিয়ালদহের অধীনে অফিসার্স কলোনির মেরামতি ও সংস্কার এবং মেঝের ও ওয়াল টাইলস, স্যানিটারি প্লাম্বিং পরিবর্তন সমেত মডিউলার কিচেনের ব্যবস্থা ও পিছনের সিঁড়ির মজবুতিকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৪,৭৩,৫৪৫.৪০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,৬৯,৫০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৪-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহে ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/১/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/শিয়ালদহের অধীনে কন্ট্রোল বিল্ডিংয়ের পুনর্গঠন ও সংস্কার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৪,৯৯,৪৯২.৩৩ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,৭০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরৎযোগ্য) ঃ** উভয়ের জন্য শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** উভয়ের জন্য ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ০৯.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ০৯.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। (SDAH-18/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Balarampur Development Block
P.O. Rangadih, Dist. Purola, Pin-723143 (W.B.)
E-mail-bdo.balarampumew@gmail.com
Web:www.balarampurblock.in
NOTICE INVITING 01 NO E-TENDER NO WB/BDO/BLRNIeT-01/2025-26, Dated-17.04.2025

E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 01 nos. Construction work under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents **18.04.2025 from 10:00 A.M up to 01.05.2025 to 6:00PM.** End date of submission of bid document upto **01.05.2025 to 6.00 PM.** and the time & date of opening of Technical bid on **05.05.2025 at 11 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Balarampur Development Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-01/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 06(Six) nos. works/Schemes under MDW Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in. Reference Tender ID: 2025_DM_836611_1 to 2025_DM_836611_6.** Document download/sell starting from **17.04.2025 up to 30.04.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **17.04.2025 up to 30.04.2025 at 16:00 PM.** And Opening on **02.05.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :

1. NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/41/2024-25/04
Name of work : **Repairing of main L.T distribution panel along with improvement of illumination level at Chlorine Mainfold Station under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount : **Rs. 2,43,324.00.** Earnest Money: **Rs. 4,870.00.** Period of Completion: **12 Days.**

2. NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/51/2024-25/06
Name of work : **Replacement of broken door and windows glass panels and supporting frame structure by new one at Northern side of filter house against filter bed no.-10 and 12 with allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount : **Rs. 2,66,658.00.** Earnest Money: **Rs. 5,335.00.** Period of Completion: **15 Days.**

3. NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/42/2024-25/05
Name of work : **Development of floor and wall at Western Part of Chemical Godown with other allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount : **Rs. 2,32,892.00.** Earnest Money: **Rs. 4,660.00.** Period of Completion: **28 Days.**

4. NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/39/2024-25/03
Name of work : **Improvement of desludging system by replacing different valves and accessories against clarifloccculator no-1 and 3 with other allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount : **Rs. 2,24,683.00.** Earnest Money: **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **18 Days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **05.05.2025 (up to 2 p.m.) / 07.05.2025 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details will be available shortly from the website **wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (W/S), S.S. Unit, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/01/25-26/03 (1st call)
Name of work : **Replacement of old and damaged C.I Pipe by laying of 100MM Dia D.I. Pipe at (I) Majlish Ara Road from H/No. 93/16 to H/No. 5/4 (II) H/No. 93/31 to 93/A/3A (III) R.R.M Roy Road from H/No. 595 to H/No. 113B in Wd. 121 Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST, CESS) : **Rs. 2,63,207.57.** Earnest Money: **Rs. 5,300.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date of submission of bid: **05.05.2025 (up to 2 p.m.).** Tender will be opened on: **07.05.2025 (at 2 p.m.).**

2. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/01/25-26/02 (1st call)
Name of work : **Restoration of 400 MM reserve main and service mains at different locations in Biren Roy Road (W) in Ward-127, Br-XIV.** Estimated Amount (Including GST, CESS) : **Rs. 2,04,924.73.** Earnest Money: **Rs. 4,100.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date of submission of bid: **05.05.2025 (up to 4 p.m.).** Tender will be opened on: **07.05.2025 (at 4 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **23.04.2025 at 2 p.m.** (for sl. no. 1) and **23.04.2025 at 4 p.m.** (for sl. no. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

75/25-26

রোহিত-সূর্যদের জন্য নয়া ফতোয়া এমসিএ-র

মুম্বই, ১৭ এপ্রিলঃ ভারতের সুপারস্টার বলে আর কোনও ছাড় পাওয়ার জায়গা নেই। বরং নিয়ম সকলের জন্য এক, এই পন্থায় হাঁটার কথা ভেবেছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এমসিএর পক্ষ থেকে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য নয়া ফতোয়া জারি করা হয়েছে। এ বার থেকে যে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়ে খেলেন, তাঁদের টি-২০ মুম্বই লিগে খেলতেই হবে। এ নিয়ম বাধ্যতামূলক করেছে এমসিএ। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ছাড় নেই রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়ারদের। টি-২০ মুম্বই লিগের মুখ হিসেবে ভারতের টেস্ট ও ওডিআই টিমের অধিনায়ক রোহিত শর্মার কথা ভেবেছে এমসিএ। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, অজিঙ্ক রাহানে, সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়ার, শিবম দুবে, পৃথ্বী শ, শার্দূল ঠাকুরদের এমসিএর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তাঁরা যদি ইংল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে জায়গা না করে নিতে পারেন, তা হলে তাঁদের মুম্বই টি-২০ লিগে খেলতে হবে। এমসিএ-র এক কর্তা বলেন, 'মুম্বইয়ের সব ভারতীয় ক্রিকেটারদের জানানো হয়েছে যে, আইপিএলের পর শুরু হতে চলা টি-২০ মুম্বই লিগে খেলতে হবে। এটি বাধ্যতামূলক। যাঁরা জাতীয় দলে ডাক পাবেন এবং যাঁদের চোট আঘাতের সমস্যা থাকবে, তাঁরা ছাড়া বাকিরা এই লিগে খেলবেন।'' যে ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ের টি-২০ লিগে খেলবেন, তাঁদের নিলাম থেকে পাওয়া টাকা ছাড়া এমসিএ ১৫ লক্ষ টাকা দেবে। এক সূত্র বলেছে, ''অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ভারতীয় প্লেয়ারদের প্রত্যেককে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়া নিলাম থেকে পাওয়া টাকা থাকছে। আমরা বেস প্রাইস ও অন্য জিনিস নিয়ে আলোচনা করছি।''

গম্ভীরের কোচিং টিমে ছাঁটাই, সিবিআই নিল কঠোর সিদ্ধান্ত

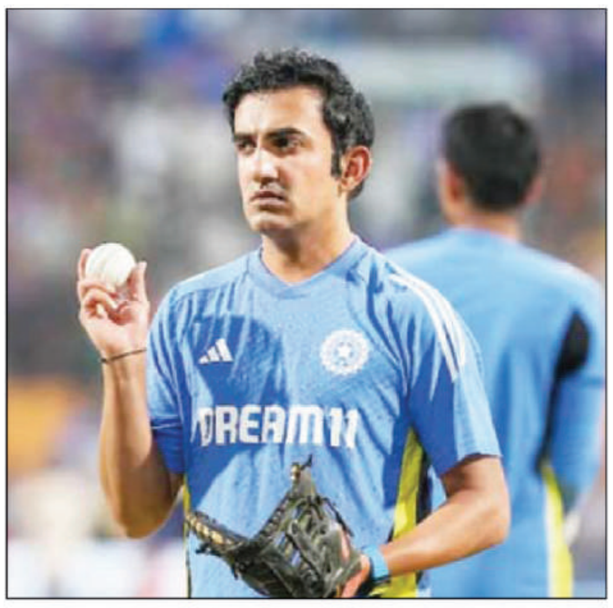

মুম্বই, ১৭ এপ্রিলঃ অস্ট্রেলিয়ায় ২০২৪-২৫ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভারতের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দলের সাপোর্ট স্টাফের বেশ কয়েকজন সদস্যকে অপসারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার, ফিল্ডিং কোচ টি. দিলীপ এবং স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই। এছাড়াও, দলের একজন ম্যাসাজারকেও বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বড় ধরনের পরিবর্তন ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাঠামো এবং মনোবল পুনর্গঠনের লক্ষ্যে করা হয়েছে। মাত্র আট মাস আগে নিযুক্ত হওয়া অভিষেক নায়ারকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। নায়ার ছাড়াও, ফিল্ডিং কোচ টি. দিলীপ এবং সোহম দেশাইয়ের উপরও কোপ পড়েছে। রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গৌতম গম্ভীর ভারতের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত হন। গম্ভীর তার সঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফের বড় অংশকে নিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন নায়ার, রায়ান টেন ডোশটে এবং মর্ন মরকেল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে এবং অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভারতের ব্যাটিং ব্যর্থতার পর বিসিসিআই এনসিএ এবং ভারত 'এ' দলের কোচ সিতাংশু কোটককে হোয়াইট-বল ফরম্যাটের জন্য ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ করে। প্রাথমিক বিপর্যয় সত্ত্বেও, গম্ভীর এবং তার কোচিং টিম দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এবং ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা জিতিয়ে দেয়। এই বিজয়ী অভিযানে নায়ার, টেন ডোশটে, মরকেল, দিলীপ এবং কোটক সাপোর্ট স্টাফের মূল সদস্য ছিলেন। নায়ারের ভারতীয় দলের সঙ্গে যাত্রা শেষ হলেও, বাকি সদস্যরা এখনও দায়িত্ব পালন করছেন এবং তাদের প্রাক্তন সহকর্মীদের শূন্যস্থান পূরণ করছেন। টি. দিলীপের পরিবর্তে ফিল্ডিংয়ের দায়িত্ব নেবেন সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোশটে, কারণ নায়ার এবং প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচের জন্য এখনও কোনো সরাসরি প্রতিস্থাপন ঘোষণা করা হয়নি। নতুন সাপোর্ট স্টাফরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজের আগে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, যা শুরু হবে ২০ জুন। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির পরাজয়ের পর চাপ বাড়ছে। বিসিসিআই স্পষ্টতই আরেকটি উচ্চ-প্রোফাইল রেড-বল সিরিজের আগে দলের কাঠামো এবং মনোবল পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

ফুটবলার ছাঁটাইয়ের পরই ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলে!

চোটের কবলে বিদেশি ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ ২০ এপ্রিল সুপার কাপ ২০২৫ অভিযান শুরু করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। সুপার কাপ প্রস্তুতির মাঝ পথেই ব। অঘটন ঘটে গিয়েছে লাল-হলুদ শিবিরে। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ক্লাব। অন্যদিকে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপো অসময়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন। এই দুটি ঘটনা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সুপার কাপ অভিযানের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লেইটন সিলভার বিদায়ের ফলে ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি খেলোয়াড়ের সংখ্যা এখন মাত্র পাঁচজনে নেমে এসেছে। এই তারকা স্ট্রাইকারের প্রস্থান দলের আক্রমণভাগে বড় শূন্যতা তৈরি করেছে। এরই মধ্যে আরেকটি দুঃসংবাদ এসেছে সাউল ক্রেসপোর চোটের খবরে। বুধবার নিজের

বাসস্থানে সিঁড়িতে পিছলে পড়ে তিনি হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান। এর ফলে তিনি বুধবারের প্রশিক্ষণ সেশনে অংশ নিতে পারেননি। বৃহস্পতিবার তাঁর এমআরআই স্ক্যান করা হবে এবং চোটের মাত্রা জানতে মেডিকেল রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে ক্লাব। সাউল দলের মাঝমাঠের মূল স্তম্ভ, এবং তাঁর অনুপস্থিতি দলের কৌশলগত ভারসাম্যে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এই দুই ঘটনার পাশাপাশি আরও একটি উদ্বেগজনক খবর হলো, ক্লাব স্প্যানিশ ফিজিও সেনেন ফার্নান্দেজ আলভারেজের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা মরসুমে খেলোযাড়দের বারবার চোটের সমস্যাই এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনাগুলো ইস্টবেঙ্গলের টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য বড় প্রশ্ন তুলেছে, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন তারা সুপার কাপে তাদের শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে মাঠে নামতে চলেছে। ইস্টবেঙ্গল তাদের সুপার কাপ অভিযান শুরু করবে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে। আইএসএল এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর দল এই টুর্নামেন্টে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া। তবে ক্লেইটন সিলভার মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের বিদায়, সাউল ক্রেসপোর চোট এবং ফিজিওর প্রস্থান দলের প্রস্তুতিকে জটিল করে তুলেছে। ক্লেইটনের জায়গায় টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নতুন কোনো খেলোয়াড়ের আসার সম্ভাবনা নেই, ফলে দলকে মানসিক ও কৌশলগতভাবে দ্রুত পুনর্গঠিত হতে হবে। ইস্টবেঙ্গলের কোচ এবং ম্যানেজমেন্টের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হল বাকি খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি শক্তিশালী একাদশ গঠন করা। তরুণ এবং দেশীয় খেলোয়াড়দের উপর এখন বেশি দায়িত্ব এসে পড়বে। একই সঙ্গে, বাকি বিদেশি খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অতিরিক্ত পারফরম্যান্স আশা করবে দল। সুপার কাপ একটি নকআউট টুর্নামেন্ট, যেখানে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গলের জন্য শিরোপা ধরে রাখা কঠিন হলেও, সমর্থকরা আশা করছেন দল তাদের লড়াকু মনোভাব দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে। এই কঠিন সময়ে সমর্থকদের সমর্থনই হবে ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে বড় শক্তি। দল যদি এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে সুপার কাপে তাদের পারফরম্যান্স হবে একটি অসাধারণ গল্প। তবে তার আগে, সাউল ক্রেসপোর চোটের রিপোর্ট এবং দলের নতুন কৌশল নিয়ে সবার নজর থাকবে।

যত কান্ড সুপার কাপে! হেড কোচ ছাড়াই মাঠে নামবে ইন্টার কাশী

বারাণসী, ১৭ এপ্রিলঃ ইন্টার কাশীর প্রধান কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস আগামী ২৩ এপ্রিল ভুবনেশ্বরে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে সুপার কাপের রাউন্ড অফ ১৬ ম্যাচে দলের সঙ্গে থাকবেন না বলে জানা গিয়েছে। ৬৭ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ কোচ বাড়ি ফিরেছেন বলে জানা যায়। একটি সূত্র জানিয়েছে, 'তার মেয়ে প্যারিসে ছিলেন এবং সন্তান প্রত্যাশা করছিলেন। হাবাস সম্ভবত স্পেনে পৌঁছেছেন। পরিবারের সঙ্গে থাকা এই মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' হাবাসের অনুপস্থিতিতে সহকারী কোচ কার্লোস ফনসেকা বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দেবেন। আরও জানা গিয়েছে, 'হাবাস প্রথম ম্যাচে থাকবেন না। যেহেতু এটি একটি নকআউট প্রতিযোগিতা এবং ক্লাব জানে না তারা জিতবে কিনা, তাই তার পরবর্তী ম্যাচে উপস্থিতি নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।' ইন্টার কাশীর প্রস্তুতির ওপর আই-লিগের শিরোপা সংক্রান্ত বিতর্কও ছায়া ফেলেছে। ২০২৪-২৫ মরসুমের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দলটির অবস্থান এখনও এআইএফএফ আপিল কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। লিগের শেষ সপ্তাহগুলোতে যোগ্যতার নিয়ম নিয়ে বিতর্কের কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। সুপার কাপ ২০ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের শিরোপাধারী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে কেরালা ব্লাস্টার্স। দ্বিতীয় ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের এবং চার্চিল ব্রাদার্সের মধ্যে খেলা অনিশ্চিত রয়েছে, কারণ আই-লিগের

মামলার কারণে চার্চিল ব্রাদার্স তাদের নাম প্রত্যাহার করেছে। ইন্টার কাশীর জন্য এই ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেঙ্গালুরু এফসি একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, এবং তাদের বিরুদ্ধে জয় পাওয়া দলের মনোবল বাড়াতে পারে। তবে হাবাসের অনুপস্থিতি দলের কৌশল এবং মাঠের পারফরম্যান্সের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। হাবাসের অভিজ্ঞতা এবং কৌশলগত দক্ষতা দলের জন্য মূল্যবান সম্পদ। তার অভাবে ফনসেকার ওপর বড় দায়িত্ব পড়েছে। ফনসেকা এর আগেও দলের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং তার নেতৃত্বে দল কতটা ভালো পারফর্ম করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এদিকে, আই-লিগের শিরোপা বিতর্ক ইন্টার কাশীর ফুটবলারদের মনোযোগের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। লিগের শেষ পর্যায়ে যোগ্যতার নিয়ম নিয়ে সমস্যা দলের প্রস্তুতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এই পরিস্থিতিতে সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স দলের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা হতে পারে। তবে বেঙ্গালুরু এফসির মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ইন্টার কাশীকে তাদের সেরা খেলাটি প্রদর্শন করতে হবে। সুপার কাপের এই মরসুম বেশ কয়েকটি দল শক্তিশালী প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত। ইস্টবেঙ্গল, কেরালা ব্লাস্টার্স, মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মতো দলগুলো টুর্নামেন্টে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করতে মুখিয়ে রয়েছে। ইন্টার কাশীর জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। যদি তারা বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে জয় পায়, তবে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং পরবর্তী রাউন্ডে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরতে পারে। ইন্টার কাশীর সমর্থকরা এই ম্যাচের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তাদের প্রিয় দল যদি এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও ভালো ফল করে, তবে এটি দলের জন্য একটি বড় অর্জন হবে। সুপার কাপের এই উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রায় ইন্টার কাশির পথচলা কতদূর যাবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সান সিরোয় রোমাঞ্চকর ড্রয়ে ইন্টারের হাসি

ইন্টার মিলান ২-২ বায়ার্ন মিউনিখ
(দুই লেগ মিলিয়ে ইন্টার মিলান ৪-৩ গোলে জয়ী)

মিলান, ১৭ এপ্রিলঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথে এক ধাপ এগিয়েছিল ইন্টার মিলান। নিজেদের মাঠ সান সিরোতে ইন্টারকে আজ তাই ড্র করলেই চলত। ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ড্র-ই হয়েছে। প্রথমার্ধ গোল বন্ধ্যাত্বে কাটলেও দ্বিতীয়ার্ধ ছিল রোমাঞ্চে ঠাসা। ২-২ সমতায় শেষ হওয়া ম্যাচের গোল ৪টি হয়েছে বিরতির পর ২৪ মিনিটের ব্যবধানে। এতে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে ইতালিয়ান ক্লাব ইন্টার। জার্মানির সফলতম ক্লাব বায়ার্নকে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বিদায়ের বেদনা নিয়ে। চ্যাম্পিয়নস লিগের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ইন্টার সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে স্প্যানিশ পরাশক্তি বার্সেলোনাকে। যদিও কয়েক মিনিটের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়েছিল বায়ার্ন। ৫২ মিনিটে ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন গোল করলে দুই লেগ মিলিয়ে ২-২ সমতায় ফেরে বাভারিয়ানরা। কিন্তু ৫৮ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজ গোল করলে আবারও দুই লেগ মিলিয়ে এগিয়ে যায় ইন্টার মিলান। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই স্ট্রাইকার গত সপ্তাহে বায়ার্নের মাঠেও গোল করেছিলেন। ৩ মিনিট পর ইন্টারের হয়ে আরেক গোল করে বায়ার্নের হতাশা বাড়িয়ে তোলেন বায়ার্নেরই প্রাক্তন ডিফেন্ডার বেঞ্জামিন পাভার। ইন্টারের জার্সিতে এটিই তাঁর প্রথম গোল। কর্নার থেকে ভেসে আসা বল হেডে জালে জড়ান তিনি। সাধারণত প্রাক্তন ক্লাবের বিপক্ষে গোল করলে গোলদাতাকে উদযাপন করতে দেখা যায় না। কিন্তু ইন্টারের হয়ে মূল্যবান গোলটি করে বুনো উদযাপনই করেছেন পাভার। ৭৬ মিনিটে আরেক ইংলিশ ফুটবলার এরিক ডায়ার ম্যাচে সমতা এনে বায়ার্নের সেমিফাইনালে খেলার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা তৈরি করেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাকি সময় আর কোনো গোল না হওয়ায় স্বস্তি নিয়েই মাঠ ছাড়ে ইন্টার মিলান।

ফের কান্নাভেজা চোখে মাঠ ছাড়লেন নেইমার

সান্তোস, ১৭ এপ্রিলঃ বরাবরের মতোই চোট নেইমারের নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে সান্তোসেও। অনেক দিন বাইরে থাকার পর গত রবিবার ফ্লুমিনেসির বিপক্ষে ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে ফেরেন। বুধবার আতলেতিকো মিনেইরোর বিপক্ষে তাকে শুরুর একাদশে রাখেন কোচ সেজার সাম্পাইয়ো। শুরু থেকেই অবশ্য সংশয় ছিল, তিনি আদতে শতভাগ ফিট কি না। দুই উরুতেই মোটা করে টেপ পেচিয়ে নামতে দেখা যায় তাকে। মাঠে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে দেখা যায়নি ৩৩ বছর বয়সী তারকাকে। তার দল অবশ্য ২৪ ও ২৭তম মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় ২-০ ব্যবধানে। তবে ভুগতে থাকা নেইমার নিজের পরিণতি বুঝে যান ৩৪তম মিনিটে। বাঁ উরুতে হাত রেখে একটু খোঁড়াতে দেখা যায় তাকে। ডাগআউটের দিকে ইশারা করেন বদলির জন্য। উরু চেপে বসে পড়েন মাঠেন। এতক্ষণ ধরে উল্লাস করতে থাকা গ্যালারিও তখন প্রায় নিশ্চুপ। মাঠে বসে থাকা অবস্থায়ই তার চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে জল। সতীর্থরা ও প্রতিপক্ষের কেউ কেউ তাকে সান্ত্বনা দেন। এক পর্যায়ে দুজনের সহায়তায় কার্টে বসে তিনি মাঠ ছাড়েন। দর্শকেরা বিপুল করতালিকে তাকে সাহস জোগান। ডাগআউটে গিয়েও কাঁদতে দেখা যায় তাকে। পায়ে বরফ লাগিয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। তার শুশ্রূষা শুরু হয় দ্রুতই। চোটে পড়ে আগেও নানা সময়ে চোখের জলে মাঠ ছেড়েছেন নেইমার। সৌদি আরবের আল-হিলাল থেকে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে গিয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রথমবার মাঠে নামেন তিনি। টানা সাতটি ম্যাচে খেলেন এই তারকা, আস্তে আস্তে তার মাঠে থাকার সময় বাড়তে থাকে। তবে গত ২ মার্চ করিঞ্চাসের বিপক্ষে ম্যাচে আবার চোটে পড়ে বাইরে থাকেন ছয় সপ্তাহ। এই সময়টায় ব্রাজিল জাতীয় দলে ফিরলেও শেষ পর্যন্ত ওই চোটের কারণে মার্চের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। যে উরুর চোটের কারণে তিনি বাইরে ছিলেন, সেখানেই আবার সমস্যা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। চোটের ধরন বা কতটা গুরুতর, তা কিছু জানানো হয়নি আনুষ্ঠানিকভাবে।

বার্নাব্যুর ভয়কেও জয়, রিয়ালকে বিদায় করে সেমিফাইনালে আর্সেনাল

তিন গোলের ঘাটতি পুষিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া ভাব কেবল এমবাপে-ভিনিসিউসদের চোখে-মুখেই যা একটু ফুটে উঠল। যার প্রভাব এতটুকুও পড়ল না তাদের পারফরম্যান্সে। উজ্জীবিত মনোভাবে, চমৎকার পারফরম্যান্সে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নদের আবার পরাভূত করে সেমি-ফাইনালে পৌঁছে গেল আর্সেনাল।

মাদ্রিদ, ১৭ এপ্রিলঃ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে বুধবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে আর্সেনালের জয় ২-১ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ গোলের অগ্রগামিতায় ২০০৯ সালের পর প্রথমবার ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতাটির শেষ চারে পা রাখল তারা। প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতেছিল দলটি। ঘুরে দাঁড়ানোর আরেকটি মহাকাব্য রচনার স্বপ্নে মাঠে নামলেও পুরো ম্যাচে ন্যূনতম সম্ভাবনাও জাগাতে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। উল্টো বুকায়োর গোলে প্রথমে পিছিয়ে পড়ে তারা। মুহূর্তের মধ্যে সেটা ভিনিসিউস জুনিয়র শোধ করলেও, বিবর্ণতা ঝেড়ে ফেলতে পারেনি দলটি। শেষ মুহূর্তে গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির গোলে উসব শুরু হয় মিকেল আর্তেতার দলের। ম্যাচ শুরু হতেই দ্বিতীয় মিনিটে ভিনিসিউসের ক্রসে জালে বল পাঠান এমবাপে, যদিও পরিষ্কার অফসাইডে ছিলেন তিনি। পরের মিনিটে আবারও বাঁ দিক থেকে আক্রমণ শাণান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড, এবার ডি-বক্সে এমবাপেকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টায় পারেননি। পরের চার মিনিটে ভালো দুটি আক্রমণ করে আর্সেনাল। প্রথম লেগে দুর্দান্ত পারফর্ম করা বুকায়ো সাকা দুটি শট নেন, প্রথমটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার পরেরটি ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে আটকে দেন থিবো কোর্তোয়া। ওই কর্নারের ফলশ্রুতিতেই সেমি-ফাইনালের পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায় আর্সেনাল। কর্নারে উড়ে আসা বল কোর্তোয়া গ্লাভসে জমালেও, ছয় গজ বক্সের বাইরে মিকেল মেরিনোকে ডিফেন্ডার রাউল আসেন্সিও ফাউল করে বসেন। রেফারি অবশ্য শুরুতে দেখেননি তবে ভিএআর মনিটরে দেখে পেনাল্টির বাঁশি বাজান তিনি। সুযোগটি যদিও হেলায় হারান সাকা। ইংলিশ ফরোয়ার্ডের দুর্বল স্পট কিকে আটকে দলকে লড়াইয়ে রাখেন কোর্তোয়া। ২৩তম মিনিটে

বক্সে মিডফিল্ডার ডেক্লান রাইসের 'বাধায়' এমবাপে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে 'কোনো ফাউল হয়নি' দাবিতে তীব্র প্রতিবাদ জানায় আর্সেনাল। অনেক সময় নিয়ে ভিএআরে যাচাই করার পর, মনিটরে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টান রেফারি। সময় গড়ানোর সঙ্গে রিয়ালের আক্রমণভাগে বোঝাপড়ায় ঘাটতি যেন আরও স্পষ্ট হতে থাকল। তাদের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও সেই ধার চোখে পড়ল না। আর্সেনালও রক্ষণ করে তুলল জমাট। সব মিলিয়ে পুরো প্রথমার্ধে গোলের জন্য ছয় শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারল না শিরোপাধারীরা। বিরতির আগে উল্টো আবার পরীক্ষা দিতে হয় কোর্তোয়াকে। দুরূহ কোণ থেকে গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট ঠেকিয়ে আরও ফিকে হতে থাকা আশা বাঁচিয়ে রাখেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক। ৫৬তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শট নিতে পারে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে, পাল্টা আক্রমণে বেলিংহ্যামের পাস পেয়ে গতিতে এগিয়ে যাওয়ার বদলে আরও ধীর হয়ে পড়েন ভিনিসিউস। পরে শট নিলেও, তার দুর্বল প্রচেষ্টা অনায়াসে ঠেকান গোলরক্ষক। পরের মিনিটে রদ্রিগোর কর্নারে কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়াতে যাচ্ছিল, ক্রসবারের ওপর দিয়ে বল বাইরে পাঠান দাভিদ রায়া। ৬১তম মিনিটে একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন আনেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি। রদ্রিগো, ডাভিড আলাবা ও লুকাস ভাসকেসকে তুলে দানি সেবাইয়োস, ফ্রান গার্সিয়া ও এন্দ্রিককে নামান তিনি। সতেজ পায়ে ভর করে ঘুরে দাঁড়াবে কী, উল্টো চার মিনিটের মাথায় গোল হজম করে দলটি। দেখেশুনে ছোট ছোট পাসে শাণানো আক্রমণে মেরিনো দারুণ এক থ্রু পাস বাড়ান বক্সে, আর চোখের পলকে ছুটে গিয়ে চিপ শটে কোর্তোয়ার ওপর দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন সাকা। তিনি বক্সের ঢোকার সময়ে একই লাইনে দাঁড়িয়েই ছিলেন চার ডিফেন্ডার! বাকি অনিশ্চয়তাও যেন শেষ হয়ে যায়! অবশ্য সেই ভাবনায় নির্ভার হয়েই কিনা মারাত্মক এক ভুল করে বসেন আর্সেনাল ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা। গোলরক্ষকের পাস পেয়ে মুভ করতে দেরি করে ফেললেন, ডান পাশ দিয়ে ছুটে আসছেন ভিনিসিউস, খেয়ালও করলেন না। সেই সুযোগে তার থেকে বল কেড়ে নিয়ে জোরাল শটে ব্যবধান আগের জায়গায় নিলেন ভিনিসিউস। গোলটি করে সতীর্থদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন ভিনিসিউস, গ্যালারির গর্জনও ফিরে আসে। তবে তা ওই পর্যন্তই। ভিনিসিউস নিজেও পারেননি আর কিছু করতে, তার সতীর্থরা পারেনি ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে। বরং যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে রিয়ালের ব্যর্থতার গল্পের ষোলকলা পূর্ণ হয়। মেরিনোর থ্রু বল ধরে জয়সূচক গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মার্তিনেল্লি। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ফরাসি ক্লাব পিএসজির মুখোমুখি হবে আর্সেনাল।

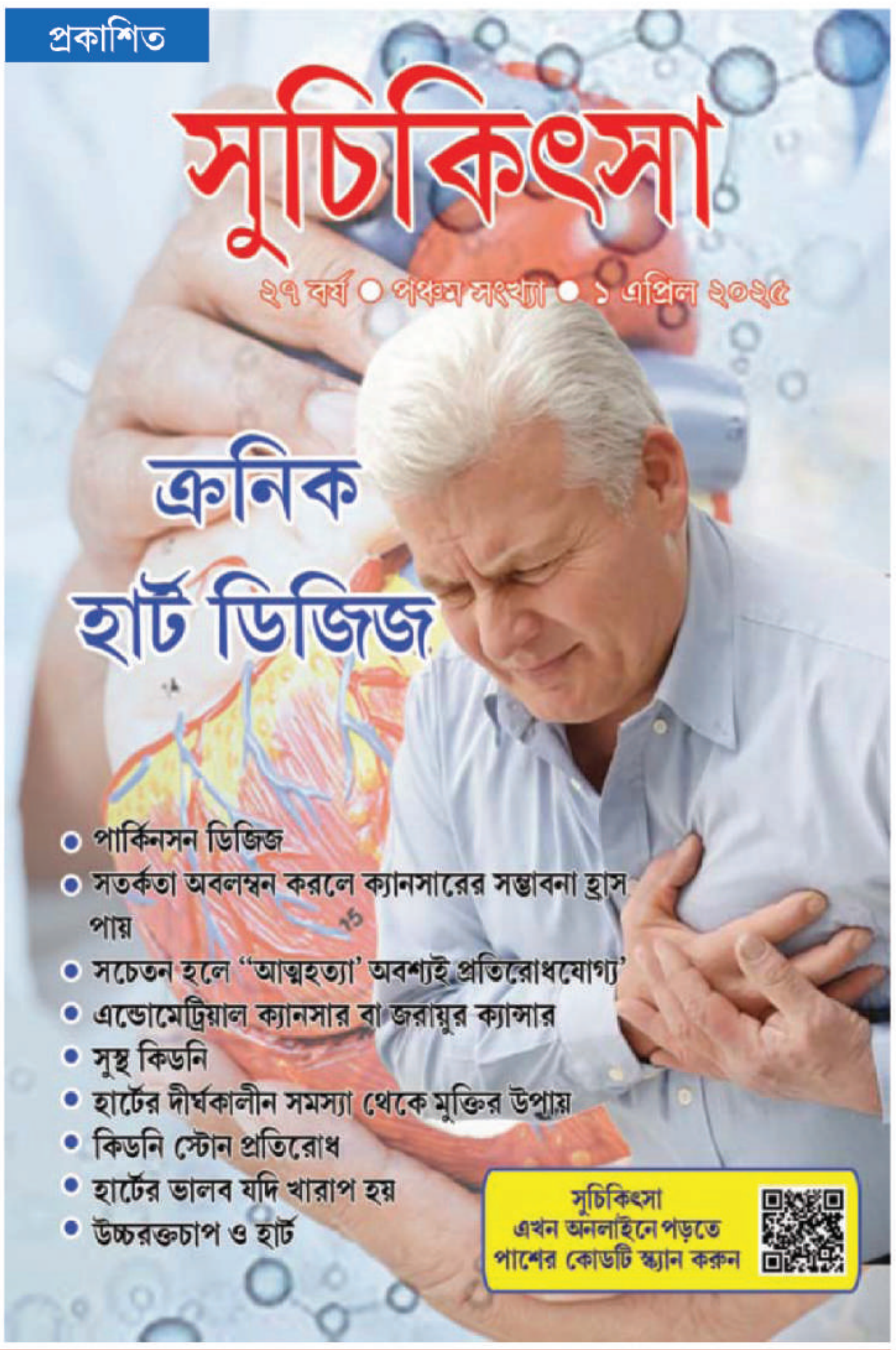

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com